৪

[কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ]

প্রণেতা

গৌরচন্দ্র সাহা, সাহিত্যবিশারদ

সম্পাদনা

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

বুলবুল প্রকাশন

১৮/এল, ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

অর্ঘ্য

কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী পরমারাধ্যা পিতামহী স্বর্গীয়া কুবজাসুন্দরী এবং সত্যের পূজারী পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র সাহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ গ্রন্থখানি নিবেদন করলাম।

স্নেহধন্য
গৌর

সূচি

যদুবংশ ধ্বংস / ১৮১

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভ

কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে অর্জুন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। পরিত্যক্ত গাণ্ডীব ধারণ করে সিংহনাদ করল তৃতীয় পাণ্ডব। চমকিত হল রণভূমি সেই বজ্রগর্জনে।

অর্জুনের শিথিলতা দূর হতে দেখে বিমর্ষ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ করলেন। রণবাদ্যসমূহ ভীমনাদে ধ্বনিত হতে থাকল। মহাকোলাহল ব্যাপ্ত হল রণক্ষেত্রে। আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় উভয় পক্ষই ঋজু হয়ে উঠল। তাদের হৃদস্পন্দন হয়ে উঠল দ্রুত থেকে দ্রুততর।

হঠাৎ এক আশ্চর্যময় দৃশ্যের অবতারণায় সব কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল—মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের কবচ ত্যাগ করে, ধনু পরিত্যাগ করে, রথ থেকে অবতরণ করলেন। তারপর তড়িৎবেগে পদব্রজে কৌরবসেনার দিকে অগ্রসর হলেন।

বিমূঢ় পাণ্ডবভ্রাতারা আশঙ্কিত হয়ে কৃষ্ণসহ যুধিষ্ঠিরকে সত্বর অনুসরণ করলেন।

বিস্মিত অর্জুন বিনীত স্বরে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করল, হে রাজন! আপনার কী অভিপ্রায়? আমাদের পরিত্যাগ করে, কবচমুক্ত হয়ে, পূর্বমুখে শত্রুব্যূহের দিকে কেন অস্ত্রহীন হয়ে অগ্রসর হচ্ছেন?

ভীম, নকুল এবং সহদেব একই কথার প্রতিধ্বনি করে প্রশ্ন করল, হে মহারাজ! আমাদের পরিত্যাগ করে আপনি কোথায় গমন করছেন? কেন?

যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের প্রশ্নের উত্তর দান না করেই অব্যাহত গতিতে ভীষ্মের রথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকলেন।

কৃষ্ণ সহজেই যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য অনুমান করে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন, হে কৌন্তেয়গণ! চিন্তার কোনো কারণ দেখি না। ধর্মরাজ ধর্মসঙ্গত ভাবে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ প্রমুখ গুরুজনদের প্রণাম এবং তাঁদের অনুমতি লাভ করতে যাচ্ছেন। পরে তিনি যুদ্ধ শুরু করার আদেশ দান করবেন। প্রাচীন যুদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন না করে যুদ্ধারম্ভ করেন—সেই ব্যক্তি গুরুজন কর্তৃক অভিশপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরুজনদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার পর তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন—অন্তিমে তাঁর জয় সুনিশ্চিত হয়। আমিও তাই মনে করি। ধর্মরাজ প্রাজ্ঞ। তাই উচিত কর্তব্যই করছেন।

অপরদিকে কুরুসৈন্যেরা অরক্ষিত অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের আগমনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করতে পেরে অনেকেই হীন মন্তব্য করতে লাগল—যুধিষ্ঠির কুরুকুলের অধম! নিশ্চয় ভীত হয়ে ভীষ্মের শরণাপন্ন হতে আসছেন। যুধিষ্ঠির নিশ্চয় মহান কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করেন নি। ধিক্ তাঁকে। কুরুবংশীয়েরা যুদ্ধভয়ে ভীত হয় না।

ক্রমে এইভাবে কুরুসেনার মধ্যে পাণ্ডব এবং কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নিন্দার আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তবু সকলের মধ্যে সংশয় রয়েই গেল। সত্যিই কি যুধিষ্ঠির যুদ্ধভয়ে ভীত? সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছেন ভীষ্মের কাছে—যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে? তাঁর উদ্দেশ্য কি আত্মসমর্পণ? যুদ্ধের পূর্বেই সন্ধির প্রস্তাব! ধিক্, কৃষ্ণ-আশ্রয়ী পাণ্ডবদের!

সকল বিদ্রূপ আর সংশয় উপেক্ষা করে যুধিষ্ঠির ভ্রাতা এবং কৃষ্ণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রণসজ্জায় সজ্জিত—প্রস্তুত কুরুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন নির্ভয়ে। অসংকোচে।

ভীষ্ম সম্মুখেই ছিলেন। যুধিষ্ঠির হস্ত দ্বারা শান্তনুনন্দনের

চরণযুগল ধারণ করে বললেন, হে পিতামহ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন এবং আশীর্বাদ করুন।

আপ্লুত ভীষ্ম বললেন, হে ধর্মরাজ! তুমি যদি অনুমতি প্রার্থনা করার জন্যে আমার কাছে না আসতে তাহলে তোমাকে অভিসম্পাত করতাম। কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন! এখন আমি প্রীত। আশীর্বাদ করি, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর। তোমার অন্য কোনো প্রার্থনা থাকলেও আমাকে বলতে পারো। বল, তুমি কী বর কামনা কর? হে পৃথানন্দন! মানুষ অর্থের দাস। কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবেরা অর্থ দ্বারা আমায় বশীভূত করে রেখেছে। তাদের অন্নে আমি পালিত। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কী আশা কর, তা স্বচ্ছন্দে আমায় ব্যক্ত কর।

যুধিষ্ঠির বিনীত স্বরে বললেন, হে পিতামহ! আপনি সর্বদা আমার হিতৈষী হয়ে আমায় মন্ত্রণা দিন—আর অন্নদাসত্বের জন্যে কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করুন। এই বরই আমি কামনা করি।

ভীষ্ম আরও স্পষ্ট করে বললেন, হে ধর্মরাজ! কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেও তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি, তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ইঙ্গিত বুঝলেন, তাই বললেন, হে পিতামহ! আপনি চির অপরাজিত। সত্যই যদি আমার মঙ্গল কামনা করেন, তবে বলুন, আপনাকে কেমন করে জয় করা সম্ভব হবে? আপনি বিজিত না হলে জয় দুরঅস্ত।

ভীষ্ম বললেন, হে পৃথানন্দন! আমি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হলে স্বয়ং ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করতে পারেন না, একথা সত্য এবং সর্বজনবিদিত।

যুধিষ্ঠির আবার বিনীত স্বরে বললেন, সেইজন্যই আমার প্রশ্ন, আপনাকে কিভাবে পরাজিত করা সম্ভব? এই গূঢ় তথ্য না জ্ঞাত হলে যুদ্ধ করা আর না করা সমান।

ভীষ্ম মৃদু হাস্য করে বললেন, হে পাণ্ডুনন্দন! আমার পরাজয়ের কাল বা মৃত্যু সময় কোনটিই এখন এসে উপস্থিত হয় নি। সুতরাং উপযুক্ত সময়ে পুনরায় এস। যাও, তোমার কল্যাণ হোক।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুরুসৈন্যের মধ্য দিয়ে আচার্য দ্রোণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, হে আচার্য! আপনার অনুমতি লাভ করলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারি। আর বলুন, সকল শত্রুকে কেমন করে জয় করব?

দ্রোণও একই কথা বললেন, হে ধর্মরাজ! তুমি যদি আমার অনুমতির জন্যে আমার কাছে আগমন না করতে—তাহলে তোমার পরাজয়ের জন্যে আমি অভিসম্পাত করতাম। এখন আমি সন্তুষ্ট। সুতরাং অনুমতি করছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং আশীর্বাদ করি বিজয়ী হও। তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কী কামনা তুমি কর—তা অসঙ্কোচে ব্যক্ত কর—আমি নিশ্চয়ই তা রক্ষা করব।

যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে দ্রোণকেও একই কথা বললেন। হে আচার্য! আপনি আমাদের হিতের জন্যে মন্ত্রণা দান করুন—আর কৌরবের স্বপক্ষে যুদ্ধ করুন। এই আমার কামনা।

দ্রোণ কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে রাজা! কৃষ্ণ যার মন্ত্রণাদাতা, সে পক্ষের জয় সুনিশ্চিত। যে পক্ষে কৃষ্ণ অবস্থান করেন—ধর্মও অবস্থান করেন সেই পক্ষে। যে পক্ষে ধর্ম অবস্থান করেন—সে পক্ষের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্ভয়ে যুদ্ধ কর।

যুধিষ্ঠির পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে পরম ব্রাহ্মণ! যুদ্ধে আপনি চির অপরাজিত। আপনাকে কেমন করে জয় করব—সেই উপায় ব্যক্ত করুন। আপনাকে বধ করাই বা কেমন করে সম্ভব?

দ্রোণ বললেন, আমি রথে অবস্থান করে বাণ বর্ষণপূর্বক যুদ্ধে

রত থাকলে আমায় বধ করা অসম্ভব। আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতনের ন্যায় মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা সম্ভব।

যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে কৃপাচার্য, শল্য প্রমুখ গুরুজনকে বন্দনা করে তাঁদের কাছ থেকেও যুদ্ধ-অনুমতি ও বিজয়ের আশীর্বাদ লাভ করে কুরুসৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন, হে কৌরবসেনাগণ! যাঁরা কৌরবপক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষকে সাহায্য করতে উদগ্রীব, আমি তাঁদের সাদরে গ্রহণ করব।

যুধিষ্ঠিরের আহ্বান শুনে ধৃতরাষ্ট্রের দাসীপুত্র যুযুৎসু বলল, হে ধর্মরাজ! আমি ধর্মের পক্ষে অবস্থান করে অধর্মের বিরুদ্ধে করার ইচ্ছা করি।

যুধিষ্ঠির সানন্দে বললেন, হে যুযুৎসু! কৃষ্ণ আর আমরা সকলে মিলিত হয়েই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করছি। সম্ভবত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড এবং বংশরক্ষার জন্যে তুমিই কেবলমাত্র জীবিত থাকবে। বৃকোদরের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, ধার্তরাষ্ট্রদের সে নিশ্চিহ্ন করবে। আমরা তোমাকে অবলম্বন করলাম। তুমি আমাদের অবলম্বন কর।

অতঃপর যুযুৎসু ধার্তরাষ্ট্রদের পরিত্যাগ করে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে স্থান গ্রহণ করল।

প্রথম দিনের যুদ্ধ

যুধিষ্ঠির হৃষ্ট মনে পুনরায় কবচ ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ করে রথে আরোহণ করলেন। বাদ্যকারেরা রণবাদ্য বাদন শুরু করল—বীরেরা সিংহনাদ। উভয় পক্ষের সৈন্যেরা উন্মত্ত জিঘাংসায় পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

বৃকোদর ভীম মহাসিংহের মতো গর্জন করতে করতে কৌরব সৈন্যের দিকে ধাবমান হল। ভীমকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর

হল দুর্যোধনের সহযোগী দুর্মুখ, দুঃসহ, শল, অতিরথ, দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয় ও ভোজ—এই দ্বাদশ সহোদর এবং ভূরিশ্রবা। তারা তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণে ভীমকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তা দর্শন করে দ্রৌপদীর পুত্রেরা, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও পৃষতবংশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত বাণ দ্বারা ধার্তরাষ্ট্রদের নিপীড়িত করতে করতে ভীমের সাহায্যের জন্যে ধাবিত হল।

অপরদিকে যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র বীর কৌরবসেনাদের আক্রমণ করল। শুরু হয়ে গেল মহাসংগ্রাম।

সমস্ত রণাঙ্গন ব্যাপী ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকল। তার মধ্যে ভীষ্ম একাকীই বীরশোভায় শোভা বর্ধন করতে থাকলেন। তিনি যমদণ্ডের তুল্য ভয়ংকর ধনু ধারণ করে অর্জুনের অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

কৃষ্ণমন্ত্রে সঞ্জীবিত অর্জুনও গাণ্ডীব ধারণ করে ভীষ্মকে প্রতিহত করতে ধাবমান হল। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন অক্লান্ত ভাবে—কিন্তু কেউই কারোকে বিচলিত করতে পারলেন না। একের অস্ত্রকে অন্যে অক্লেশে প্রতিহত করতে থাকলেন।

অন্যদিকে সাত্যকি আর কৃতবর্মার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অভিমন্যু যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল রাজা বৃহদ্বলের সঙ্গে।

কোশলরাজ বৃহদ্বল অভিমন্যুর রথধ্বজ ছিন্ন এবং সারথিকে নিপাতিত করলেন। পরিবর্তে অভিমন্যু দুটি ভল্লের একটির দ্বারা বৃহদ্বলের রথধ্বজ ও অপরটির দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠ সারথিকে নিহত করল।

রণাঙ্গনের অপর এক অংশে ভীমসেন আর দুর্যোধন মুখোমুখি হল। বাণ দ্বারা তারা পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করতে থাকল। নকুল প্রতিরোধ করল দুঃশাসনকে। সহদেব—দুর্মুখকে। সহদেব

একটি বাণ দ্বারা দুর্মুখের সারথিকে নিহত করল।

অতঃপর যুধিষ্ঠির শল্যের দিকে ধাবিত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ধাবিত হল দ্রোণের দিকে।

বিরাট-পুত্র শঙ্খ প্রতিরোধ করল মহাবল ভূরিশ্রবাকে। ধৃষ্টকেতু আক্রমণ করল বাহ্লিককে। ঘটোৎকচ আক্রমণ করল অলম্বুষকে।

অপরদিকে শিখণ্ডী ধাবিত হল অশ্বত্থামার দিকে, মহারাজ বিরাট—ভগদত্তের দিকে।

আচার্য কৃপ রণলিপ্ত হলেন কেকয়রাজ বৃহৎক্ষেত্রের সঙ্গে, রাজা দ্রুপদ জয়দ্রথের সঙ্গে। মহারথ চেকিতান আক্রমণ করল সুশর্মাকে। প্রতিবিন্ধ ধাবিত হল শকুনির দিকে।

সমস্ত রণক্ষেত্র ব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, মৃত্যু আর আর্তনাদ।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধের চিত্রের কিছু পরিবর্তন ঘটল। দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, শল্য ও বিবিংশতিকে দুর্যোধন আদেশ করলেন ভীষ্মকে সাহায্য করার জন্যে। কৌরবপক্ষীয় পাঁচজন মহারথের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করলেন। চেদি, কাশী, করূষ ও পাঞ্চালদেশীয় সৈন্যগণের মধ্যে ভীষ্মের চঞ্চল তালধ্বজ রথ চঞ্চল গতিতে ভ্রমণ করতে থাকল। ভীষ্ম অকাতরে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকলেন অপ্রতিহত শক্তিতে।

ক্রুদ্ধ অভিমন্যু ভীষ্মকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল। অভিমন্যু একটি বাণ দ্বারা কৃতবর্মাকে, পাঁচটি বাণ দ্বারা শল্যকে এবং নয়টি বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভল্লের সাহায্যে দুর্মুখের সারথিকে নিধন করল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অভিমন্যু যেন নৃত্য করতে থেকেই কৌরবসৈন্য সংহার করতে থাকল। ভীষ্ম প্রমুখ রথিরা অভিমন্যুর অর্জুনতুল্য বীরত্বকে প্রশংসা করে আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। দুর্জয় সমর শুরু হল অভিমন্যুর সঙ্গে।

ভীষ্ম তিনটি ভল্লের দ্বারা অভিমন্যুর রথের ধ্বজা ছেদন করলেন এবং তিনটি বাণ দ্বারা তার সারথিকে' আঘাত করলেন। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শল্য এবং দুর্মুখও আঘাত করলেন অভিমন্যুকে। কিন্তু তাঁরা অভিমন্যুকে সামান্যতম বিচলিতও করতে পারলেন না।

অতঃপর অভিমন্যু পাঁচ মহারথকে নিবারণ করে ভীষ্মকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল। ভীষ্মের রথের ধ্বজা ছেদন করল।

ক্রুদ্ধ ভীষ্ম নানান দৈবাস্ত্র এবং মহাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্যুকে প্রত্যাঘাত করা শুরু করলেন। তখন উত্তর, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা এবং সাত্যকি এই দশজন মহারথ অভিমন্যুকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হল।

বিরাটপুত্র উত্তর এক বিশাল হস্তীতে আরোহণ করে মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হল। সেই উন্মত্ত হস্তী শল্যের রথ এবং রথাশ্বগুলিকে নিহত করল। শল্য উত্তরের প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলে তা উত্তরের বর্ম ভেদ করে তার মর্মে আঘাত করল। উত্তর হস্তিপৃষ্ঠ থেকে ভূমিতে পতিত হল। শল্য নিজের ভগ্নরথ ত্যাগ করে কৃতবর্মার রথে আরোহণ করলেন। নিহত হল উত্তর।

বিরাট রাজার অপর পুত্র শ্বেত ভ্রাতাকে নিহত দেখে এবং শল্যকে কৃতবর্মার রথে আশ্রয় নিতে দর্শন করে ঘৃত দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতোই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। শ্বেত শল্যকে বধ করার মানসে বিশাল ধনু বিস্ফারিত করে রথিসমূহে বেষ্টিত হয়ে ধাবিত হল। মদমত্ত হস্তীর মতো ক্রুদ্ধ শ্বেতকে দর্শন করে শল্যকে রক্ষা করার জন্যে কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যের পুত্র রুক্মরথ, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁকে বেষ্টন করে রইলেন। সেই সপ্ত মহারথীর নিক্ষিপ্ত সাতটি বাণ শ্বেতকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। শ্বেত চক্ষের পলকে সপ্তমহারথীর ধনুক ছেদন

করে রুক্মরথের প্রতি একটি বাণ নিক্ষেপ করল। সেই বাণ রুক্মরথের দেহ বিদীর্ণ করল। রুক্মরথ হতচেতন হয়ে পড়ল। এরপর শ্বেত যথেচ্ছভাবে ছয়জন রথীকে আক্রমণ করল। কৌরবসৈন্য মধ্যে কোলাহল উঠল শ্বেতের বীরত্বে।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে সম্মুখে রেখে শ্বেতের দিকে ধাবমান হল এবং মৃত্যুর মুখ থেকে শল্যকে উদ্ধার করল। অতঃপর এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের অবতারণা হল। ভীষ্মের ধনু থেকে নির্গত বাণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদের অত্যধিক পীড়ন করতে শুরু করল। ভীষ্মের বাণে রথের চক্র ভগ্ন, যুগছিন্ন, অশ্ব নিহত হলে, রথের আরোহী—বীর এবং সারথিও নিহত হতে থাকল।

সেই সময় বিরাটপুত্র শ্বেতও অকাতরে কৌরবসৈন্য নিধন করতে থাকল। সে শত শত রথিশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রকে বধ করল। শ্বেতের সঙ্গে যুদ্ধে একমাত্র ভীষ্মই স্থির হয়ে বিরাজ করতে করতে থাকলেন। তিনি শ্বেতকে এভাবে কুরুসৈন্য নিধন দর্শন করে উৎসাহিত ও প্রফুল্ল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করতে থেকে দুর্যোধনের প্রিয়কার্যে অভিনিবিষ্ট হলেন।

শ্বেত বিশাল শরজালে ভীষ্মকে আবৃত করলে ভীষ্মও শ্বেতকে আবৃত করলেন। শ্বেত ও ভীষ্ম দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শ্বেত যদি ভীষ্মকে প্রতিহত না করত তাহলে হয়ত ভীষ্ম একদিনেই পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করে ফেলতেন। কিন্তু শ্বেত কর্তৃক ভীষ্ম প্রতিহত হয়েছে দেখে পাণ্ডবেরা আনন্দিত ও দুর্যোধন বিমর্ষ হল।

দুর্যোধনের আদেশে দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও শল্য ভীষ্মকে রক্ষা করতে আবার ছুটে এল। শ্বেতও পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংসকারীদের দর্শন করে ভীষ্মকে পরিত্যাগ করে তাদের ওপর আবার প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করল। অনন্তর সে কৌরববীরদের দমন করে ক্রোধে হতজ্ঞান হয়ে আবার ভীষ্মের কাছে ফিরে গেল। পুনরায় শুরু হল ভীষ্ম আর শ্বেতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

ভীষ্মের সংকটজনক অবস্থা লক্ষ্য করে দুর্যোধন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কৌরবসৈন্যদের আদেশ করল—যাও, তোমরা চতুর্দিক থেকে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন কর। মহাবীর শান্তনুনন্দন যেন আমাদের সম্মুখেই শ্বেতের হস্তে নিহত না হন।

দুর্যোধনের আদেশে বাহ্লিক, কৃতবর্মা, শল্য, শল, জরাসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি—মহারথ ও অজ্ঞেয়শক্তি শ্বেতকে নিবারণ করার জন্যে ছুটে এল। শ্বেতও তার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করে তাদের প্রতিহত করল এবং নিশিত বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করল।

শ্বেতকে বারবার ধনু ছেদন করতে দেখে ক্রোধে অধীর হয়ে ভীষ্ম বিশাল এক ধনু গ্রহণ করে সাতটি বিশাল ভল্ল নিক্ষেপ করলেন। সেই ভল্লের আঘাতে শ্বেতের রথাশ্বগুলি নিহত হল। এরপর ক্রুদ্ধ ভীষ্ম শ্বেতের রথধ্বজা ছেদন করলেন এবং সারথিকে নিহত করলেন। শ্বেত রথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল।

রথহীন শ্বেতকে ভীষ্মের বাণসকল পীড়ন করা শুরু করলে শ্বেত একটি শক্তি নিক্ষেপ করল। ভয়ঙ্কর মৃত্যুতুল্য সেই শক্তিকে ভীষ্ম মধ্যপথেই ছেদন করলেন। কৌরবপক্ষে আনন্দধ্বনি জাগল।

অতঃপর শ্বেত একটি গদা ধারণ করে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হল। মহাপ্রতাপশালী ভীষ্ম শ্বেতের প্রহার থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে রথ থেকে লম্ফ প্রদান করে ভূতলে পতিত হলেন। শ্বেত গদাটিকে ভীষ্মের রথের ওপর নিক্ষেপ করল। ভয়ানক সেই গদা ভীষ্মের সারথি সহ রথকে চূর্ণ করল। ভীষ্ম তখন অন্য রথে আরোহণ করে আবার শ্বেতের দিকে গমন করলেন।

অতঃপর ভীষ্ম শ্বেতকে বধ করার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও অভিমন্যু রথবিহীন শ্বেতকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সবেগে ধাবিত হল।

ভীষ্ম তাদের প্রতিহত করে একটি বিশেষ বাণ শ্বেতের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্বেতের কবচ ভেদ করে তার মর্মস্থল বিদ্ধ করল। মহারথ শ্বেত নিহত হল।

মহাবীর শ্বেত নিহত হলে কৌরব শিবিরে আনন্দধ্বনি জাগল। বিষণ্ণ হল পাণ্ডব শিবির। হাহাকার করে উঠলেন মহারাজ বিরাট।

বিরাট রাজার আর এক পুত্র শঙ্খ ভ্রাতা শ্বেতকে নিহত এবং শল্যকে কৃতবর্মার সঙ্গে এক রথে অবস্থান করতে দেখে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। সে মদ্ররাজকে বধ করার উদ্দেশ্যে ধাবিত হল। ক্রুদ্ধ মহারথ শঙ্খকে উন্মত্তের মতো শল্যকে বধ করার জন্যে আগমন করতে দেখে কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যের পুত্র রুক্মরথ, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই সপ্তরথী শল্যকে রক্ষা করার জন্য শঙ্খকে পরিবেষ্টন করল।

ক্রুদ্ধ শঙ্খ সপ্তরথীর সাতটি ধনুকই ছিন্ন করে গর্জন করল। ভীষ্ম বিশাল এক ধনু ধারণ করে শঙ্খকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল।

শঙ্খকে রক্ষা করার মানসে অর্জুন শীঘ্র শঙ্খের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হল। শল্য গদা ধারণ করে রথ থেকে অবতরণ করে শঙ্খের রথাশ্বগুলিকে হত করল। শঙ্খ তরবারি ধারণ করে রথ পরিত্যাগ করে অর্জুনের রথে আরোহণ করল।

ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বাণে আকাশ ব্যাপ্ত হল। তিনি পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকদেশীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করতে থাকলেন। অতঃপর ভীষ্ম অর্জুনকে পরিত্যাগ করে মহারাজ দ্রুপদের দিকে ধাবিত হলেন। দ্রুপদের সৈন্য অকাতরে ভীষ্মের হস্তে নিহত হতে লাগল। ধূমশূন্য অগ্নির মতো ভীষ্ম রণাঙ্গনে বিরাজ করতে লাগলেন।

এরপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। পাণ্ডব

সেনার মধ্যে হাহাকার জাগল। ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেল। বিষণ্ণ-চিত্ত পাণ্ডবেরা সেদিনের মতো যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। বিষণ্ণ, ক্লান্ত যোদ্ধারা পটমণ্ডপে ফিরে চলল।

পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্তন করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বস্তি লাভ করলেন না। ভীষ্মের কালান্তক মূর্তি তাঁকে বারবার আচ্ছন্ন করতে থাকল। তিনি ভাবলেন, তাহলে পরাজয় কি সুনিশ্চিত? বিমর্ষ ধর্মরাজ সকল ভ্রাতা ও সকল রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ব্যথিত চিত্তে যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব! গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেরূপ মহাধনুর্ধর ও ভয়ংকর পরাক্রম-শালী শান্তনুনন্দন বাণ দ্বারা আমার সৈন্যদের দগ্ধ করেছেন। ভীষ্ম এমন প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ করলে আমরা কিভাবে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকব? আমার অনেক সৈন্য এবং বীর ভীষ্মকে দর্শন করে রণত্যাগ করেছে। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ যমকে, বজ্রপানি ইন্দ্রকে, গদাধারী কুবেরকে জয় করা সম্ভব। কিন্তু ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। আমার বনবাসে গমন করাই ভাল, তবু এই সব রাজন্যগণকে মৃত্যুর জন্যে ভীষ্মের হস্তে সমর্পণ করা উচিত নয়। হে কেশব! আমি জীবনের অবশিষ্ট সময়ে দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী হব—সেও উত্তম; তবু যুদ্ধে মিত্রগণকে নিহত করানো উচিত কর্ম হবে না। ভীষ্ম দৈবাস্ত্র দ্বারা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করবেন এবং করছেন।

হে কৃষ্ণ! তুমিই বল, আমাদের মঙ্গল কেমন করে সম্ভব? যুদ্ধে অর্জুন উদাসীনের ন্যায় আচরণ করছে। একমাত্র ভীমসেনই ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে চলেছে। কিন্তু ভীমের সরল যুদ্ধে বহু শত বৎসরেও বিপক্ষের সৈন্য নিঃশেষ হবে না। এ কার্য একমাত্র অর্জুনের দ্বারাই সম্ভব। অথচ অর্জুন যুদ্ধে অমনোযোগী। অতএব, হে কেশব! যিনি যুদ্ধে ভীষ্মকে প্রতিহত করতে পারবেন—

এমন এক মহারথের সন্ধান কর। হে জনার্দন! একমাত্র তোমার অনুগ্রহেই পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করতে পারে। অনন্তর যুধিষ্ঠির নীরব হলেন।

বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করার জন্যে কৃষ্ণ বললেন, যাঁর ভ্রাতারা মহাধনুর্ধর এবং জগৎশ্রেষ্ঠ বীর—তিনি শোক করতে পারেন না। আপনি শোকার্ত হবেন না। আমি, সাত্যকি, মহারাজ বিরাট, মহারাজ দ্রুপদ এবং পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই আপনার সাহায্যকারী। এইসব রাজন্যেরাও আপনার সেবার জন্যে উদগ্রীব। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সেনাপতি। আমরা এও শ্রবণ করেছি যে মহাবল শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবে। অতএব আপনার কিসের চিন্তা? কিসের সংশয়?

কৃষ্ণের বক্তব্যে যুধিষ্ঠির উৎসাহিত বোধ করলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, হে পৃষতনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন! আপনি কৃষ্ণের তুল্য মহাবীর এবং আমার সেনাপতি। আপনি কৌরব সংহার করুন। আপনাকে অনুসরণ করব আমি, ভীম, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং যে সকল প্রধান প্রধান রাজন্যেরা আছেন—তাঁরা সকলে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, হে ধর্মরাজ! আমার সৃষ্টি দ্রোণবধের নিমিত্ত। অতএব রাজা! যুদ্ধদর্পিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, জয়দ্রথ—এঁদের সকলের সঙ্গে আজ আমি যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, অতি উত্তম কথা, তবে আপনি ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ নির্মাণ করুন। দেবাসুর সংগ্রামের সময় বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে এই ব্যূহের সম্পর্কে বলেছিলেন। এ ব্যূহ শত্রুজয়ী এবং দুর্ভেদ্য।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ

কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মতো প্রভাতকালে

ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ রচনা করে ব্যূহের অগ্রে অর্জুনকে স্থাপন করল।

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিরাটরাজ সেই ব্যূহের মস্তক হলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিরাজ তার নয়নযুগল স্থানে রইলেন।

দশার্ন, প্রভদ্র, দাশের, অনূপ ও কিরাতদেশবাসী যোদ্ধারা সেই ব্যূহের গ্রীবাদেশে অবস্থান করল।

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরব, ও নিষাদদেশবাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির ওই ব্যূহের পৃষ্ঠবর্তী হলেন।

ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, এঁরা দুজন দক্ষিণ ও বাম পক্ষবর্তী যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান হলেন। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, মহারথ সাত্যকি এবং পিশাচ, দারদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাল্হিক, তিত্তির, চোল, ও পাণ্ড্য দেশবাসী সৈন্যরা সেই ক্রৌঞ্চব্যূহের দক্ষিণপক্ষদেশে অবস্থান করল।

অগ্নিবেশ, তুহুণ্ড, মালব, দানভারি, শবর, বৎস, উদ্ভস এবং নাকুল দেশবাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে নকুল ও সহদেব সেই ব্যূহের বামপক্ষদেশে থাকলেন। সেই ব্যূহের পক্ষদেশে অযুত ও মস্তকদেশে নিযুত রথিসৈন্য অবস্থান করল। বিশাল সৈন্যদ্বারা তার পৃষ্ঠদেশ রচিত হল। কেকয়দেশীয় সৈন্যের সঙ্গে বিরাট—ত্রিশ সহস্র রথারোহী সৈন্যের এবং কাশীরাজ শৈব্যের সঙ্গে ব্যূহের জঘনদেশে রক্ষিত হলেন।

অপরদিকে দুর্যোধন তার পক্ষের বীরগণকে বললেন, ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সৈন্য অপরিমিত আর ভীমরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত। এখন সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুকুর, আরোচক, ত্রিগর্ত, মদ্রক ও যবনদেশীয় বীরেরা আপন আপন সৈন্যদের নিয়ে এবং শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন, ও পারিভদ্রকগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগপৎ ভীষ্মকে রক্ষা করতে থাকুন। অতঃপর কৌরবেরা ভীষ্ম এবং দ্রোণের সাহায্যে একটি

মহাব্যূহ রচনা করলেন। তারপর মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য, কুন্তল, দশার্ন, মগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণপ্রাবরণদেশীয় বীরগণ, সমস্ত সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভীষ্মের অনুগমন করতে থাকল।

গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসাতিদেশীয় বীরগণ এবং শকুনি মিলিত হয়ে দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করতে থাকল।

দুর্যোধন, সমস্ত সহোদর এবং অশ্বাতক, বিকর্ণ, অম্বষ্ঠ, কোশল, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শকুনির সৈন্য রক্ষা করতে থাকল।

ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এরা ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষক হল। সোমদত্তের অপর পুত্র, সুশর্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু—এরা ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বে রইল।

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা বিশাল সৈন্যের সঙ্গে ব্যূহের পূর্ব ভাগে অবস্থান করলেন। কেতুমান, বসুদাস ও কাশ্যপপুত্র প্রভৃতি নানান দেশীয় রাজন্যগণ অশ্বত্থামা প্রভৃতির পৃষ্ঠরক্ষক হল।

অনন্তর কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য এবং অর্জুন দেবদত্তের ধ্বনি করলেন। পর্যায়ক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কাশীরাজ শৈব্য, শিখন্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ প্রমুখ মহাবীরেরা আপন আপন শঙ্খের ধ্বনিতে রণস্থল পূর্ণ করলেন।

কৌরব এবং পান্ডবসৈন্যরা পুনরায় জিগীষু হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হল।

যুদ্ধ আরম্ভ হলে কুরু সেনাপতি ভীষ্ম অগ্রবর্তী হয়ে অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথ সাত্যকি, কেকয়রাজ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণের ওপর বাণ বর্ষণ করা শুরু করলেন। ভীষ্মের তীব্র বাণ বর্ষণে পান্ডবসৈন্য অকাতরে নিধনপ্রাপ্ত হতে থাকল।

তখন ক্রুদ্ধ অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কেশব! ভীষ্ম যেখানে

রয়েছেন সেখানে আমার রথ নিয়ে চল। দুর্যোধনের হিতের জন্যে তিনি নিশ্চয় আমাদের সকল সৈন্য নিশ্চিহ্ন করবেন। অতএব কৃষ্ণ, আপন সৈন্যদের রক্ষা করার জন্যে আমি ভীষ্মকে বধ করব।

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি প্রস্তুত হও। আমি সত্বর ভীষ্মের সম্মুখে রথ স্থাপন করছি।

অর্জুনের বিশাল কপিধ্বজ রথ কৌরবসৈন্য ও শূরসেনদেশীয়, সৈন্যগণকে মথিত করে ভীষ্মের রথের সম্মুখে উপস্থিত হল।

ভীষ্মের প্রতিরক্ষায় জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ এবং প্রাচ্যদেশীয় সৌবীরদেশীয় ও কেকয়দেশীয় বীরেরা অগ্রসর হল।

কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ ব্যতীত কোন রথী গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে গমন করতে সমর্থ হয়? বিপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণে বাণ বিদ্ধ হয়েও অচঞ্চল অর্জুন প্রত্যাঘাত করে চলল। এই সময় সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ অর্জুনকে পরিবেষ্টন করল।

রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বহু সংখ্যক নিশিত বাণ দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা সেই দৃশ্যে আনন্দে কোলাহল করে উঠল। কিন্তু অচঞ্চল অর্জুন বিপক্ষ সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করে গাণ্ডীব দ্বারা যেন ক্রীড়া করতে থাকল। তার নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর নিশিত বাণসমূহ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের মস্তক অকাতরে ছেদন করতে থাকল।

আশঙ্কিত দুর্যোধন অর্জুনের প্রতাপ অসহ্য বোধ করে ভীষ্মকে বলল, হে পিতামহ! আপনি এবং আচার্য দ্রোণ জীবিত থাকতে অর্জুন কি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার জয়ের আশার মূলেই কুঠারাঘাত করবে? আমার একান্ত হিতকামী কর্ণ আপনার জন্যেই অস্ত্র ত্যাগ করেছে। সুতরাং হে গঙ্গানন্দন! আপনি অর্জুনকে সত্বর বধ করুন।

দুর্যোধনের কথা শ্রবণ করে ভীষ্ম আপন মনে বললেন, ক্ষত্রিয়

ধর্মকে ধিক! অতঃপর তিনি অর্জুনের দিকে গমন করলেন।

ভীষ্ম এবং অর্জুনকে সম্মুখ-সমরে দর্শন করে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, বিকর্ণ প্রমুখ বীরেরা ভীষ্মকে বেষ্টন করে রইল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ বেষ্টন করল অর্জুনকে। যুদ্ধ আরম্ভ হল।

প্রথমে ভীষ্ম নয়টি বাণ দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। পরিবর্তে অর্জুনও দশটি বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করল এবং অসংখ্য বাণে তাঁকে আবৃত করলে ভীষ্ম তা ছেদন করলেন।

ভীষ্ম ও অর্জুন—উভয়ই পরম আনন্দিত। উভয়ই অপরের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ ছেদন করতে করতে সমানভাবে যুদ্ধ করতে থাকলেন। অবিশ্রান্ত ধারায় তাঁরা একে অন্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে থাকলেন।

ভীষ্ম তিনটি বাণ দ্বারা সারথি কৃষ্ণের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। পরিবর্তে অর্জুনও তিনটি বাণ দ্বারা ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করল।

উভয় মহারথই সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার করতে থেকে একে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকলেন। ভীষ্ম এবং অর্জুনের ওই ভয়ংকর যুদ্ধ সকলকে বিস্মিত করল।

তখন দেবতারা গন্ধর্ব, চারণ ও ঋষিগণের সঙ্গে ভীষ্মার্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে থেকে মন্তব্য করলেন—ভীষ্ম ধনুক নিয়ে রথে আরোহণ করে বাণক্ষেপ করতে থাকলে, সে যুদ্ধে অর্জুন কখনও ভীষ্মকে জয় করতে পারবে না। সেরূপ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকেও ভীষ্ম কখনও জয় করতে সমর্থ হবেন না। অতএব প্রলয়কাল অবধি এই যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চলবে!

অপরদিকে দ্রোণ আর ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যেও প্রবল সংঘাত চলছিল। একে অন্যকে বাণ দ্বারা ভীষণভাবে তাড়না করছিলেন।

দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার মানসে ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য খরস্পর্শ ভয়ঙ্কর একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার

ধ্বনিত হল।

কিন্তু অচঞ্চল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বাণ ছেদন করে দ্রোণের ওপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করল। দ্রোণ সেই শক্তি ছেদন করলেন। শক্তি প্রতিহত হতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণবর্ষণ শুরু করল। তখন দ্রোণ বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করলেন। ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন একটি গদা নিক্ষেপ করল দ্রোণের ওপর। দ্রোণ পুনরায় বাণবর্ষণ করে সেই গদাটিকে প্রতিহত করলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকে লক্ষ্য করে কয়েকটি ভল্ল নিক্ষেপ করলেন। সেই ভল্লগুলি ধৃষ্টদ্যুম্নের কবচ ভেদ করে তার রক্ত পান করল।

অতঃপর ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর একটি ধনু গ্রহণ করে পাঁচটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করল এবং গদা ধারণ করে দ্রোণ বধে অগ্রসর হল। কিন্তু দ্রোণের তীব্র বাণবর্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিহত করল।

ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষায় ভীমসেন অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে আক্রমণ করল। তা দর্শন করে দুর্যোধন কলিঙ্গরাজকে প্রেরণ করল দ্রোণকে রক্ষার জন্যে। ক্রমে বিরাট, দ্রুপদ ও ভীমসেন, দ্রোণ ও কলিঙ্গরাজ প্রভৃতির সঙ্গে তীব্রযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন।

একসময় মহাবলী ভীমসেন কলিঙ্গসৈন্যের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল। মহাধনুর্ধর কলিঙ্গরাজ এবং তাঁর পুত্র শত্রুদেব ভীমের ওপর আক্রমণ রচনা করলেন। ভীমের রথাশ্বরা নিহত হলে ভীম রথ-হীন হল। রথহীন ভীম প্রবল ক্রোধে গদা নিক্ষেপ করে শত্রুদেবকে নিহত করল। পুত্রকে নিহত দেখে কলিঙ্গরাজ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ভীমের ওপর প্রবল বাণবৃষ্টি করা শুরু করলেন। ভীম তরবারি দ্বারা সে সব বাণ প্রতিহত করল। অপর কলিঙ্গ-রাজপুত্র ভানুমান হস্তিপৃষ্ঠে থেকে ভীমকে আক্রমণ করল। ক্রুদ্ধ ভীম এক সময়ে ভানুমানকে নিহত করল। তারপর ভীম কালান্তক যমের মতো কলিঙ্গসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করতে থেকে অকাতরে হস্তী, অশ্ব, সেনা বিনাশ করতে থাকল। এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হলে বিপুল

কলিঙ্গসেনা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করে ভীমের দিকে ধাবিত হল।

এরই মধ্যে ভীমসেনের সারথি বিশোক একটি নতুন রথ এনে উপস্থিত করতে ভীমসেন সেই রথে আরোহণ করে কলিঙ্গরাজের দিকে ধাবিত হল।

কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ভীমের ওপর বাণবর্ষণ করা শুরু করলেন। তখন ক্রুদ্ধ বৃকোদর শ্রুতায়ুর চক্ররক্ষক সত্যদেব ও সত্যকে যমালয়ে প্রেরণ করল। তীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা কেতুমানকে নিহত করল।

শত শত কলিঙ্গসেনা শক্তি, তোমর, গদা, তরবারি ও পরশু দ্বারা ভীমকে আক্রমণ করল। তখন ভীমসেন গদা ধারণ করে অসংখ্য কলিঙ্গসেনাকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করল। বিশাল জলজন্তুর মতো বৃকোদর ভীম কলিঙ্গসেনাকে মথিত করতে থাকলে কলিঙ্গসেনা ভীমের ভয়ে ভীত হয়ে কম্পিত হতে থাকল।

পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমকে সাহায্য করার জন্যে শিখণ্ডী প্রমুখ বীরগণকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের পশ্চাদভাগে এসে উপস্থিত হল। ক্রমে সাত্যকিও এসে উপস্থিত হল।

কলিঙ্গসেনাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শন করে ভীষ্ম ভীমের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীম ধাবিত হল ভীষ্মের রথের দিকে। বৃকোদর বিশাল একটি গদা ধারণ করে সত্বর রথ থেকে লম্ফ দান করে ভূমিতে দন্ডায়মান হল। সাত্যকি ভীষ্মের সারথিকে নিহত করল। তখন সারথিহীন রথাশ্বগুলি ভীষ্মের রথকে সমরাঙ্গন থেকে অপসারণ করে নিয়ে গেল। নিষ্ফল ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হল ভীম। সে সমস্ত কলিঙ্গসৈন্যকে সংহার করল।

আনন্দিত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ভীমের প্রশংসা করে বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব! আপনি আজ কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই পুত্র কেতুমান ও শত্রুদেবকে নিহত করে কলিঙ্গসৈন্য বিনাশ করেছেন! তাদের মহাব্যূহটি আপনিই আপনার বাহুবলে বিধ্বস্ত করেছেন। আপনি ধন্য!

সেদিন উত্তর অপরাহ্নে ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করার জন্যে অভিমন্যু এসে উপস্থিত হল। শুরু হল এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ক্রমে দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে অভিমন্যুর ভয়াবহ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। পুত্রকে রক্ষা করার জন্যে দুর্যোধন অন্যান্য সব বীরগণকে নিয়ে অভিমন্যুকে বেষ্টন করল। অভিমন্যু অচঞ্চল রইল।

অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুকে কৌরববীরগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত দর্শন করে ধাবিত হল। অন্য দিকে অর্জুনকে প্রতিহত করার জন্যে কুরুপক্ষীয়রা ভীষ্ম ও দ্রোণকে অগ্রবর্তী করে হস্তী, অশ্ব ও রথের সঙ্গে অর্জুন অভিমুখে অগ্রসর হল। কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড বাণ-বর্ষণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হল। অর্জুনের বাণ আকাশ, সূর্য—সব কিছু আচ্ছন্ন করল। অকাতরে কৌরবসেনা নিহত হতে থাকল। কৌরবপক্ষে তখন এমন কোনও বীর ছিল না যে, রুদ্ররোষে দীপ্ত অর্জুনের সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।

অর্জুনের পরাক্রম দর্শন করে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, আজ কোনো প্রকারেই অর্জুনকে জয় করা সম্ভব নয়। সূর্যও প্রায় অস্তাচলে। এখন যুদ্ধ স্থগিত হওয়া উচিত। অতঃপর ভীষ্ম যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন।

পাণ্ডবপক্ষে জয়ধ্বনি উঠল।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ

রাত্রি প্রভাত হলে ভীষ্ম গরুড়-ব্যূহ রচনা করলেন। শান্তনু-নন্দন স্বয়ং সেই ব্যূহের মুখস্থানে রইলেন। দ্রোণ এবং কৃতবর্মা তাঁর নয়নযুগল হলেন। ত্রিগর্ত, মৎস্য, কেকয় ও বাটধানদেশীয় সৈন্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তার মস্তক হলেন। ব্যূহের গ্রীবাদেশে রইলেন, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, মদ্র, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদের সৈন্যগণ। সহোদরগণের সঙ্গে

পৃষ্ঠদেশে রইল দুর্যোধন।

অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শূরসেন ও শক যোদ্ধারা সেই ব্যূহের পুচ্ছ হল। দক্ষিণপক্ষ হল দাসেরক, মগধ ও কলিঙ্গদেশীয়রা। বামপক্ষে রইল, কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড, কুন্তীবৃষদেশীয় সৈন্যগণ এবং বৃহদ্বল।

কৌরবদের প্রতিব্যূহ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করল অর্জুন। ভীমসেন অন্যান্য নানানদেশীয় রাজন্যগণের সঙ্গে সেই ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করল। বৃকোদরের পশ্চাতে রইলেন বিরাট, দ্রুপদ এবং রাজা নীল। তাদের সঙ্গে রইলেন চেদি, কাশী, কারূষ ও পৌরবসৈন্য ও ধৃষ্টকেতু। ব্যূহের মধ্যস্থানে রইল ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকসৈন্যরা। হস্তিসৈন্যসহ যুধিষ্ঠির সেই মধ্যস্থানেই অবস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গে রইল সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। তাঁদের পশ্চাতে রইল অভিমন্যু, ইরাবান, ঘটোৎকচ ও কেকয়দেশীয় মহারথেরা। ব্যূহের বামপার্শ্ব অবলম্বন করে অবস্থান করতে থাকল অর্জুন।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল একসময়ে। প্রলয়কালীন রুদ্রের মতো অর্জুন কৌরবসৈন্য বধ করতে থাকল। কখনও ধার্তরাষ্ট্ররা পাণ্ডব-সেনাদের পরাভূত করল—কখনও পাণ্ডবেরা। ধূলিমেঘ সূর্যকে আবৃত করল। ক্রমে ভূমি রক্তসিঞ্চিত হওয়ায় ধূলিমেঘ নিবৃত্ত হল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ, শকুনি এই সকল সিংহ-পরাক্রমসদৃশ বীরেরা বারংবার পাণ্ডবসৈন্যদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন। অপরদিকে ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও বারংবার কৌরবসৈন্য মথিত করতে থাকল। ক্রমে দুর্যোধন অন্যান্য রথিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন ধাবিত হল ভীষ্ম ও দ্রোণের দিকে। পুনরায় লোমহর্ষণ যুদ্ধ শুরু হল।

কৌরবপক্ষীয় রথিরা অর্জুনকে আক্রমণ করলে অর্জুন যেন

অতি লঘুভাবেই তাদের প্রতিহত করল।

সাত্যকি আর অভিমন্যু গান্ধার সৈন্যসহ শকুনিকে আক্রমণ করল। দ্রোণ ও ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের তাড়না শুরু করলে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব দ্রোণের সৈন্যদের নিধন করতে থাকলেন।

অপরদিকে বৃকোদর ভীম ও ঘটোৎকচ কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য রচনা করল। ঘটোৎকচ যেন নিজের পিতা ভীমসেনকেও অতিক্রম করে যেতে থাকল। এ হেন পিতাপুত্রকে প্রতিরোধ করার জন্যে দুর্যোধন স্বয়ং অগ্রসর হল।

ক্রমে ভীমের বাণাঘাতে দুর্যোধন রথের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়লে তার সারথি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারণ করল।

যুদ্ধোন্মত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম এবং দ্রোণের সম্মুখেই কৌরবসৈন্য নিধন করতে থাকলে কুরুসেনারা ভীত হয়ে পলায়ন করতে থাকল। অন্যদিকে একই রথে আরূঢ় অভিমন্যু এবং সাত্যকি গান্ধারসৈন্য নিঃশেষ করতে থাকল।

একসময়ে দুর্যোধন চেতনা লাভ করার পর পলায়মান কৌরব-সৈন্যদের নিবৃত্ত করে ভীষ্মের কাছে এসে বললেন, হে পিতামহ! আপনি, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ জীবিত থাকতে কৌরবসৈন্যরা পলায়ন করবে—তা উচিত নয়। আমি কোনও প্রকারেই পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে আপনার, দ্রোণের, অশ্বত্থামা ও কৃপের যোগ্য বলে বোধ করি না। আপনি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের অনুগ্রহ করছেন। তাই কৌরব-সৈন্যের ক্ষয় আপনাকে স্পর্শ করছে না। তাই যদি হয়, তবে তা যুদ্ধারম্ভ হবার পূর্বে আমাকে বলা সঙ্গত ছিল যে আপনি পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। একথা যদি বলতেন, তাহলে আমি যথাকর্তব্য করতাম। যদি সত্যিই আমি আপনার পরিত্যাজ্য না হই—তবে পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করুন।

দুর্যোধনের ভৎর্সনা শ্রবণ করে ভীষ্ম হাস্য করে বললেন, পুত্র! আমি তো বহুবার তোমাকে সত্য এবং হিতকর কথাগুলি বলেছি—

পাণ্ডবেরা দেবতাদেরও অজেয়। আমি বৃদ্ধ। _ তবু আমার যা করণীয় তা আমি অবশ্যই করব। প্রত্যক্ষ কর। আজ আমি একাকীই পাণ্ডবদের নিবারণ করছি।

কৌরবসৈন্যদলের মধ্যে উল্লাস জাগল। শঙ্খধ্বনি হল। প্রত্যুত্তরে পাণ্ডবেরাও শঙ্খধ্বনি করল।

তখন দিনের পূর্বার্ধ অতীত হয়েছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে। ভীষ্ম কৌরবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হলেন। শুরু হল এক ভয়ংকর যুদ্ধ।

ভীষ্ম অতিমানব রূপে রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে থেকে ভীষণ কার্য করতে থাকলেন। যে বীরই ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হবার চেষ্টা করল—কালমাত্র সময়ের মধ্যে সে নিহত হল। সহস্র-সহস্র ক্ষত্রিয় যেন অগ্নিস্বরূপ ভীষ্মের বাণে পতঙ্গের মতো আত্মাহুতি দিতে থাকল। ভীষ্মের প্রচণ্ডতায় পাণ্ডবসৈন্য সহস্রভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা কৃষ্ণ ও অর্জুনের সমক্ষেই কম্পিত হতে থাকল। অস্ত্র ত্যাগ করে তারা পলায়নে তৎপর হল। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যে সময়ের আকাঙ্ক্ষা করে আসছ—এই সেই সময়। তুমি যদি পূর্বের মোহে বিমুগ্ধ না হয়ে থাক তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। প্রতিরোধ কর। তুমি পূর্বে সকল রাজগণের সম্মুখে বলেছিলে, আমি সেই ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি অনুচরবর্গের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদের সংহার করব। আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর, অর্জুন! দেখ, তোমার সৈন্যরা ভয়াকুল হয়ে পলায়ন করছে। তুমি তাদের রক্ষা কর। প্রত্যাঘাত কর ভীষ্মকে।

উত্তেজিত অর্জুন বলল. হে কৃষ্ণ! আমার রথ ভীষ্মের সম্মুখে চালিত কর। আজ আমি কুরুপিতামহকে নিপাতিত করব।

অতঃপর ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখে

পলায়নরত পাণ্ডবসৈন্যরা প্রত্যাগমন করতে থাকল।

ভীষ্ম বাণবৃষ্টির দ্বারা অর্জুনের রথটিকে আবৃত করে ফেললেন।

অর্জুন ভীষ্মের ধনু ছেদন করে ফেলল। ভীষ্ম অন্য ধনু গ্রহণ করলেন। অর্জুন ভীষ্মের সেই ধনুকও ছেদন করলেন। ভীষ্ম অর্জুনের লঘু হস্ততার প্রশংসা করে বললেন, সাধু! সাধু হে মহাবাহু অর্জুন—সাধু! এ কার্য কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। এস, যুদ্ধ কর। ভীষ্ম অন্য আর একটি ধনুক গ্রহণ করে অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন।

এই সময় কৃষ্ণ অশ্ব পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করলেন। তিনি ভীষ্মের বাণগুলিকে ব্যর্থ করতে থেকে মণ্ডলাকারে দ্রুত বিচরণ করতে থাকলেন। তবুও তীক্ষ্ন বাণসমূহ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করল।

ভীষ্ম প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করছেন—অথচ অর্জুন যুদ্ধে মনোনিবেশ না করে সংযত ভাবে যুদ্ধ করতে থাকল। সেই সুযোগে ভীষ্ম উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে আগমন করে জ্বলন্ত সূর্যের মতো পাণ্ডবসৈন্যদের আতপ্ত করে তুললেন। কৃষ্ণ তখন ব্যথিত চিত্তে চিন্তা করলেন যে, অর্জুনের হৃদয় দৌর্বল্যে যুধিষ্ঠিরের বল ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। অথচ অর্জুন উদ্দীপ্ত হচ্ছে না। পাণ্ডবসেনা রণস্থল থেকে পলায়ন করছে। এ অবস্থা অসহনীয়। সুতরাং অর্জুনকে সঞ্জীবিত করার কৌশল স্থির করে চক্র ধারণ করলেন—তারপর ভীষ্মবধ মানসে ভীষ্মের রথের দিকে ধাবিত হলেন।

পূর্বকালে জলে শায়িত নারায়ণের নাভিনাল থেকে উৎপন্ন এবং নবোদিত সূর্যের মতো রক্তবর্ণ আদিপদ্ম যেমন শোভা পেত, সেরূপ কৃষ্ণের বাহুনাল ধৃত পদ্মতুল্য সেই সুদর্শন চক্র শোভা পেতে থাকল।

কৃষ্ণকে চক্র ধারণ করে ভীষ্মবধ মানসে অগ্রসর হতে দর্শন করে

অর্জুন যেন চৈতন্য লাভ করল। সে তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করে কৃষ্ণের বাহুযুগল ধারণ করে তাঁর গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করে বলল, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদের পরম গর্ব। তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। আমি আমার পুত্রগণের এবং ভ্রাতৃগণের নামে শপথ গ্রহণ করে বলছি যে, যা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা পালন করব। কৌরব-গণকে তোমার উপদেশ মতোই বিনাশ করব।

অতঃপর কৃষ্ণ আর অর্জুন রথে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণ বাম হস্তে অশ্বের রজ্জু এবং দক্ষিণ হস্তে পাঞ্চজন্য ধারণ করলেন। পাঞ্চজন্যের সুগম্ভীর শব্দে কুরুক্ষেত্র মথিত হল। সেই সময় কৃষ্ণের কণ্ঠহার, কর্ণের কুণ্ডল দোলায়িত হতে থাকল। পূর্বেই তাঁর চক্ষুর লোমগুলি ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এখন মুখগহ্বরে প্রকাশিত শুভ্র দন্তরাজি ও হস্তে শঙ্খ। কৃষ্ণের এহেন মূর্তি দর্শন করে কৌরব-পক্ষের সেনারা কোলাহল করে উঠল। ক্রমে অর্জুনের গাণ্ডীবের গভীর নিঃস্বন চতুর্দিক ব্যাপ্ত হয়ে আকাশ শরজালে আবৃত করল। রুদ্রের ন্যায় অর্জুন রণক্ষেত্রে বিচরণ করা শুরু করল। কৌরবসৈন্য অসহায়ের মতো মৃত্যুকে বরণ করতে থাকল। অর্জুনের রুদ্ররূপ দর্শন করে পাণ্ডবপক্ষীয়রা সিংহনাদ করে কৌরবপক্ষীয়দের আরও ভীত, সচকিত করে তুলল।

ক্রমে সূর্য অস্তাচল অভিমুখী হল। হতাশবাস, ক্ষত-বিক্ষত দেহ ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরবগণ সেদিনের মতো যুদ্ধ বিরতি করে শিবিরে প্রস্থান করলেন। কৌরব শিবিরে বিষাদ আর পাণ্ডব শিবিরে জয়োল্লাস!

কৌরবপক্ষীয়েরা শিবিরে গমন করতে করতে বলতে থাকল, অর্জুন আজ যুদ্ধে দশ সহস্র রথী, সপ্তদশ সহস্র হস্তী সংহার করে পূর্বদেশীয়, সৌবীরদেশীয়, ক্ষুদ্রকদেশীয় ও মালবদেশীয় সকল সৈন্যকে নিপাতিত করেছে। এ ব্যতীত অম্বষ্ঠদেশাধিপতি রাজা শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা,

শল্য, শল, এবং ভীষ্মকে আজ পরাজিত করেছে মহারথ তৃতীয় পাণ্ডব।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ

রাত্রি প্রভাত হলে ক্রুদ্ধ কুরুসেনাপতি ভীষ্ম কৌরব সৈন্যদলের সম্মুখে অবস্থান করে শত্রুপক্ষের দিকে গমন করতে থাকলেন। তাঁকে অনুসরণ করল দুর্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীরেরা।

অপরপক্ষে কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত অর্জুন মহাগৌরবে পাণ্ডবসেনার সম্মুখে অবস্থান করছিল। কৃষ্ণ চালিত অর্জুনের কপিধ্বজ দর্শন করেই কৌরবপক্ষীয়রা বিষণ্ণ বোধ করল।

ক্রমে শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ আকাশকে ব্যাপ্ত করল। ধূলিমেঘ গগনচুম্বী হল। উভয় পক্ষ—উভয় পক্ষের দিকে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ধাবিত হল। ভীষ্ম অর্জুনকে দর্শন করে তার দিকে সবেগে অগ্রসর হলেন। ভীষ্মকে অনুসরণ করল কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ।

সেই দৃশ্য দর্শন করে মহাবীর অভিমন্যু তাদের প্রতিহত করার জন্যে ধাবমান হল এবং কৌরবপক্ষীয় বীরগণের অস্ত্র সকল নিবারণ করতে থাকল। ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য অকাতরে সংহার করতে করতে অভিমন্যুকে অতিক্রম করে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। পুনরায় শুরু হল ভীষ্মার্জুনের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম। একে অন্যের অস্ত্র প্রতিহত করতে থাকলেন। ধনুর টঙ্কারে কুরুক্ষেত্র পূর্ণ হল। দুই মহারথীই অপরাজিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করে চললেন।

অপরদিকে একটি সিংহশাবক যেমন পাঁচটি বিশাল হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হয়, সেরূপ অভিমন্যু একাকী অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন, ও শল্যের পুত্র শলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত রইল।

লক্ষ্যভেদে, বীরত্বে, পরাক্রমে, অস্ত্রক্ষেপে, লঘু হস্ততায় কেউই অভিমন্যুর সমকক্ষ হতে পারল না। অভিমন্যু বয়সে বালক হয়েও তেজ, বিক্রমে অ-বালকের মতো মহাবিক্রমশালী ধনুর্ধর।

দুর্যোধন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রথিদের সাহায্য করার জন্যে অজেয় ত্রিগর্ত, মদ্র ও কেকয়দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র যোদ্ধাকে প্রেরণ করল। পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন দূর থেকে মহারথ পিতা, অর্জুন ও অভিমন্যুকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় দর্শন করে মহাক্রুদ্ধ হয়ে বিশাল এক সৈন্যবাহিনীসহ মদ্র ও কেকয়বাহিনীকে আক্রমণ করল।

ক্রমে শল্যপুত্র শলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন শেষপর্যন্ত মহারথ শলকে নিহত করল।

শল্যের পুত্রের মৃত্যুতে কৌরবপক্ষে হাহাকার উঠল। ক্রুদ্ধ শল্য তীব্র বেগে আক্রমণ করল ধৃষ্টদ্যুম্নকে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিপদ-গ্রস্ত দেখে অভিমন্যু শল্যের ওপর বাণবর্ষণ করা শুরু করল।

তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত ও মহারথ পুরুমিত্র—এই দশ জন শল্যকে রক্ষা করার জন্যে ধাবমান হল। অপরদিকে এই দশজন রথীকে প্রতিহত করার জন্যে ক্রুদ্ধ ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব অগ্রসর হল। ঘোরতর সংগ্রাম সূচিত হল। ক্রমে ভীম দুর্যোধনকে বধ করার জন্যে গদা ধারণ করে রথ থেকে অবতরণ করল। দুর্যোধন ভীমকে প্রতিরোধ করার জন্যে মগধদেশীয় বহুসংখ্যক হস্তিসৈন্য প্রেরণ করল। বৃকোদর ভীম গদাদ্বারা হস্তিগুলিকে সংহার করতে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ভীমের পৃষ্ঠ রক্ষায় জলধারার মতো বাণবর্ষণ করতে থেকে হস্তিবাহিনীর দিকে ধাবিত হল।

মগধরাজ জয়ৎসেন ঐরাবততুল্য একটি হস্তীতে আরোহণ করে

অভিমন্যুর রথের দিকে অগ্রসর হলেন। অভিমন্যু বাণবর্ষণ করে সেই হস্তীটিকে বধ করল—অনন্তর একটি ভল্লের সাহায্যে মগধরাজকে নিহত করল। অপরদিকে ভীমের গদাঘাতে বহু হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হল। অবশিষ্ট বাহিনী নিজেদেরই সৈন্যগণকে পিষ্ট করতে করতে পলায়ন করতে থাকল। সেই সময় অভিমন্যু প্রমুখ বীরগণ ভীমের পৃষ্ঠ রক্ষা করতে ব্যস্ত রইল।

হস্তিসৈন্য নিহত হলে, 'ভীমকে বধ কর' বলে দুর্যোধন তার সৈন্যদের আদেশ করল। বিশাল কৌরববাহিনীকে অগ্রসর হতে দর্শন করে ভীম গদা হস্তে সেই বাহিনীর গতিরোধ করতে থাকল। এ যেন এক অলৌকিক-অত্যাশ্চর্য দৃশ্য! বৃকোদর ভীম প্রলয়কালে মহাকালের মতো যুদ্ধে বিপক্ষসৈন্য সংহার, ঊরু বেগে রথসমূহ আকর্ষণ এবং রথ ও অশ্বসমূহকে নিষ্পেষণ করতে থেকে যুগান্তকালীন অগ্নির মতো রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকল। মৃত্যুরূপ ভীমসেনকে দর্শন করে কৌরবসৈন্য বিষণ্ন হয়ে পড়ল। তারা পলায়নে উদ্যত হল।

ভীমকে নিবারণ করার জন্যে ভীষ্ম দ্রুত অগ্রসর হলেন। তা লক্ষ্য করে সাত্যকি ভীমকে সাহায্য করার জন্যে রথ চালনা করল। পথি-মধ্যে রাক্ষস অলম্বুষ বাধা দিলে সাত্যকি তাকে জয় করে অব্যাহত গতিতে ধাবমান হল। একমাত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত অন্য কেউই সাত্যকিকে সহ্য করতে পারল না। সাত্যকি আর ভূরিশ্রবার মধ্যে মহারণ শুরু হল। দুর্যোধন সহোদরগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভূরিশ্রবাকে রক্ষা করার জন্যে বেষ্টন করল। ফলত পাণ্ডবেরাও সাত্যকির সাহায্যে উপস্থিত হল। অনন্তর মহাবল ভীমসেন গদা উত্তোলন করে ধার্তরাষ্ট্রদের নিবারণ করতে থাকল। একসময় ভীম দুর্যোধন ও তার ভ্রাতাদের দর্শন করে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করল। সে তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলল, আজ আমি ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করব। তুমি প্রস্তুত হও। বলে ভীম রথে

আরোহণ করল।

ক্রমে দুর্যোধনের চোদ্দজন ভ্রাতা যথাক্রমে সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্মুখ, দুষ্প্রবর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম বৃকোদরের সম্মুখে উপস্থিত হল।

তখন ভীমসেন ব্যাঘ্রের মতো ওষ্ঠ লেহন করে ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনাপতির মস্তক ছেদন করল। বাণ দ্বারা জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করে তাকে যমলোকে প্রেরণ করল। ক্রমশ ক্রুদ্ধ ভীমসেন দ্যূত-সভায় ধার্তরাষ্ট্রদের উচ্চহাসি, ব্যঙ্গ স্মরণ করে এক এক করে সুষেণ, বীরবাহু, ভীম ও ভীমরথকে নিহত করলে উপস্থিত অবশিষ্ট ভ্রাতারা ভীত হয়ে পলায়ন করল।

ক্রুদ্ধ ভীমের সংহারলীলা দর্শন করে ভীষ্ম কুরুপক্ষীয় মহারথদের বললেন, সত্বর ভীমকে নিবারণ করুন। ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের সংহার করা শুরু করেছে।

ভীষ্মের আজ্ঞায় বিশাল কৌরবসেনা ভীমের দিকে ধাবমান হল। ভগদত্ত বিশাল এক হস্তীতে আরোহণ করে ভীমের সম্মুখে উপস্থিত হল। ভীম আর ভগদত্তের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হল। এক সময়ে ভগদত্তের বাণাঘাতে ভীম মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পাণ্ডব সেনারা ভীত হয়ে উঠল। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ঘটোৎকচ পিতাকে রক্ষার জন্যে একটি বিশাল হস্তীতে আরোহণ করে ভগদত্তকে আক্রমণ করল। ভগদত্তের হস্তীটি পূর্বেই যথেষ্ট আহত হয়েছিল। এখন ঘটোৎকচের হস্তীর প্রহারে তীক্ষ্ন আর্তনাদে কৌরবসেনাকেই পদদলিত করতে করতে পলায়ন করল।

কুরু সেনাপতি ভীষ্ম ভগদত্তের হস্তীর চিৎকার শ্রবণ করে কৌরবপক্ষীয় বীরদের বললেন, ভগদত্তকে রক্ষা করার জন্যে আমাদের এখনই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ ঘটোৎকচ তাকে বধ করবে সুনিশ্চিত। ভীষ্মের আদেশে কৌরব বীরেরা ভগদত্তকে

রক্ষা করা করার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হল। তাদের অগ্রবর্তী হতে দেখে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখবর্তী করে ঘটোৎ-কচের সাহায্যার্থে অগ্রসর হল। ঘটোৎকচ অগ্রবর্তী কৌরবসেনাদের লক্ষ্য করে প্রবল বেগে সিংহনাদ করল। প্রকম্পিত হল কুরুক্ষেত্র।

পরিস্থিতির পুনঃ-পর্যালোচনা করে শান্তনুনন্দন দ্রোণকে পুনরায় বললেন, ঘটোৎকচের সঙ্গে এখন যুদ্ধ করতে আমি ইচ্ছুক নই। ঘটোৎকচ এখন পূর্ণ তেজে রয়েছে। অপরদিকে আমরা পরিশ্রান্ত এবং ক্ষতবিক্ষত। এ অবস্থায় ওকে পরাজিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্য এখন অস্তাচলগামী। যুদ্ধ বিরতিই উচিত কর্ম হবে।

ভীষ্মের পরামর্শে ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত কৌরবসেনারা যুদ্ধ বিরতি করে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা শুরু করল। উদ্দীপ্ত পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করে ঘন ঘন সিংহনাদ এবং শঙ্খ ধ্বনি করতে থাকল। পাণ্ডবেরা ভীমসেন আর ঘটোৎকচকে সম্মুখে রেখে তূর্যধ্বনির সঙ্গে নানাপ্রকার বীরনাদ ও কোলাহল করতে করতে আপন শিবিরে প্রস্থান করল।

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ

রাত্রি প্রভাত হলে উভয় পক্ষের সৈন্যদল ব্যূহবদ্ধ হয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের দিকে ধাবিত হল। ভীষ্ম পঞ্চম দিনে মকর ব্যূহ রচনা করলেন। যুধিষ্ঠির শ্যেনব্যূহ রচনা করার আদেশ দিলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শুরু করলেন পাণ্ডবদের ওপর ভয়ানক সব অস্ত্রবর্ষণ। পাণ্ডবসৈন্যদল বিহ্বল হয়ে পড়লে অর্জুন সত্বর ভীষ্মকে প্রতিরোধ করা শুরু করল।

দুর্যোধন পূর্বদিনের ভ্রাতৃবধ স্মরণ করে দ্রোণকে বলল, হে আচার্য! আপনি সর্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে এবং

পিতামহকে অবলম্বন করে আমরা দেবতাদেরও জয় করতে চাই। এক্ষেত্রে হীন পাণ্ডবদেরও যে জয় করব না—সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পাণ্ডববধে মনোযোগ দিন। আমাকে বিজয় দান করুন।

ক্রুদ্ধ দ্রোণ বললেন, হে রাজা! তুমি মূর্খ, তাই পাণ্ডবদের পরাক্রম সম্পর্কে অবগত নও। পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব। তবুও আমি আমার শক্তি ও সামর্থ অনুসারে তোমার প্রিয়কার্য করার অবশ্যই চেষ্টা করব। তৎক্ষণাৎ দ্রোণ সাত্যকির সম্মুখেই পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করা শুরু করলেন। দ্রোণ ও সাত্যকির মধ্যে গুরুতর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সাত্যকিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বৃকোদর ভীম দ্রোণের উদ্দেশ্যে বাণবর্ষণ শুরু করলে—দ্রোণ, ভীষ্ম এবং শল্য বাণদ্বারা ভীমকে আবৃত করে ফেললেন। পরিস্থিতি দর্শন করে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—ভীম এবং সাত্যকির সাহায্যার্থে অগ্রসর হল। অপরদিকে ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্যে যত্নবান হল দুর্যোধন। ক্রমে পাণ্ডবেরা অর্জুনকে সম্মুখে স্থাপন করে ভীষ্মের দিকে রথ চালনা করল। পূর্বকালের দেব-দানবের যুদ্ধের মতো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকল। রণক্ষেত্রে মানুষ এবং পশুর মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠল। রক্তনদীর সৃষ্টি হল। গাণ্ডীবের প্রচণ্ড শব্দে যুদ্ধক্ষেত্র পীড়িত হতে থাকল। অর্জুন বাণ দ্বারা সকল দিক প্লাবিত করল। এক সময়ে ভীষ্ম এবং অর্জুন পুনরায় মুখোমুখি হলেন। উভয়পক্ষের মহারথেরাও ভীষ্ম এবং অর্জুনের যুদ্ধে নিজেদের জড়িত করলেন। অবন্তীরাজ—কাশীরাজের সঙ্গে, জয়দ্রথ—ভীমের সঙ্গে, যুধিষ্ঠির শল্যের সঙ্গে, বিকর্ণ সহদেবের সঙ্গে, চিত্রসেন শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা দুর্যোধন ও শকুনির বিরুদ্ধে, দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথ সাত্যকি—দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন!

ক্রমে যুদ্ধের চিত্র পরিবর্তিত হল। দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অন্য সব নানান বীর, জয়দ্রথ, পূর্ব ও দক্ষিণদেশীয় অনেক রাজাকে অর্জুন একাকীই পীড়ন করতে থাকল। ভীম ধাবমান হল দুর্যোধন ও দুঃসহের দিকে, সহদেব—শকুনি আর উলুকের দিকে, যুধিষ্ঠির হস্তিসৈন্যসহ আক্রমণ করলেন দুর্যোধনকে। নকুল—ত্রিগর্ত-দেশীয়দের। সাত্যকি, চেকিতান এবং অভিমন্যু শাল্ব ও কেকয়-দেশীয় বীরগণকে আক্রমণ করল। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও ঘটোৎকচ আক্রমণ করল অবশিষ্ট ধার্তরাষ্ট্রগণকে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যস্ত হয়ে পড়ল দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে। মধ্যাহ্ন সময় পর্যন্ত উভয়পক্ষ—উভয়পক্ষের বীরগণকে নিধন করতে থাকল। জিগীষু বীরগণের সিংহনাদ এবং কলকোলাহলে ধর্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র পরিপূরিত হল।

যুদ্ধের চিত্র প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। একসময়ে মহারাজ বিরাট এবং ভীষ্ম ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অন্যদিকে অশ্বত্থামা এবং অর্জুন পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানতে থাকল। শেষপর্যন্ত অর্জুন অশ্বত্থামার প্রতি করুণা অনুভব করে চিন্তা করল, অশ্বত্থামা গুরুপুত্র এবং আচার্যের প্রিয়তম পুত্র। ব্রাহ্মণও! সুতরাং অশ্বত্থামার সম্মান রক্ষা উচিত। এরূপ চিন্তার শেষে অর্জুন অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করে কৌরবপক্ষের অন্য যোদ্ধাদের সংহার করতে শুরু করল।

অন্যদিকে দুর্যোধন এবং ভীম এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মগ্ন হয়ে পড়ল। পরস্পর পরস্পরকে বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু যুদ্ধক্ষেত্রে যেন নৃত্য প্রদর্শন করতে থাকল। তাকে নিবারণকারী দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণ রথ এবং সারথিচ্যুত হল। মৃত্যুমুখে পতিত লক্ষ্মণকে কৃপাচার্য আপন রথে তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

রণক্ষেত্রে সাত্যকি ক্রমে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করে কৌরব-বীর ভূরিশ্রবা সাত্যকির দিকে অগ্রসর হল। এক সময়ে ভূরিশ্রবার

হস্তে সাত্যকির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল। তখন পিতাকে রক্ষা করার জন্যে সাত্যকির দশজন পুত্র ভূরিশ্রবার দিকে ধাবিত হল। পুনরায় তীব্র সংগ্রাম শুরু হল। কিন্তু একসময় বীর ভূরিশ্রবা সাত্যকির দশ পুত্রকেই নিহত করল ।

পুত্রদের মৃত্যুদর্শনে উন্মত্ত হয়ে উঠল সাত্যকি। তীব্র ক্রোধে সে পুনরায় আক্রমণ করল ভূরিশ্রবাকে। দুজনেই রথচ্যুত হয়ে বর্ম ও অসি ধারণ করল। ভীমসেন দ্রুত অগ্রসর হয়ে সাত্যকিকে আপন রথে আশ্রয় দিল। অপরদিকে দুর্যোধন—ভূরিশ্রবাকে।

পাণ্ডবপক্ষের ত্রাসস্বরূপ বিচরণ করতে থাকলেন কুরুসেনাপতি ভীষ্ম এবং কৌরবপক্ষের কৃতান্ত রূপে বিরাজ করতে থাকল গাণ্ডীবধারী অর্জুন।

ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গমন করলে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ

পরদিন প্রভাতে পুনরায় পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্যদল পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি হল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন মকর ব্যূহ রচনা করল। অন্যদিকে ভীষ্ম রচনা করলেন ক্রৌঞ্চ ব্যূহ।

ক্রমে বৃকোদর ভীম ধার্তরাষ্ট্রগণকে দর্শন করে ভীষ্মরক্ষিত বিশাল কৌরবসৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করল। ভীমকে প্রবেশ করতে দেখে উল্লসিত ধার্তরাষ্ট্রেরা বলল, রাজগণ! আজ আমরা মহাবলী ভীমকে যমলোকে প্রেরণ করব।

মহারথ ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের উপেক্ষা করে অকাতরে তাদের হস্তী, অশ্ব ও রথিদের সংহার করতে থাকল। তারপর ভীম তার সারথিকে বলল, আমি যে পর্যন্ত না ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করি সে পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর। অতঃপর ভীম গদা হস্তে রথ থেকে অবতরণ করে কুরুসেনার মধ্যে প্রবেশ করল এবং গদাঘাতে

হস্তী, রথ, রথারোহীকে চূর্ণ করতে থাকল। স্বয়ং যমের মতোই ভীম একাকী অজস্র যোদ্ধার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমকে এককভাবে কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে লক্ষ্য করল। সে দ্রোণকে পরিত্যাগ করে ভীমের উদ্দেশ্যে গমন করল। কৌরবসেনা ভেদ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভেতরে প্রবেশ করার পর ভীমের শূন্য রথ তার নয়নগোচর হল। ভীষণ হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি বিশোককে বলল, আমার প্রিয়তম সখা ভীম কোথায়?

বিশোক বলল, মহাবল বৃকোদর আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে একাকী শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

উদ্বিগ্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন বলল, মহাবলী ভীম আমার সখা, ভগিনীপতি। তিনি আমার প্রতি অনুরক্ত—আমিও তাঁর প্রতি। অতএব ভীম যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে গমন করব। অতঃপর গদাঘাতে মৃত হস্তী, অশ্ব, চূর্ণ রথের পথরেখা ধরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে উপস্থিত হল। সে দেখল—ভীমসেন শত্রুসেনা নিঃশেষ করতে ব্যস্ত এবং কৌরবসেনারা ভীমকে পরিবেষ্টন করে বাণাঘাতে তাকে আচ্ছন্ন করছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুত উপস্থিত হয়ে ভীমকে আশ্বস্ত করে ভীমের গাত্র থেকে বাণের অগ্রসকল উন্মীলন করল—তারপর তাকে নিজের রথে তুলে নিল। তখন ধার্তরাষ্ট্রেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকেও আক্রমণ করল। চতুর্দিকে অসংখ্য কৌরবসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করল। ধার্তরাষ্ট্রদের চেতনা লুপ্ত হল। সেই অবসরে ভীম, সুস্বাদু জল পান করে পুনরায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল।

অপরদিকে দ্রোণ দ্রুপদকে পরাজিত করে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি ধার্তরাষ্ট্রদের চেতনা প্রত্যাবর্তন করালেন। তখন তারা পুনরায় ভীম ও

ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার জন্যে অগ্রসর হল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে বারোজন মহারথকে প্রেরণ করলেন কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে। যুধিষ্ঠিরের আদেশে বিক্রযোধী, কৈকেয়গণ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সূচীমুখ ব্যূহ রচনা করল। অতঃপর কৌরবসেনা ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করল। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু প্রভৃতিদের আগমন করতে দেখে উল্লসিত হল। কৌরবদের সাহায্য করার জন্যে দ্রোণও এসে উপস্থিত হলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমকে কৈকেয়র রথে তুলে দিয়ে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য-গণকে ব্যথিত করতে থাকলেন। ক্রমশ দুর্যোধন ও ভীম পুনরায় মুখোমুখি হয়ে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। অপরদিকে ভীষ্ম ও অর্জুন উভয়েই শত্রুসেনা সংহার করতে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনের চেতনা লুপ্ত হলে কৃপাচার্য আপন রথে তাকে তুলে নিয়ে যুদ্ধভূমি ত্যাগ করলেন। জয়দ্রথ প্রমুখেরা ভীমকে পরিবেষ্টন করল। ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু, কেকয়-দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভয়ংকর সংগ্রামে শত শত বীর নিহত হল। অবশেষে সূর্য অস্তাচলে গমন করলে যুদ্ধবিরতি ঘটল। উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরের দিকে প্রস্থান করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমকে নিরাপদ দর্শন করে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন।

সপ্তম দিনের যুদ্ধ

পরদিন প্রভাতে কুরুসেনাপতি ভীষ্ম 'মণ্ডল' ব্যূহ রচনা করে শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। পরিবর্তে যুধিষ্ঠির 'বজ্র' ব্যূহ রচনার আদেশ দিলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে।

যুদ্ধ শুরু হল। দ্রোণ বিরাটরাজার দিকে এবং অশ্বত্থামা

শিখণ্ডীর দিকে গমন করল। দুর্যোধন গমন করল ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে। নকুল ও সহদেব —শল্যরাজের দিকে।. অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির দিকে ধাবিত হল। অন্য সব রাজা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করল।

ধার্তরাষ্ট্রদের আক্রমণ করল অভিমন্যু এবং ভগদত্তকে আক্রমণ করল ঘটোৎকচ। পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য সব বীরেরা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করল।

কৌরবপক্ষীয় রাজন্যদের আক্রমণে ক্রুদ্ধ অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত কৌরববীরেরা এবং ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিলাষী হয়েছে। আমি আজ এদের তোমার সম্মুখে বিনাশ করব। অনন্তর অর্জুনের ভীষণ প্রতাপে কৌরবসেনার মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত হল। তারা পলায়ন করে ভীষ্মের শরণাপন্ন হল। দুর্যোধন অর্জুনের বিক্রম লক্ষ্য করে হতমান বীরদের উৎসাহ দান করে বলল, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম জীবনের মায়া ত্যাগ করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার বাসনা করেছেন। আপনারা যত্নবান হয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

অপরদিকে দ্রোণ বিরাটপুত্র শঙ্খকে নিহত করলে বিরাট রাজা দ্রোণকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন।

অশ্বত্থামার সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শিখণ্ডী সাত্যকির রথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সাত্যকি রাক্ষস অলম্বুষকে পরাস্ত করল।

অপরদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দুর্যোধনের ঘোরতর সংগ্রাম চলতে থাকল। শেষপর্যন্ত শকুনি রথহীন দুর্যোধনকে নিজের রথে আশ্রয় দিল।

আর একদিকে কৃতবর্মার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হল ভীমসেনের। পরিত্রাণে রথহীন কৃতবর্মাও শকুনির রথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

রণক্ষেত্রের অন্য একদিকে ভগদত্ত ঘটোৎকচকে পরাজিত করল।

ঘটোৎকচ পলায়ন করতে বাধ্য হল।

অপরদিকে নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে জয় করল। আহত ও মূর্ছিত অবস্থায় রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন শল্য। যুধিষ্ঠির জয় করলেন শ্রুতায়ুকে।

অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষদকে পরাজিত করেও বৃকোদরের কথা স্মরণ করে তাদের বধ করল না। অনন্তর ভীষ্ম ধার্তরাষ্ট্রদের রক্ষা করার জন্যে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হলেন। দূর থেকে অর্জুন তা দর্শন করে কৃষ্ণকে সেই দিকে রথ চালনা করার অনুরোধ করল। সুশর্মা প্রমুখ বীরগণের সঙ্গে অর্জুনের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। অর্জুন কৌরবপক্ষীয় শত শত রথীকে নিহত করল। বন্ধুবর্গের নিধনে ক্রুদ্ধ সুশর্মা, জয়দ্রথ প্রভৃতি বীর অর্জুনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করল। অর্জুন অতি সহজেই তাদের পরাজিত করে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হল।

যুধিষ্ঠিরও ভীম, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্জুনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের সমবেত হতে দর্শন করে কৌরবপক্ষীয় বীরগণও অগ্রসর হল। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের প্রতিহত করল। দুর্যোধন অগ্নির মতো সব বাণ নিক্ষেপ করে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, সহদেব ও কৃষ্ণকে আঘাত করল।

এই সময়ে ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করলেন। তা দর্শন করে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে শিখণ্ডীকে বললেন, হে শিখণ্ডী আপনি আপনার পিতার সম্মুখে ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এখন বীরের ধর্ম, বংশের গৌরব এবং যশ রক্ষা করুন। আপনি দেখুন, ভীষ্ম কি প্রচণ্ডভাবে পাণ্ডবদের সংহার করছেন। ভীষ্ম যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করেছেন। আপনার ধনুক ছেদন করেছেন। আপনি ভীত হয়ে পড়েছেন। আপনি বীর বলে প্রসিদ্ধ হয়েও আজ ভীষ্মকে জয় করছেন না কেন?

যুধিষ্ঠিরের বিদ্রূপে উত্তেজিত হয়ে শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে পুনরায় ধাবিত হল। কিন্তু মদ্ররাজ শল্য তাকে নিবারণ করল। তখন জয়দ্রথ ও শিখণ্ডীর মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হল।

সেই অবসরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করলেন। যুধিষ্ঠিরকে ভয়ভীত দর্শন করে বৃকোদর ভীম ধনুর্বাণ পরিত্যাগ ও গদা ধারণ করে জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হল। জয়দ্রথের বাণ-সমূহকে উপেক্ষা করে ভীম জয়দ্রথের রথের সমস্ত অশ্বগুলিকে হত্যা করল। জয়দ্রথকে সাহায্য করার জন্যে দুর্যোধনের ভ্রাতা চিত্রসেন অগ্রসর হল। ভীমের গদা চিত্রসেনের রথ, সারথি এবং অশ্বগুলিকে বিনষ্ট করল। তখন বিকর্ণ অগ্রসর হয়ে চিত্রসেনকে আপন রথে আশ্রয় দিল।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। নকুল, সহদেব এবং সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থে অগ্রসর হল। যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্মের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হল। ক্রমে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের রথ ধ্বংস করলেন। যুধিষ্ঠির নকুলের রথে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর পাণ্ডবপক্ষীয় সব বীরগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করে বাণবর্ষণ করতে থাকল। কিন্তু ভীষ্ম যেন সিংহের মতো মৃগকুল-পাণ্ডবদের মধ্যে বিচরণ করতে থাকলেন। সুযোগ লাভ করে শিখণ্ডী জয়দ্রথকে ত্যাগ করে পুনরায় ভীষ্মের দিকে ধাবিত হল। ভীষ্ম তখন শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করে সৃঞ্জয়দের দিকে গমন করলেন।

অপরদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি অকাতরে কৌরবসেনা বধ করতে থাকল। কৌরবসেনাদলের মধ্যে কোলাহল উঠল। সেই কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে বিন্দ ও অনুবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হল। দুর্যোধন বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরিবেষ্টন করে অবস্থান করতে থাকল।

রণক্ষেত্রের অন্য এক অংশে অর্জুন কৌরবসৈন্য ধ্বংস

করতে থাকল।

ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেল। অর্জুন সুশর্মা প্রভৃতি রাজগণকে জয় করে, বৃকোদর ভীম দুর্যোধন প্রভৃতি রথিদের জয় করে এবং যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অষ্টম দিনের যুদ্ধ

পরদিন প্রাতে কুরুসেনাপতি ভীষ্ম কূর্মব্যূহ রচনা করে মালব, দাক্ষিণাত্য ও অবন্তীদেশীয় যোদ্ধাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বাগ্রে গমন করতে থাকলেন।

কৌরব-মহাব্যূহ দর্শন করে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে 'শৃঙ্গাটক' নামক ব্যূহ নির্মাণ করতে বললেন। ভীম ও সাত্যকি দুই শিঙ্গে অবস্থান করতে থাকল।

এক সময়ে পুনরায় একপক্ষ অন্যপক্ষের ওপর বাণবর্ষণ শুরু করল। সূচিত হল অষ্টম দিনের মহা সংগ্রাম।

ক্রমে ভীষ্ম প্রজ্জ্বলিত ক্রোধে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকলেন। ভীম ব্যতীত কেউই ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থান করতে পারলেন না। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ করল। ভ্রাতা দুর্যোধন বধ করল সুনাভকে। ভ্রাতার মৃত্যু দর্শন করে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও দুর্জয় বিশালাক্ষ ভীমকে আক্রমণ করল। ক্রমে ভীম তাদের বাণবর্ষণ উপেক্ষা করে অপরাজিত, কুণ্ডধার, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, মহোদর, আদিত্যকেতু, বহ্বাশীকে এক এক করে নিহত করল।

নিহত ভ্রাতৃগণকে দর্শন করে ব্যথিত দুর্যোধন ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিলাপ করতে লাগল—ভীম যুদ্ধে আমার ভ্রাতাদের বধ করছে অথচ আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে তা প্রত্যক্ষ করছেন! আমার কী ভীষণ দুর্ভাগ্য!

ভীষ্ম ব্যথিত স্বরে দুর্যোধনকে বললেন, আমি, দ্রোণ, বিদুর, এবং তোমার মাতা গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে বহুবার সাবধান করেছিলাম। কিন্তু তুমি সেই সৎ উপদেশে কর্ণপাত কর নি। আমি এবং দ্রোণ তোমাকে বহুবার বলেছিলাম যে, রণক্ষেত্রে ভীমের ভীমহস্ত থেকে আমরা কাউকেই রক্ষা করতে সক্ষম হব না। ভীম রণাঙ্গনে তোমার ভ্রাতাদের দর্শন করলে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেই। অতএব রাজা! তুমি অবিচলিত থেকে স্বর্গলাভের কামনা করেই যুদ্ধ কর। কারণ দেবতারাও কৃষ্ণরক্ষিত পাণ্ডবদের জয় করতে সমর্থ নন। যাও। মন স্থির করে সংগ্রাম কর।

মধ্যাহ্নের পর যুদ্ধ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডববীরেরা ভীষ্মকে বধ করার জন্যে অগ্রসর হল। পরে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কৌরবসেনা ধ্বংস করতে থাকলেন—কৌরবেরাও পাণ্ডবদের। দ্রোণ সৃঞ্জয়গণের সঙ্গে সোমকগণকেও যমলোকে প্রেরণ করার জন্য ধাবিত হলেন। সৃঞ্জয়দের মধ্যে কোলাহল জাগল। অন্যদিকে ভীমসেনও কৌরবদের অবস্থা অসহনীয় করে তুলল। অর্জুনবাণেও কৌরবসেনা অকাতরে যমলোকে গমন করতে থাকল।

মধ্যাহ্নকালীন সেই ভীষণ যুদ্ধে প্রবল বেগে উভয় পক্ষেরই সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকল। রণভূমিতে রক্তনদীর সৃষ্টি হল। আকীর্ণ হল মানুষ আর পশুর মৃতদেহে, চূর্ণ রথ ও আয়ুধে।

সুবলনন্দন শকুনি এবং কৃতবর্মা পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন পুত্র—উলুপি গর্ভজাত ইরাবান অগ্রসর হল পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে। ভীষণ যুদ্ধের পর ইরাবান শকুনির পুত্রদের নিহত করল। তখন ক্রুদ্ধ দুর্যোধন রাক্ষস অলম্বুষকে প্রেরণ করল ইরাবানকে বধ করার জন্য। প্রবল পরাক্রমশালী ইরাবান এবং যুদ্ধ-দুর্ধর্ষ অলম্বুষের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলল। শেষপর্যন্ত রাক্ষস মায়ায় পর্যদস্ত হয়ে ইরাবান অলম্বুষের হাতে নিহত হল।

অর্জুন তখন ভীষ্মের রক্ষকদের সংহারে ব্যস্ত। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ তখনও তার অজ্ঞাত।

অপরপক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণ পাণ্ডবসেনাকে কম্পিত করছিলেন।

ইরাবানের মৃত্যুতে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ স্বরে সিংহনাদ করে উঠল। প্রকম্পিত হল কুরুক্ষেত্র। দুর্যোধন ঘটোৎকচকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল। প্রবল যুদ্ধে দুর্যোধন বেগবান, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী নামে চারজন রাক্ষস বীরকে বধ করল। ঘটোৎকচ ক্রোধে অগ্নির মতো প্রজ্জ্বলিত হল। ঘটোৎকচের তীব্র আক্রমণে দুর্যোধনের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল।

ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, আপনি দুর্যোধনকে রক্ষা করার জন্যে শীঘ্র গমন করুন। ভীষ্মের আদেশে দ্রোণের অনুগামী হলেন বাহ্লিক, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি প্রভৃতি বীরগণ। কিন্তু ঘটোৎকচের তেজে সবাই যেন দগ্ধ হতে থাকলেন।

ঘটোৎকচের রণহুংকারে যুধিষ্ঠিরও আকৃষ্ট হয়ে ভীমকে বললেন, অর্জুন ভীষ্মকে প্রতিহত করতে ব্যস্ত। অতএব তুমিই সত্বর ঘটোৎকচের রক্ষার্থে গমন কর। সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেনিমান, এবং কাশীরাজের পুত্র বসুদাস ভীমকে অনুগমন করল। অধিকন্তু অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম এবং অনুপদেশাধিপতি নীল ঘটোৎকচকে বেষ্টন করে অবস্থান করতে থাকল। অকাতরে অজস্র জীবন নিঃশেষ হতে থাকল। ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধ এবং পাণ্ডববীরদের আক্রমণে দ্রোণ সহ কৌরবপক্ষীয় রথিগণ বিপর্যস্ত হলেন। কৌরবসেনারা পলায়ন করতে থাকল। তখন ভীষ্মের নির্দেশে ভগদত্ত ঘটোৎকচকে প্রতিহত করার জন্যে ধাবিত হল। যুদ্ধ-দুর্মদ ভগদত্তের সঙ্গে পাণ্ডবদের ঘোরতর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে ক্রুদ্ধ অর্জুনও এসে উপস্থিত হল। ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত

ও সুশর্মা অর্জুনকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন। কৃতবর্মা ও বাল্হিক প্রতিরোধ করলেন সাত্যকিকে। শ্রুতায়ু অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হলেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা ভীমকে সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করলে ভীম ক্রমশ এক এক করে ব্যূঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, দৃঢ়ধন্বা, বিরাজ, দীপ্তলোচন, দীর্ঘবাহু এবং কনকধ্বজ এই সপ্তভ্রাতাকে নিহত করল।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলতে থাকল। উভয়পক্ষের অযুত সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হল। তারপর সূর্য অস্তাচলমুখী হলে যুদ্ধবিরাম ঘটল। যে যার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল ক্লান্তবিধ্বস্ত অবস্থায়।

যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দুর্যোধনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। যুদ্ধের শুরুতে সে কল্পনা করেছিল যে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সম্মুখে পাণ্ডবেরা ক্ষণস্থায়ী হবে। যে যুদ্ধের নায়ক ভীষ্ম এবং দ্রোণ - সেই যুদ্ধে তাদের বিপক্ষে কে বিজয় লাভ করতে পারে? কিন্তু প্রতিদিনই অসংখ্য কৌরববীর এবং সেনার মৃত্যু তাকে বিজয় সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত করে তুলল। অষ্টম দিনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধশেষে সন্ধ্যারাত্রে তাই তার পটমণ্ডপে অঙ্গাধিপতি কর্ণ এবং সৌবল শকুনির নেতৃত্বে মন্ত্রণাসভার আয়োজন হয়েছিল—কি করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব?

ঈর্ষাপরায়ণ দুর্যোধন বলল, একটি বিষয় কোনো প্রকারেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা এঁরা সমরাঙ্গনে পাণ্ডবদের যথাযথ পীড়ন করছেন না কেন? তাঁরা কায়মনোবাক্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন না বলেই আমার বিশ্বাস। ফলে পাণ্ডবেরা জীবিত থাকছে, কুরুসেনা প্রতিদিন ক্ষয়-প্রাপ্ত হচ্ছে। আমার ভ্রাতাদের মৃত্যু ঘটছে। আমার কী করা উচিত? কেমন করে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব?

তখন কর্ণ বলল, হে রাজা! আমি তোমাকে বিজয় এনে দেব।

শান্তনুনন্দনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত কর। তাহলে আমি যুদ্ধে যোগদান করে সকল সৈন্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের বধ করতে পারব—আমি প্রতিজ্ঞা করছি। ভীষ্ম পাণ্ডবদের দয়ার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করছেন। তিনি মহারথদের জয় করতে অসমর্থ। সুতরাং রাজন! আপনি ভীষ্মের শিবিরে গমন করে তাঁকে অস্ত্র ত্যাগ করান। ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলে একা আমিই যুদ্ধে সুহৃৎ ও বন্ধুগণের সঙ্গে পাণ্ডবগণকে নিহত করব।

উল্লসিত দুর্যোধন কর্ণের উপদেশ মতো ভীষ্মের শিবিরে গমন করল। অনুগমন করল তার অবশিষ্ট ভ্রাতারা। দুর্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন করে বলল, হে পিতামহ! আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি পাণ্ডবদের বধ করুন অথবা কর্ণকে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করুন। কর্ণই পাণ্ডবদের জয় করবে।

ভীষ্ম অপমানিত হয়েও কোনো রূঢ় ব্যবহার করলেন না। বললেন, হে দুর্যোধন! আমি আমার শক্তি অনুসারে পাণ্ডবদের জয় করার চেষ্টা করছি এবং তোমার জন্যে জীবন দানেও উদ্যত—তবু তুমি বাক্যশলাকার দ্বারা আমায় বিদ্ধ করছ কেন? অর্জুনকে জয় করা সম্ভব নয়—একথা দেবর্ষি নারদ এবং মহর্ষিরা তোমায় বারংবার বলেছেন। কিন্তু তুমি অগ্রাহ্য করেছ। যাহোক, আমি আগামীকাল সংগ্রামে শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত পাঞ্চাল, সোমক, ও কেকয়গণকে বধ করব। আর নয়তো নিজে নিহত হয়ে যমলোকে গমন করব।

অতঃপর দুর্যোধন আর কথা না বাড়িয়ে ভীষ্মকে প্রণাম করে প্রস্থান করল।

নবম দিনের যুদ্ধ

পরদিন প্রাতে ভীষ্মকে কৌরবগণ কর্তৃক রক্ষিত দর্শন করে অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলল, হে পৃষতনন্দন! আজ আপনি

শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখে স্থাপন করুন। আমি তাঁর রক্ষক হব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের নির্দেশে ভীষ্ম রচিত 'সর্বতোভদ্র' ব্যূহের বিরুদ্ধে এক মহাব্যূহ রচনা করে অগ্রসর হল। ক্রমে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনা হল। অভিমন্যু কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা বৃহদ্বল ও জয়দ্রথকে মোহিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর দেবতার মতো বিচরণ করতে থাকল।

দুর্যোধন পরিস্থিতি দর্শন করে রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে অভিমন্যুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করে বলল, আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণকে অগ্রবর্তী করে অর্জুনকে বধ করব।

অলম্বুষ এবং অভিমন্যুর মধ্যে এক মহাযুদ্ধ শুরু হল। দীর্ঘক্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামের পর এক সময়ে রাক্ষসমায়া বিনষ্ট করে অভিমন্যু বিপুল বেগে অলম্বুষকে আক্রমণ করল। অলম্বুষ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করল। অতঃপর ক্রুদ্ধ অভিমন্যু প্রচণ্ড বেগে কৌরবসৈন্য বিমর্দন করতে থাকল।

অপরদিকে ভীষ্ম, কৃপাচার্য প্রমুখেরা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। সাত্যকি আক্রমণ করল অশ্বত্থামাকে। সাত্যকির শরজালে বিপর্যস্ত, পুত্র অশ্বত্থামাকে রক্ষা করার জন্যে দ্রোণ অগ্রসর হলেন। সাত্যকিকে দ্রোণের হস্তে বিপদগ্রস্ত অবলোকন করে অর্জুন ধাবিত হল দ্রোণের দিকে। দ্রোণ ও অর্জুনের মধ্যে মহারণ শুরু হয়ে গেল। দ্রোণকে সাহায্য করার জন্যে ব্যস্ত রইল দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, বিন্দ ও অনুবিন্দ, এবং বাহ্লিক। তারা ক্রুদ্ধ অর্জুন আর সাত্যকির হস্ত থেকে দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে রক্ষা করতে রথ চালনা করল।

যুদ্ধের আর এক অংশে ভগদত্ত ও শ্রুতায়ু প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যস্ত রইল ভীম। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করলেন সেই সুযোগে।

ক্রমে মধ্যাহ্নকালে ভীষ্ম সোমকগণের সঙ্গে লোকক্ষয়ী ভীষণ যুদ্ধে আবদ্ধ হলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম,

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্তী করে ভীষ্মের বিরুদ্ধে দ্রুপদরাজাকে রক্ষা করার জন্যে অগ্রসর হল।

কিন্তু ভীষ্ম যেন কালান্তক যম। সকলকে অস্বীকার করে অকাতরে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকলে কৃষ্ণ প্রমাদ গণনা করলেন। তাই তিনি অর্জুনকে ভীষ্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। উত্তেজিত অর্জুন ভীষ্মকে প্রতিরোধ করার জন্যে সম্মুখবর্তী হল। সূচিত হল এক ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু অর্জুন হৃদয়দৌর্বল্যের জন্যে ভীষ্মের বিরুদ্ধে দৃঢ় হতে পারল না। অর্জুন মৃতের মতো উৎসাহহীন হয়ে যুদ্ধ করছিল। ভীষ্মকে আঘাত করার পরিবর্তে অর্জুন নিবারণ করতেই ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে ভীষ্ম অব্যাহত রাখছিলেন তার সংহারলীলা। তখন অর্জুনের চৈতন্য সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে ভীষ্মের রথের দিকে দ্রুত ধাবিত হলেন। হস্তে তাঁর একটি ভগ্ন রথচক্র। কৃষ্ণকে আগমন করতে দেখে ভীষ্ম বলে উঠলেন, হে অচ্যুত—কৃষ্ণ! যুদ্ধে আমাকে নিহত করলে উভয়পক্ষের মঙ্গল হবে। কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু আমার পরম কামনীয়। আমায় বধ করুন। কৃষ্ণকে ধাবিত হতে দেখে সচকিত অর্জুন চৈতন্য লাভ করে কৃষ্ণের পশ্চাতে গমন করল। তারপর তাঁর বাহুযুগল ধারণ করে কৃষ্ণকে বলল, হে বাসুদেব! তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারো না। শান্ত হও, সদয় হও। আমিই ভীষ্মকে বধ করব। আমার ক্লীবত্বের জন্যে তুমি কেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে মিথ্যা কলঙ্কিত হবে? হে কেশব! করুণা কর।

কৃষ্ণ কোনো প্রত্যুত্তর না করে রথে আরোহণ করলেন। ধারণ করলেন বল্গা। তারপর বললেন, হে অর্জুন! প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান হও।

[তৃতীয় দিবসের যুদ্ধেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তাই বোধহয়

নবম দিবসের এই অংশ তৃতীয় দিবসেরই পুনরাবৃত্তি। হয়তো কোনো কবি কৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।]

পুনরায় শুরু হল ভয়ংকর সংগ্রাম। কিন্তু ভীষ্ম যেন অপ্রতিরোধ্য। অর্জুন তখনও যথেষ্ট দৃঢ় নয়। ভীষ্মের আক্রমণে পাণ্ডবপক্ষ প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে এল। সৌভাগ্যক্রমে সূর্য অস্ত-গামী হলে উভয়পক্ষই সেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। ক্লান্ত শরীরে, ক্লান্ত মনে যোদ্ধারা শিবিরে প্রস্থান করল। অর্জুন ম্রিয়মাণ—হতাশ। অর্জুনের আচরণে হতাশ যুধিষ্ঠিরও। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের সেই গাণ্ডীবধারী অর্জুন যেন পলাতক।

বিষণ্ণতা বিরাজ করছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রণাসভায়। কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ধর্মরাজ বললেন, হে কৃষ্ণ! মত্ত হস্তীর মতো শান্তনুনন্দন পাণ্ডবসৈন্য দলিত করেছেন। আমরা তাঁকে প্রতিরোধ পর্যন্ত করতে সক্ষম হচ্ছি না। যুদ্ধে ইন্দ্র বা কুবেরকে জয় করা সম্ভব—কিন্তু ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে নয়। হে বাসুদেব! এই যুদ্ধের স্বপক্ষে সম্মতি দান করা অপেক্ষা আমার বনবাসই উত্তম ছিল। ভীষ্ম প্রতিদিন আমাদের ক্ষয়সাধন করছেন। আমার ভ্রাতারা ভীষ্মবাণে নিদারুণ পীড়া অনুভব করছেন, এ অবস্থা অসহ্য! হে কেশব! কিসে আমার মঙ্গল তাই তুমি ব্যক্ত কর।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যন্ত্রণা অনুভব করে কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! আপনার ভ্রাতারা শত্রুদমনকারী দুর্জয় বীর। অর্জুন ও ভীম বায়ু ও অগ্নির তুল্য। নকুল ও সহদেব দেবরাজের মতো বিক্রমশালী। তবে অর্জুন যদি ভীষ্মকে বধ করার ইচ্ছে না করে তাহলে আমাকে অনুমতি করুন—আমিই প্রকাশ্যরণে

ভীষ্মকে বধ করে আপনার দুশ্চিন্তা লাঘব করব। যে লোক পাণ্ডবগণের শত্রু, সে লোক আমারও শত্রু। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হে রাজা! অর্জুন আমার সখা, ভগিনীপতি ও শিষ্য। অর্জুনের জন্যে আমি নিজের জীবন দান করতে পারি। অর্জুনও আমার জন্যে জীবন ত্যাগ করতে পারে। পরস্পর পরস্পরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার শপথে আমরা আবদ্ধ। সুতরাং হে ধর্মরাজ! আপনি আদেশ করুন, আমি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হই। তবে অর্জুন পূর্বে উপপলব্য নগরে উলূকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আমি ভীষ্মকে নিপাতিত করব। অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা আমাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এখন অর্জুন অনুমতি করলে আমি এ কার্যে নিশ্চয়ই ব্রতী হব। অথবা অর্জুনই ভীষ্মকে বধ করুক, ঐ কার্য অর্জুনের পক্ষে অসাধ্য নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে মোহমুক্ত করে উজ্জীবিত করার জন্যে সুকৌশলে তার বক্তব্য উপস্থাপন করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমার পক্ষে অবস্থান করছ—তাতেই আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু আমরা তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্যে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছা করি না। তুমি যুদ্ধ না করেই আমাদের উপদেশ দানে সাহায্য করতে থাকো। তোমার উপদেশেই আমরা এই বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হব। যুদ্ধের প্রারম্ভে পিতামহ শপথ করেছিলেন যে, তিনি হিতের জন্যে আমাদের মন্ত্রণা দান করবেন, যদিও যুদ্ধ তিনি অবশ্যই করবেন দুর্যোধনের পক্ষে। চল, কৃষ্ণ! আমরা মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করে তাঁর মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারী। রণক্ষেত্র থেকে ভীষ্ম অপসারিত না হলে আমাদের বিজয়ের আশা অতি ক্ষীণ। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের হিতের জন্যে সৎ উপদেশ দান করবেন।

অতঃপর বিমর্ষ যুধিষ্ঠির নিজেকে ধিক্কার দান করে বললেন,

হায় কৃষ্ণ! তিনি বৃদ্ধ! আমাদের পিতৃপর্যায় এবং ভক্তিভাজন। সেই পূজনীয় ভীষ্মকে আমি বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি! ধিক্ ক্ষাত্রিয়ধর্মে! ধিক্, আমার রাজ্য-লোলুপতা!

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! আপনার বক্তব্য আমার উচিত বলে বোধ হচ্ছে। চলুন, আমরা ভীষ্ম-সকাশে গমন করি। সত্যবদ্ধ দেবব্রত নিশ্চয়ই আমাদের উচিত পরামর্শ দান করবেন। কারণ তিনি কখনই কামনা করবেন না যে, আমরা পরাজিত হই।

কৃষ্ণের আহ্বানে পাণ্ডবেরা গাত্রোত্থান করে ভীষ্মের শিবিরের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মকে প্রণাম করে সকলে আসন গ্রহণ করলে, ভীষ্ম কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, হে বাসুদেব— সব কুশল তো? হে যুধিষ্ঠির! ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব— তোমাদের কুশল তো? বল বৎস! যুদ্ধ ব্যতীত তোমাদের প্রীতি-বর্ধক কোন কার্য আমি সম্পন্ন করলে তোমরা সুখী হবে? আশঙ্কা কোরো না। নির্ভয়ে ব্যক্ত কর তোমাদের আগমন-উদ্দেশ্য। তোমাদের কার্য যদি অতি কঠোরও হয়—তবুও আমি তা সম্পাদন করব।

তখন যুধিষ্ঠির কাতর স্বরে বললেন, হে পিতামহ! বলুন, কেমন করে আমরা জয়ী হব? আপনি জীবিত থাকাকালীন আমাদের বিজয় সম্ভব নয়। তাই আপনার বধের উপায় আমাদের ব্যক্ত করুন। কোন মানুষই বা আপনাকে যুদ্ধে জয় করতে সমর্থ হবে? আপনি বাণবর্ষণ করে আমার বিশাল সেনা ক্ষয় করে চলেছেন। আপনি আমাকে বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু আপনি স্বহস্তে সেই আশীর্বাদকে প্রতিদিন মিথ্যায় পরিণত করছেন। সুতরাং আমরা আপনাকে কেমন করে জয় করব— তা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম বললেন, সত্য কথা যে আমি অস্ত্রধারণ করে থাকলে

আমাকে দেবতারাও জয় করতে সমর্থ নন। কিন্তু আমি অস্ত্র ত্যাগ করলে তোমার পক্ষের মহারথেরা আমায় বধ করতে সক্ষম। অস্ত্রশূন্য, ভূতল-পতিত, কবচ ও ধ্বজরহিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রী, স্ত্রী-পূর্ব পুরুষ প্রভৃতির সঙ্গে আমার যুদ্ধের অভিরুচি হয় না। তোমাদের মহারথ শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল—পরে পুরুষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। অর্জুন যুদ্ধে এই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আমাকে আঘাত করতে থেকে ধাবমান হবে। আমি শিখণ্ডীর ওপর কোনো অস্ত্রাঘাত করব না। সুতরাং অর্জুন যুদ্ধে যত্নবান হয়ে আমার সম্মুখে শিখণ্ডীকে স্থাপন করে আমাকে নিপাতিত করুক। তাহলেই তোমরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হবে। পতন ঘটবে ভীষ্মের।

ভীষ্ম পরলোক গমন করার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়ে নিজের বধের উপায় ব্যক্ত করলে লজ্জিত, দুঃখিত অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! বাল্যে ধূলি-ধূসরিত গাত্রে যাঁর ক্রোড়ে উঠে পিতা সম্বোধন করতাম—তাঁকে আমি কেমন করে বধ করব? বরং তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে পাণ্ডবসৈন্য বধ করুন। আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। এতে আমার জয়-পরাজয়-মৃত্যু যাই হোক না কেন—আমার কিছু যায় আসে না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বললেন, হে পৃথানন্দন! পূর্বে তুমি ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করে এখন তা কেন ভঙ্গ করবে? ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তা থেকে তুমি কেন বিচ্যুত হবে—বিশেষ করে ভীষ্ম যখন মৃত্যু কামনা করছেন! তুমি কি তাঁর অন্তর্জ্বালা অনুভব করছ না। অধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে করতে তিনি ক্লান্ত—জীবনবিমুখ। শান্তনু-নন্দনকে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু দান করা পরম পুণ্যকর্ম। তুমি যুদ্ধদুর্মদ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুরুপিতামহকে রথ থেকে নিপাতিত কর। ভীষ্মকে বধ না করলে বিজয় অসম্ভব। রণক্ষেত্রে তিনি তোমার পিতামহ

নন। তিনি কুরুসেনাপতি—তোমার শত্রু। অতএব বধযোগ্য। আমি জানি, তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করছেন।

অর্জুন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে ভীষ্মের চরণে মস্তক রক্ষা করে বলল, হে পিতামহ! আপনার উপদেশ আমি পালন করব। আমার নিষ্ঠুরতার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন।

দশম দিনের যুদ্ধ

প্রভাত হল। উভয়পক্ষই আজ উত্তেজিত। ভীষ্ম তাঁর বধের উপায় ঘোষণা করেছেন। কৌরবপক্ষীয়রা ভীষ্মকে রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প। পাণ্ডবেরা ভীষ্মবধে দৃঢ়নিশ্চয়।

ব্যূহবদ্ধ হয়ে উভয়পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল। ভীম ও অর্জুন শিখণ্ডীর চক্ররক্ষক হল। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ শিখণ্ডীর পৃষ্ঠরক্ষক হল। সাত্যকি ও চেকিতান আবার তাদের রক্ষক হল। পশ্চাতে পাঞ্চালগণের দ্বারা অভিরক্ষিত হয়ে অবস্থান করল ধৃষ্টদ্যুম্ন। অতঃপর যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সিংহনাদে সমরভূমি নিনাদিত করতে থেকে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।

অপরপক্ষে ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে ধার্তরাষ্ট্রগণ এবং তাদের পশ্চাতে দ্রোণ ও অশ্বত্থামা। তাঁদের পশ্চাতে রইলেন কৃপ ও কৃতবর্মা।

ক্রমশ শুরু হল মহাসমর।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেছেন—আজই তাঁর অন্তিম যুদ্ধ। শিখণ্ডীকে প্রতিহত কর। শিখণ্ডীই আমার মৃত্যুর কারণ হবে।

ভীষ্ম জ্বলন্ত অগ্নির মতো পাণ্ডবসৈন্য দগ্ধ করতে থাকলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণাঘাত করলে ভীষ্ম বললেন, শিখণ্ডী তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর—আমি তোমাকে প্রহার করব না। কারণ পূর্বে তুমি স্ত্রী ছিলে। পরে পুরুষে পরিবর্তিত হয়েছ।

স্ত্রী-পুর্বদেরও আমি অস্ত্রাঘাত করি না।

ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী বলল, আপনি যে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ভয়ঙ্কর তা জ্ঞাত হয়েও আজ আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং আপনাকে বধ করব। এরপর আপনার যা কর্তব্য তা করুন।

শিখণ্ডীর কথা শুনে অর্জুনের বোধ হল, ভীষ্মবধের এটিই মহাক্ষণ। তাই সে শিখণ্ডীকে বলল, আমি বাণদ্বারা বিপক্ষদের অপসারণ করতে থেকে আপনাকে অনুসরণ করব। আপনি ভীষ্মের দিকে ধাবিত হোন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ আপনাকে স্পর্শও করতে পারবে না। আপনি শুধু ভীষ্মবধে যত্নবান হোন। আজ যদি ভীষ্মকে নিহত করা সম্ভব না হয় তাহলে বীরসমাজে আমরা উভয়েই হাস্যাস্পদ হব।

উৎসাহিত শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করার উদ্দেশ্যে গমন করতে থাকল। পশ্চাতে অর্জুন কৌরবপক্ষীয় মহারথদের ছিন্নভিন্ন করে শিখণ্ডীকে অনুসরণ করতে থাকল।

অর্জুন-বাণে নিপীড়িত কৌরবপক্ষীয়দের দর্শন করে দুর্যোধন দুঃখিত স্বরে ভীষ্মকে বললেন, হে পিতামহ! জ্বলন্ত অগ্নির মতো শ্বেতবাহন ও কৃষ্ণসারথি অর্জুন আমার সেনাকে দগ্ধ করছে। সৈন্যেরা চতুর্দিকে পলায়নে তৎপর। অর্জুনের মতো ভীম, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণও আমার বাহিনীকে নিগৃহীত করছে। আপনি শীঘ্র আমাদের আশ্রয়স্থল হোন। রক্ষা করুন কুরুসেনা।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম একটু চিন্তা করে বললেন, হে দুর্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যুদ্ধে প্রত্যহ দশ সহস্র শত্রুসেনা নিধন করব। সে প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করে এসেছি। আজও তা করব। আর না হয়তো তোমার অন্ন-ঋণ পরিশোধ করার জন্যে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেব। অতঃপর ভীষ্ম প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসেনা সংহার করতে থাকলেন—নির্মম, নিষ্ঠুরের মতো।

অর্জুন শিখণ্ডীকে পুনরায় বলল, আপনি ভীষ্মকে আক্রমণ করুন। আপনাকে শত্রুপক্ষীয় বীরগণের হস্ত থেকে আমি রক্ষা করব। কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না।

অর্জুনের উক্তিতে উৎসাহিত সকল বীরই ভীষ্মকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকলেন। তা দর্শন করে কৌরবপক্ষীয় বীরগণও পাণ্ডবদের প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর হল।

চেকিতানের গতিরোধ করল চিত্রসেন। কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, ভূরিশ্রবা ভীমকে, বিকর্ণ নকুলকে, কৃপ সহদেবকে, দুর্মুখ ঘটোৎকচকে, অলম্বুষ সাত্যকিকে, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ অভিমন্যুকে, অশ্বত্থামা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে এবং দুঃশাসন অর্জুনকে নিবারণ করল।

অর্জুন এবং দুঃশাসনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হল। অর্জুন তার সারথি এবং অশ্বকে হত্যা করল। রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। শেষপর্যন্ত দুঃশাসন ভীষ্মের রথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

ভীষ্মবধ এবং ভীষ্মরক্ষার্থে উভয়পক্ষের মধ্যে জীবন-মরণ সংগ্রাম সূচিত হল।

এক সময় দ্রোণ রণক্ষেত্রে বিবিধ অমঙ্গলসূচক শব্দ, ঘটনা এবং দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে পুত্র অশ্বত্থামাকে বললেন, বৎস! এই সেই দিন, যে দিনে মহাবল অর্জুন ভীষ্মবধের নিমিত্ত গুরুতর চেষ্টা করবে। আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ওদিকে অর্জুন ভীষ্মের দিকে ধাবিত হয়েছে। সুতরাং তুমি প্রধানত স্বর্গলাভকে উদ্দেশ্য করে যশ ও জয়লাভের জন্যে গমন কর। রক্ষা কর ভীষ্মকে।

আর এক প্রান্তে ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং যুবা দুর্মর্ষণ—এই দশজন বীর ভীমকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে থাকলেন। ভীমসেন তাদের তৃণতুল্য জ্ঞান করে ব্যথাশূন্য ভাবে বিচরণ করতে থাকল। অর্জুন অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে ভীমের সন্তোষের জন্যে তার বিরুদ্ধপক্ষকে তাড়ন

করা শুরু করল। ক্রমশ সুশর্মা, দ্রোণ, জয়ৎসেন প্রমুখ আরও কৌরববীর সেখানে উপস্থিত হল ভীম ও অর্জুনকে নিবারণ করার জন্যে।

ক্রুদ্ধ ভীষ্ম, দুর্যোধন এবং বৃহদ্বল ভীম-অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলে যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণও ভীষ্মের সঙ্গে সংগ্রামে ব্রতী হলেন। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে উঠল। ভীষ্মই আজ যুদ্ধের পণ। একপক্ষ ভীষ্মের রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে। অপরপক্ষ তাঁর বধ-ইচ্ছায়। অকাতরে উভয়পক্ষের সৈন্য ক্ষয় হতে থাকল।

অমিতপ্রতাপ ভীষ্ম নিজের জীবনের ওপর ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। এক সময় তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর সম্মুখে আগত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের আর তিনি বধ করবেন না। অতঃপর নিকটবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে পরমবিজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি আমার এই দেহের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। কারণ বহুকাল যাবৎ আমি যুদ্ধে প্রাণী বধ করে আসছি। আমার প্রিয় কোনও কার্য যদি করার বাসনা থাকে—তবে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে অগ্রবর্তী করে আমাকে বধ কর। আমি মৃত্যু কামনা করছি।

ভীষ্মের কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদের বললেন, হে বীরগণ, তোমরা ভীষ্মের দিকে ধাবিত হও এবং তাঁকে যুদ্ধে জয় কর। অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবে। শিখণ্ডী ও অর্জুনকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবেরা পুনরায় জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্রতী হল। অপরপক্ষে ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্যে কৌরববীরেরাও পাণ্ডবদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল। ভীষ্মই তাদের আশ্রয়স্থল, তাদের বিজয়-সম্ভাবনার প্রতীক।

শেষপর্যন্ত অর্জুন প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে শিখণ্ডীকে নিয়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হল। কৌরবপক্ষীয় বীরেরা ভীষণ বেগে অর্জুনের দিকে ধাবিত হল। ক্রমে শিখণ্ডী ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হয়ে বহু বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে থাকল এবং

অর্জুন—কৌরবসেনাদের। ভীষ্মও জলধারার ন্যায় বাণবর্ষণ করে পাণ্ডবপক্ষীয়দের নিহত করতে থাকলেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণসারথি সহ অর্জুন এবং শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য কেউই ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থান করতে পারছিল না। রুদ্রতেজে যেন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছিলেন ভীষ্ম।

অর্জুন শিখণ্ডীকে পুনরায় উৎসাহ দান করে বলল, হে বীর! আপনিই একমাত্র যোদ্ধা যে ভীষ্মবধে সক্ষম! আপনার জন্মই ভীষ্মবধের জন্যে। আপনি বধ করুন ভীষ্মকে। ফলত শিখণ্ডী অজস্র বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করতে থাকল। ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণাঘাত উপেক্ষা করে অর্জুনকে প্রতিহত করতে থাকলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভীষ্মরূপ সূর্য এবং অর্জুনরূপ সূর্য উজ্জ্বল ভাবে জ্বলতে থাকল। একই আকাশে দুই সূর্য সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিসাদ, সৌবীরদেশীয় যোদ্ধারা এবং বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, কেকয়দেশীয় সৈন্যেরা অগ্নির ওপর পতিত পতঙ্গের মতো অর্জুনের ওপর নিপাতিত হল। কিন্তু অর্জুন শর নিক্ষেপে তাদের সকলকে প্রতিহত করল। কেউই অর্জুনের সম্মুখবর্তী হতে পারল না। তারা পলায়ন শুরু করল।

অপরদিকে পাণ্ডবসৈন্য বিনাশকারী ভীষ্মকে উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্তী স্থানে দর্শন করে কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! ভীষ্ম যে স্থানে অবস্থান করে পাণ্ডবসেনা দলন করছেন—সেই স্থানেই তাঁকে বধ কর।

অতঃপর অর্জুন বাণবর্ষণে ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। অর্জুন রক্ষা করতে থাকলে শিখণ্ডী বেগে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন ভীষ্মের ধনুক ছিন্ন করল। ভীষ্ম পুনরায় অন্য একটি ধনুক গ্রহণ করলে অর্জুন সেটিকেও ছেদন করল। অগত্যা

ভীষ্ম অর্জুনের প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন সেটিকেও ছেদন করে ফেলল।

কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা ভীষ্মের ধনু ছেদন সহ্য করলেন না। দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত—এই সপ্ত মহারথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁরা অলৌকিক সব অস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। চতুর্দিকে প্রলয়কালীন সমুদ্রশব্দের ন্যায় তাঁদের কোলাহল শোনা গেল। বধ কর। অর্জুনকে বধ কর। সেই কোলাহল শ্রবণে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও নিশ্চেষ্ট হয়ে কালক্ষেপ করল না। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু এই সপ্ত মহারথ কৌরবমহারথদের নিবারণ করার জন্যে অগ্রসর হল। এই সময় অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ছিন্ন-কার্মুক-ভীষ্মকে তাড়ন করল। ভীষ্ম বারংবার ধনুক গ্রহণ করতে থাকলেন—অর্জুন বারংবার তা ছেদন করতে থাকল।

ভীষ্ম চিন্তা করলেন, কৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবেরা যদি রক্ষিত না হত—তাহলে তিনি একাকীই পাণ্ডবপক্ষকে বিনাশ করতে পারতেন। কৃষ্ণ সমস্ত লোকেরই অজেয়। সুতরাং তিনি দু'টি কারণে আর যুদ্ধ করবেন না। এক—পাণ্ডবদের অবধ্যত্ব, দুই—শিখণ্ডীর ভূতপূর্ব স্ত্রীত্ব। পিতা তাঁকে দু'টি বর দান করেছিলেন। এক, ইচ্ছামৃত্যু। দুই, অবধ্যত্ব।

ভীষ্ম যেন আকাশপথে ঋষিগণকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন। তাঁরা বললেন, তুমি উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ। তুমি তাই কর। যুদ্ধ-ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। তোমার জীবনের অন্তিম লগ্ন আগত।

এই সময়ে শিখণ্ডী এবং অর্জুন বহুতর বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করল। অন্য সহস্র সহস্র যোদ্ধাও ভীষ্মের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে থাকল। তখনও অক্লান্ত-যোদ্ধা ভীষ্ম শর দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্ধ করতে থাকলেন।

শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ ভীষ্মকে পীড়িত করতে পারছিল না। ক্রুদ্ধ অর্জুন পুনরায় ভীষ্মের ধনুক ছেদন করল। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল। ভীষ্ম শেষপর্যন্ত আর অর্জুনকে অতিক্রম করতে পারলেন না। অর্জুন যেন তার বিগত ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করে দুর্জয়-দুঃসহ হয়ে উঠেছে। প্রিয় অর্জুনকে উত্তেজিত হতে দর্শন করে আনন্দিত হয়ে উঠলেন ভীষ্ম।

এক সময় ভীষ্ম বাণাঘাতে জর্জরিত হয়ে দুঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবপক্ষের এই মহাবীর অর্জুনকে স্বয়ং ইন্দ্রও জয় করতে পারেন না। আমিও পারছি না। পারবও না। আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

এই অবসরে অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অব্যাহত গতিতে ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে থাকল। তখন অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হতে থেকে ভীষ্ম দুঃশাসনকে পুনরায় বললেন, এ বাণসকল শিখণ্ডীর নয়—অর্জুনেরই। মর্মছেদনকারী, দৃঢ় বর্মভেদী এই সকল বাণ আমাকে মুষলের ন্যায় আঘাত করছে। এ সকল বাণ বজ্রদণ্ড সমান, বজ্রবেগসম্পন্ন ও দুর্ধর্ষ। গদা ও পরিঘের ন্যায় দৃঢ়স্পর্শ। যমদূতের ন্যায় আগত এই বাণগুলি আমার প্রাণ বিনাশ করছে। এ বাণসকল শিখণ্ডীর নয়। হতে পারে না। এ বাণসকল অর্জুনেরই।

ভীষ্ম পুনরায় অর্জুনের প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তা অক্লেশে ছেদন করল। তারপর ভীষ্ম, হয় মৃত্যু না হয় বিজয়—চিন্তা করে বর্ম ও স্বর্ণখচিত তরবারি ধারণ করলেন। কিন্তু তিনি অবতরণ করতে না করতে অর্জুন ভীষ্মের বর্মকে শত খণ্ডে ছেদন করে ফেলল।

যুধিষ্ঠির সৈন্যদের আহ্বান জানালেন, তোমরা সকল দিক থেকে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হও। অতঃপর সেই অযুত সৈন্য চতুর্দিক থেকেই ভীষ্মের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকল।

কৌরবেরাও যথাশক্তি ভীষ্মকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ক্রমে অর্জুন-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন অস্ত্রসমূহ দ্বারা পীড়িত হয়ে তারা পলায়ন করতে থাকল। তবু ভীষ্ম শত-সহস্র শত্রুসেনাকে বধ করে রণাঙ্গনে অবস্থান করতে থাকলেন প্রদীপ্ত সূর্যের মতো। অসংখ্য বাণে তাঁর শরীর বিদ্ধ হয়েছিল—দু'অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অক্ষত ছিল না।

এইভাবে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে কৌরবদের সম্মুখে, অর্জুনের তীক্ষ্ন বাণাঘাতে, ক্ষতবিক্ষত দেহে ভীষ্ম রথ থেকে পূর্ব মুখ হয়ে পতিত হলেন। তাঁর দেহ অজস্র বাণে আচ্ছাদিত থাকায় তা ভূমি স্পর্শ করল না।

রথচ্যুত ভীষ্ম সিদ্ধান্ত নিলেন এখন দক্ষিণায়নের কাল। সুতরাং তিনি উত্তরায়ণের দিনই দেহত্যাগ করবেন। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভীষ্ম নীরব হলেন।

ভীষ্মের পতন-সংবাদ রণভূমিতে প্রচারিত হতেই যুদ্ধ পরিত্যক্ত হল। উভয়পক্ষের সেনাগণ ভীষ্মকে দর্শন করার জন্যে ধাবিত হল হায় হায় শব্দে! শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ক্রন্দনের রোলে ব্যাপ্ত হল কুরুক্ষেত্র। দুঃশাসনের মুখে ভীষ্মের নিধন-বার্তা শ্রবণ করে দ্রোণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে চৈতন্যলাভের পর, যুদ্ধ স্থগিত করে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। —হায় কুরুকুলপতি! হায় শান্তনুনন্দন!

ক্রমে পাণ্ডব ও কৌরবগণ শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে অভিবাদন করে শোকগ্রস্ত হয়ে অধোবদনে অবস্থান করতে থাকল।

এক সময় ভীষ্ম তাদের কল্যাণ-সংবাদ জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, তাঁর মস্তক নিরালম্ব অবস্থায় রয়েছে। একটি উপাধানের প্রয়োজন। কেউ ব্যবস্থা করুক।

রাজগণ আপন আপন শিবির থেকে উত্তম সব উপাধান আনয়ন করলেন, কিন্তু ভীষ্ম সবগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

শরশয্যার উপযুক্ত উপাধান এ নয়। পৃথানন্দন অর্জুন কোথায়? অর্জুন অগ্রবর্তী হলে তিনি বললেন, হে ধনঞ্জয়! এই বীরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দান কর আমাকে। একমাত্র তুমিই এই উপাধান দান করতে সমর্থ।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে অর্জুন গাণ্ডীব ধারণ করে তিনটি বাণ অভিমন্ত্রিত করল। তারপর ভীষ্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সেই তিনটি বাণ দ্বারা ভীষ্মের মস্তক উন্নত করে তুলল। ভীষ্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি ব্যর্থ হলে তোমায় আমি অভিসম্পাত দান করতাম। হে রাজগণ! অর্জুন প্রদত্ত উপাধান আপনারা দর্শন করুন! উত্তরায়ণ পর্যন্ত এই শয্যায় আমি শায়িত থাকব। সুতরাং আপনারা এই স্থানে পরিখা খনন করে দিন। উত্তরায়ণের পবিত্র দিনে আমি দেহত্যাগ করব।

দুর্যোধনের আদেশে শল্য উত্তোলনে নিপুণ কিছু বৈদ্য উপস্থিত হলে ভীষ্ম বললেন, হে দুর্যোধন! চিকিৎসকদের দান ধ্যান দ্বারা সন্তুষ্ট করে বিদায় কর। আমার আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ক্ষত্রিয় ধর্মের পরম গতিই আমি লাভ করেছি। এই বাণগুলির সঙ্গেই আমাকে দগ্ধ কোরো। সেই হবে আমার উপযুক্ত সৎকার।

অতঃপর সায়ংকাল উপস্থিত হলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে অভিবাদন জানাল। এরপর আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল। প্রহরীবেষ্টিত ভীষ্ম শরশয্যায় ধ্যানমগ্ন হলেন।

প্রভাতে কৌরব এবং পাণ্ডবগণ পুনরায় ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অবস্থান করতে থাকল।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আপন বেদনা ধৈর্যগুণে নিরুদ্ধ রেখে বললেন, জল। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকল দিক থেকে নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভ উপস্থিত করল। তা সব দর্শন করে

ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ! আমি এখন মনুষ্যকুলের ভোগ্যবস্তু গ্রহণে সমর্থ নই। আমি স্বর্গীয় জলপানের ইচ্ছা করি। অর্জুন কোথায়?

অর্জুন অগ্রবর্তী হলে ভীষ্ম বললেন, হে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন! তোমার বাণাঘাতে আমার শরীর দগ্ধ হচ্ছে। মর্ম সন্তপ্ত। শরীরে নিদারুণ যাতনা। আমাকে জল পান করাও। আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

—তাই হোক পিতামহ! অর্জুন রথে আরোহণ করে গাণ্ডীব আকর্ষণ করল। তারপর ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রপাঠ করল। অতঃপর একটি উজ্জ্বল বাণের সঙ্গে পর্জন্যাস্ত্র সংযুক্ত করে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূতল বিদ্ধ করল। কিছু পরেই শীতল অমৃততুল্য এবং স্বর্গীয়সৌরভ ও আস্বাদযুক্ত নির্মল জলধারা মেদিনী ভেদ করে উঠতে থাকল। সেই জলধারা পান করে ভীষ্ম পরম তৃপ্ত হলেন।

এরপর ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, হে রাজা দুর্যোধন! পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। জগতের কোনো লোকই অর্জুনের মতো কার্য করতে পারে না। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি অস্ত্র এবং ধাতা, বিশ্বকর্মা, সূর্য ও যমের অস্ত্র—মর্তলোকে একমাত্র কৃষ্ণ ও অর্জুনেরই জ্ঞাত,—অন্য কারও নয়।

বৎস দুর্যোধন! যুদ্ধে তুমি অর্জুনকে জয় করতে সমর্থ হবে না। সুতরাং অর্জুনের সঙ্গে শীঘ্র সন্ধি কর। মহাবাহু কৃষ্ণ যে পর্যন্ত অযুধ্যমান রয়েছেন—তারই মধ্যে তোমাদের সন্ধি হোক। অর্জুন যে পর্যন্ত তোমার সমুদয় সেনা বিনষ্ট না করে—তারই মধ্যে তোমাদের সন্ধি হোক। যুদ্ধে যে সব রাজগণ এবং তোমার ভ্রাতাগণ এখনও জীবিত রয়েছে—তারই মধ্যে সন্ধি হোক। যুধিষ্ঠিরের ক্রুদ্ধ নয়ন যে পর্যন্ত তোমাদের দগ্ধ না করে—তারই

মধ্যে সন্ধি হোক। ভীম, নকুল ও সহদেব যে পর্যন্ত তোমার সেনা-বিনাশ না করে—তারই মধ্যে সন্ধি হোক। আমার মৃত্যুতেই যুদ্ধের শেষ হোক। সন্ধি করে শান্ত হও। অবশিষ্ট রাজগণ এবং তোমার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণ জীবিত থাকুক। তুমি প্রসন্ন হও। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান কর, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুক। আমার বিনাশেই প্রজাদের শান্তি হোক। রাজারা প্রীতি সহকারে পরস্পর মিলিত হোক। পিতা পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুক। যদি তুমি দুর্বুদ্ধিবশত আমার এই কালোচিত উপদেশ অস্বীকার কর তবে পরিণামে অনুতাপ ভোগ করবে। এই রণক্ষেত্রই তোমাদের সকলের জীবনের অন্তিম বলে জ্ঞাত হও।

ভীষ্ম অতঃপর ধ্যানমগ্ন হলেন।

ভীষ্মের কোনো উপদেশই দুর্যোধনের মনঃপুত হল না। ভীষ্মকে নীরব হতে দেখে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সেও শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল।

সকলে আপন আপন শিবিরে গমন করলে অঙ্গরাজ কর্ণ ভীষ্মকে দর্শন করতে এল।

[অপ্রাসঙ্গিক হলেও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, কাব্যের দিক দিয়ে বা কাহিনীর দিক দিয়ে ভীষ্ম-কর্ণ কথা বেশ মর্মান্তিক এবং সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে একটু অদ্ভুত বলে বোধ হয়।

এখানে ভীষ্ম কর্ণকে তার জন্ম-পরিচয় দান করে বললেন, কর্ণ কি জানে যে, কেন তিনি সর্বদাই কর্ণকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেছেন? ভীষ্মের যুক্তি হচ্ছে, কর্ণের জন্ম-পরিচয় তিনি জানতেন বলে তিনি কর্ণের তেজহানি ঘটাবার জন্যে নিষ্ঠুর কথা বলতেন, যাতে সে যুদ্ধ সম্পর্কে উৎসাহী না হয়। আসলে তিনি তাকে ভালবাসেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সুদীর্ঘকালে তিনি কর্ণের

কতটুকু তেজহানি ঘটাতে পেরেছেন? তেজহানি ঘটাবার অর্থ পাণ্ডববিরোধিতা থেকে কর্ণকে নিরস্ত করা। তা তিনি কখনই পারেন নি। দ্যূতসভায় কর্ণকে তিনি কোনো তিরস্কারই করেন নি। করলে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হত না।

সত্যিই যদি ভীষ্ম কামনা করতেন যে, কর্ণ পাণ্ডবদের বিপক্ষে যেন না যায়, তবে কর্ণের জন্মসত্য তিনি সর্বসমক্ষে কেন প্রচার করেন নি? করলে হয়তো অসংখ্য ক্ষত্রিয়জীবন ধ্বংস হত না। দুর্যোধন কর্ণের শক্তির ওপর নির্ভর করে ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গেছে। দুর্যোধনকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায় ছিল কর্ণের জন্মসত্য প্রকাশ করে দেওয়া। যদি সত্যিই ভীষ্ম কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হতেন, তবে কর্ণ সম্পর্কে সত্য গোপন করার জন্যে ভীষ্মের কুরুকুলপ্রীতির ওপরেই আমাদের সন্দেহ জন্মে। প্রকৃত সত্য যদি তিনি জানতেন তবে কুরুকুলের হিতের জন্যে তা প্রকাশ করেন নি কেন?

কর্ণকে তিনি বলছেন, বাণে, অন্য অস্ত্রে, দ্রুত অস্ত্রনিক্ষেপে, অস্ত্রশক্তিতে তুমি মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জুনের তুল্য। কিন্তু কিছু আগেও তিনি বলেছেন কৃষ্ণ ও অর্জুন অপরাজেয়। তাদের তুল্য বীর জগতে দুর্লভ। তাঁরা সর্বশস্ত্রবিদ্!

কর্ণ বীর নিশ্চয়—কিন্তু নিশ্চয় অর্জুনের তুল্য নয়। কারণ রণাঙ্গনে অর্জুনের সঙ্গে তার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু অর্জুনকে সে পরাজিত করতে পারে নি। অর্জুনই একমাত্র যোদ্ধা যে কখনও রণভূমি ত্যাগ করে নি (ভীষ্মের কথা স্বতন্ত্র)।

কর্ণ সবসময়ে আত্মশ্লাঘা করে এসেছে যে, সে অর্জুনকে বধ করবে এবং দুর্যোধন তা বিশ্বাসও করত। অথচ দ্রোণাচার্য যখন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করে অর্জুনকে মূল রণভূমি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, এই বীর কর্ণই তখন তা সমর্থন করে প্রতিবাদ করে নি। অর্থাৎ সে-ও জানত যে অর্জুনের

উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা অসম্ভব। তার কোনো বীরত্বই সেখানে কার্যকরী হবে না।

দ্রোণ পর্বে আমরা দেখি শরণাপন্ন কৌরবগণ কর্ণকে আহ্বান করেছে। লোকমুখে কর্ণ ভীষ্মের পতন-সংবাদ লাভ করে। তখন স্বভাবসুলভ আত্মশ্লাঘা করে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে কর্ণ যাত্রা করে এবং পথিমধ্যে ভীষ্মকে দর্শন এবং প্রণাম নিবেদন করে। সেখানে ভীষ্ম তাকে তার জন্ম-পরিচয় সংক্রান্ত কোনো কথাই বলেন নি। সুতরাং ভীষ্ম-কর্ণ সংবাদও যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।]

দ্রোণপর্ব

শান্তনুনন্দন ভীষ্মের অবর্তমানে কৌরবপক্ষীয়েরা কর্ণের ওপরেই নির্ভর করে ত্রাণ করার জন্যে তাকে আহ্বান করল। কর্ণও এই দিনটির অপেক্ষাতেই ছিল। সে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথিমধ্যে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের চরণবন্দনা করে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করল।

অতঃপর কর্ণের পরামর্শে আচার্য দ্রোণকে কৌরববাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। কারণ তিনি ব্রাহ্মণ, সকল ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রগুরু, দক্ষ, অত্যন্ত সমরকুশলী, কর্তব্যপরায়ণ এবং নীতিজ্ঞ। তিনি সেনাপতির পদ অলংকৃত করলে কুরুসৈন্যের সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। সকলেই আনন্দিত হয়ে চিন্তা করলেন যে অর্জুন কখনই পূর্ণবলে দ্রোণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না। সুতরাং কৌরবদের জয় সুনিশ্চিত।

দ্রোণ সৈনাপত্য স্বীকার করলেন।

তারপর সন্তুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে তিনি বললেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পর তুমি আমাকে সেনাপতি পদে বরণ করে সম্মানিত

করেছ। বল, তোমার কোন অভীষ্টকার্য সম্পাদন করব?

দুর্যোধন বলল, হে আচার্য! জীবিত যুধিষ্ঠিরকে আমার কাছে আনয়ন করুন।

বিস্মিত দ্রোণ বললেন, বধ নয়, বন্দী? কেন? তুমি কি চিন্তা করছ যে আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করব না। নাকি ধর্মরাজের শত্রু নেই বলে তুমি তার বধ কামনা কর না? নাকি তুমি তাঁকে তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ প্রত্যর্পণ করতে চাও?

দুর্যোধন তার মনোভাব গোপন করতে পারল না। সে বলল, যুধিষ্ঠিরকে বধ করলে যুদ্ধে আমার জয়লাভ হবে না। কারণ তাঁর অন্য ভ্রাতারা আমাদের বধ করবে সুনিশ্চিত। কিন্তু সত্যবন্ধ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করে যদি পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন এবং বনবাসে প্রেরণ করতে পারি তবেই আমার বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তখন দ্রোণ তাঁর বর দানের মধ্যে অসঙ্গতি রেখে বললেন, অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে তবে যুধিষ্ঠির ধৃত হয়েছে বলেই বোধ কর। অতএব যে কোনো উপায়ে যুদ্ধভূমি থেকে অর্জুনকে অপসারণ কর।

পাণ্ডবদের ওপর দ্রোণের দুর্বলতার কথা অজ্ঞাত ছিল না দুর্যোধনের। তাই দ্রোণের প্রতিজ্ঞার স্থায়িত্ব সম্পাদন করার জন্যে সে দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথা প্রচার করল। উদ্দেশ্য, যাতে দ্রোণ পশ্চাদপসারণ করতে না পারেন এবং যথারীতি তা পাণ্ডব শিবিরে এসেও পৌঁছাল। যুধিষ্ঠির দ্রোণের উদ্দেশ্যের কথা জ্ঞাত হয়ে অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার নিকটে অবস্থান করে যুদ্ধ কর— যাতে দ্রোণ কোনও সুযোগ লাভ না করেন।

অর্জুন অভয় দান করে বলল, হে ধর্মরাজ! আমি জীবিত থাকতে কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না—বন্দী করা তো দূরের কথা! আপনি মিথ্যা আশঙ্কা করবেন না।

এরপর উভয়পক্ষের ব্যূহবদ্ধ সেনা পরস্পরের মুখোমুখি হল।

দ্রোণ যুবার মতো অমিতশক্তিতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে থাকলেন। বিপরীতে পাণ্ডব-মহারথেরাও কৌরব-মহারথদের বিপর্যস্ত করতে থাকলেন এবং তাঁদের প্রচণ্ডতায় কৌরবপক্ষের সেনারা ক্রমে পলায়ন শুরু করল। সংগ্রামকে বশীভূত রাখার জন্যে কর্ণপুত্র বৃষসেন অগ্রসর হল। নকুলপুত্র শতানীক তাকে প্রতিরোধ করল। লোমহর্ষণ যুদ্ধ শুরু হল।

অপরদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্যে ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকলেন। দ্রোণকে প্রতিহত করার জন্যে বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়-দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চালদেশীয় ব্যাঘ্রদত্ত ও বলবান সিংহসেন দ্রোণকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলেন।

দ্রোণ সিংহসেনকে বধ করলেন। দ্রোণের আক্রমণে যুধিষ্ঠিরের প্রতিরক্ষা চূর্ণ হয়ে গেল। কৌরবপক্ষ প্রতি মুহূর্তে আশা করতে থাকল যে দ্রোণ সাফল্য লাভ করতে যাচ্ছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বন্দী হবেন।

হঠাৎ দুস্তর মৃতদেহ পার হয়ে চরম বিভীষিকার মতো অর্জুন এসে উপস্থিত হল। অর্জুনের শরজালে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। সূর্যও অস্তাচলে গমন করল। দ্রোণ সেই দিনের মতো যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। তাঁর আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

বিপক্ষগণকে যুদ্ধে অনিচ্ছুক দর্শন করে অর্জুনও যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণা করল। উভয়পক্ষের শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে যুদ্ধ সমাপ্ত হল।

শিবিরে প্রত্যাগমন করে দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন, হে রাজা! কৃষ্ণ ও অর্জুন যে অজেয় আজকের যুদ্ধই তার প্রমাণ। কোনও যোদ্ধা যদি অর্জুনকে আহ্বান করে মূল রণভূমি থেকে অন্য কোথাও অপসারণ করে, সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারি।

নচেৎ সম্ভব নয়। অর্জুনের উপস্থিতিতে এই কর্ম দেবতাদেরও অসাধ্য।

ত্রিগর্তদেশীয় রাজা সুশর্মা এবং তাঁর ভ্রাতারা তখন বলল, উত্তম! হয় পৃথিবী অর্জুনশূন্য হোক আর না হয় ত্রিগর্তশূন্য। আমরা অর্জুনকে অন্যত্র আহ্বান করে বধ করার প্রতিজ্ঞা করলাম। হে আচার্য! আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ লাভ করবেন।

অর্জুন ত্রিগর্তরাজের আহ্বান শ্রবণ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে মহারাজ! কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। প্রত্যাখ্যান করা আমার রীতি নয়। আমি ত্রিগর্তরাজের আহ্বান স্বীকার করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে অর্জুন! দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রেখে তুমি যথাকর্তব্য কর। তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে দ্রোণ প্রবল হয়ে উঠবেন।

অর্জুন বলল, হে ধর্মরাজ! পাঞ্চালবীর সত্যজিৎ আপনাকে রক্ষা করবে। যদি সত্যজিৎ নিহত হয় তবে আপনারা কোনও প্রকারেই আর দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবেন না। দ্রোণকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করবেন।

পরে রাত্রি প্রভাত হলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে যুদ্ধে গমন করার অনুমতি দান করে আশীর্বাদ করলেন, বিজয়ী হও। ত্রিগর্তদের বিনাশ করে প্রত্যাবর্তন কর।

ক্ষুধার্ত সিংহের মতো অর্জুন ত্রিগর্তদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সুশর্মার সংশপ্তকবাহিনী (নারায়ণী সেনা) অর্জুনকে একাকী আগমন করতে দেখে প্রবল আনন্দ প্রকাশ করল।

অর্জুন স্মিত হাস্যে কৃষ্ণকে বলল, আজ ত্রিগর্তদেশীয় ভ্রাতারা মরণ-আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করছে। অতঃপর অর্জুন দেবদত্তের ধ্বনি করল। সেই মহাশব্দে সংশপ্তকবাহিনী উল্লাস বিস্মৃত হয়ে

পাষাণের মতো নিশ্চল হয়ে গেল আতঙ্কে। তারা অনুভব করল, অর্জুন নয়—স্বয়ং মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হল। সুশর্মা, সুরথ, সুধর্মা, সুবাহু ও সুধনু একযোগে পঞ্চভ্রাতা অর্জুনকে আক্রমণ করল।

অর্জুন প্রথমেই সুধর্মাকে নিহত করল। তারপর অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণে সেই বিশাল বাহিনীকে সংহার করতে থাকল। সংশপ্তকেরা হত, হন্যমান, পতিত ও ঘূর্ণিত হয়ে আর্তনাদ করতে থাকল।

অপরদিকে দ্রোণের বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম শুরু হল। দ্রোণ গরুড়-ব্যূহ রচনা করে অগ্রসর হলেন। সত্যজিৎ দ্রোণকে প্রতিরোধ করল। প্রবল যুদ্ধের পর সত্যজিত নিহত হলে যুধিষ্ঠির অর্জুনের উপদেশ মতো দ্রোণকে পরিত্যাগ করে গেলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণ দ্রোণকে বেষ্টন করল। ক্রুদ্ধ দ্রোণ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে আলোড়িত করতে থাকলেন।

ভীম প্রমুখেরা দ্রোণকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হলে শ্রেষ্ঠ হস্তিযুদ্ধবিশারদ ও পরিচালক মহাবীর ভগদত্ত তাঁর হস্তীর সাহায্যে পাণ্ডবসৈন্য দলন করতে থাকলেন। দূর রণাঙ্গনে সংশপ্তকবাহিনীকে নির্মূল করতে করতে আকাশের ধূলিঝড় এবং হস্তীর বৃংহণ অর্জুনের মনোযোগ আকর্ষণ করল। চিন্তান্বিত অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! নিশ্চয়ই ভগদত্ত হস্তীর দ্বারা পাণ্ডবদের মথিত করছে। আমরা দু'জন ব্যতীত আর কেউই ভগদত্তকে নিবারণ করতে সমর্থ নয়। অতএব ভগদত্ত যেখানে রয়েছে সেখানেই চল। ভগদত্তকে যমালয়ে প্রেরণ করে আবার আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

কিন্তু অবশিষ্ট সংশপ্তকেরা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকলে অর্জুন তাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে থাকল। অতি দ্রুত অর্জুন সুশর্মার আরও কয়েকটি ভ্রাতাকে নিহত করে—সুশর্মাকে

আচ্ছন্ন অবস্থায় রেখে ভগদত্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। অর্জুনের সেই প্রবল বেগ কৌরবপক্ষের কোনও যোদ্ধাই প্রতিহত করতে পারল না। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো অর্জুন ভগদত্তের দিকে ধাবিত হল। ক্রমে রথ ও হস্তীর ভয়ংকর সংগ্রাম উপস্থিত হল। ক্রুদ্ধ অর্জুন নাতিদীর্ঘ যুদ্ধের পর অতি বিশাল ও ভীষণ হস্তী সহ ভগদত্তকে নিহত করল।

ভগদত্ত নিহত হলে ভয়শূন্য পাণ্ডবেরা দ্রোণের বিরুদ্ধে পুনরায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। অর্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকদের যমলোকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে পুনরায় গমন করল।

কিন্তু দ্রোণ প্রবল ভাবেই বিরাজ করতে থাকলেন। অর্জুনহীন পাণ্ডবেরা কেউই দ্রোণের রুদ্র রূপের সম্মুখে অবস্থান করতে পারছিল না। দ্রোণ নির্মমভাবে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করে চলেছিলেন।

ইত্যবসরে অর্জুন সংশপ্তকদের জয় করে দ্রোণের নিকটবর্তী হল। মুহূর্তে যুদ্ধের চিত্র পরিবর্তিত হল অর্জুন-বাণে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল কৌরবসেনারা। পলায়মান কৌরব-সৈন্যেরা কর্ণের শরণাপন্ন হল। হে কর্ণ! ত্রাণ কর। কর্ণ ও অর্জুনের সংগ্রাম শুরু হল। ক্রমে অগ্নিশিখা রূপী অর্জুন কর্ণেরই সম্মুখে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করল। অসহায় ভাবে কর্ণ তা দর্শন করল।

ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেলে সেই দিনকার মতো যুদ্ধ পরিত্যক্ত হল। ক্লান্ত যোদ্ধারা আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল। মৃতেরা শায়িত রইল রণভূমির বুকে।

রাত্রিতে বিষণ্ন দুর্যোধন দ্রোণকে অনুযোগ করে বলল, হে আচার্য! আপনি বর দান করেও বিপরীত কার্য করছেন! সন্দিগ্ধ দুর্যোধনের সেই একই অনুযোগ।

দ্রোণ বললেন, হে রাজা! অর্জুন রক্ষা করলে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ—ত্রিভুবনের কেউই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে সক্ষম নয়। যুদ্ধবিজয় অর্জুনের অজ্ঞাত ও অসাধ্যও কিছু নেই। তোমরা মূল রণক্ষেত্র থেকে অর্জুনকে অপসারণ কর, আমি পুনরায় চেষ্টা করব।

পরদিন প্রাতে পুনরায় অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল. অর্জুনও তাদের আহ্বান স্বীকার করে সংশপ্তক-নিধনে গমন করল। অর্জুন মূল রণক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলে দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে অগ্রসর হলেন।

ভীম, সাত্যকি, চেকিতান. ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডব-বীরেরা সেই ব্যূহ ভঙ্গ করার জন্যে ধাবিত হল। কিন্তু সেই ব্যূহ ভেদ করা সকলের পক্ষেই অসম্ভব হল। দ্রোণ সংহার মূর্তিতে পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করতে থাকলেন। অর্জুনহীন পাণ্ডবেরা হাহাকার করতে থাকল।

অতঃপর যুধিষ্ঠির বীর অভিমন্যুর শরণাপন্ন হলেন। অভিমন্যু বলল, হে জ্যেষ্ঠতাত! আমি ব্যূহ প্রবেশের উপায় জানি! কিন্তু বিপদকালে নির্গত হবার কৌশল জানি না।

তখন যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি ব্যূহ ভেদ করলে তোমার পশ্চাতে আমরা সকলেই সেই ব্যূহে প্রবেশ করব। যুদ্ধে তুমি অর্জুনতুল্য। তোমাকে রক্ষা করতে থেকে আমরা সকলেই তোমাকে অনুগমন করব।

অতঃপর অভিমন্যু সারথিকে ব্যূহ অভিমুখে রথ চালনার আদেশ করল। সারথি অভিমন্যুকে নিষেধ করল। হে কুমার! এই দুঃসাহস উচিত হবে না। কিন্তু অভিমন্যু তা অগ্রাহ্য করল।—তা হয় না সারথি। পিতার দায়িত্ব আজ আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। পাণ্ডবকুল সংকটে। তাদের ত্রাণ করা আমার কর্তব্য।

অভিমন্যু দ্রোণের সম্মুখেই ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ

করে সংহার মূর্তি ধারণ করল। মূর্তিমান যমের মতো ব্যূহমধ্যে সে বিচরণ করতে থেকে অকাতরে কৌরববীরদের বধ করতে থাকল। ক্রমে দুর্যোধনের সঙ্গে অভিমন্যুর প্রবল সংগ্রাম শুরু হল। দ্রোণ বললেন, হে মহারথিগণ! আপনারা রাজাকে রক্ষা করুন। দ্রোণের আদেশে বহু সংখ্যক মহারথ অভিমন্যুকে বেষ্টন করে অস্ত্রাঘাত করতে থাকল।

অভিমন্যু কর্ণকে আহত করে অশ্মক রাজপুত্র, সুষেন, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদি নামক মহারথদের নিপাত করল। শল্য অভিমন্যুর বাণাঘাতে মূর্ছিত হল। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হল। কৌরবপক্ষে কোলাহল উত্থিত হল। দুঃশাসন প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলে সে-ও আহত ও মূর্ছিত হল। ধ্বংসের দেবতার মতোই অভিমন্যু বিরাজ করতে থাকল।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুর্যোধন কর্ণকে উত্তেজিত করল। কিন্তু বৃথা! অভিমন্যু কর্ণকে পরাস্ত করে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। প্রতিরোধকারী কর্ণ-ভ্রাতা নিহত হল। আহত কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসৃত হল। কৃষ্ণার্জুন-শিষ্য বালক অভিমন্যু রুদ্রের মতো শত্রুসেনা সংহার করতে থাকল অপ্রতিহত ভাবে।

অপরদিকে অভিমন্যুর অনুসরণকারী পাণ্ডববীরদের নিবারণ করল জয়দ্রথ। সেদিন যুদ্ধে জয়দ্রথ অবিশ্বাস্য ভাবে বীরত্ব প্রকাশ করতে থাকল! অন্যদিকে যমরাজের মতো অভিমন্যু কৌরব-বীরদের একক রথে ক্রমাগত বধ করা অব্যাহত রাখল।

এক সময় অভিমন্যু দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণকে বধ করল। তখন দুর্যোধনের আদেশে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা অভিমন্যুকে বেষ্টন করলেন। প্রবল সংগ্রামে অভিমন্যু ছয় মহারথকে বিপর্যস্ত করে তুলল একক রথে। সর্বকালের এক স্মরণীয় এ যুদ্ধ।

কৌরবপক্ষের মহাবীরগণ এক-এক করে অভিমন্যুর হস্তে নিহত

হতে থাকলে শকুনি দুর্যোধনকে বলল, এস! আমরা সকলে মিলিতভাবে অভিমন্যুকে বধ করি! নচেৎ অর্জুনপুত্রই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের সকলকে বধ করবে। প্রত্যাগত কর্ণও দ্রোণকে একই কথা বলল। —সম্মিলিত আক্রমণ :

অভিমন্যুর বীরত্বে মুগ্ধ দ্রোণাচার্য বললেন, এ বালক মহা তেজস্বী এবং পরাক্রমশালী। অভিমন্যুকে রথহীন, কবচহীন ও অস্ত্রহীন করা সম্ভব না হলে ওকে বধ করাও অসম্ভব। হে মহাবীর কর্ণ! যদি সমর্থ হও, ওকে পশ্চাৎ থেকে আঘাত কর। অস্ত্রধারী অভিমন্যু অবধ্য, অপরাজেয়।

কর্ণ অতঃপর হীনভাবে পশ্চাত থেকে অভিমন্যুর ধনু ছেদন করল। দ্রোণ অভিমন্যুর অশ্বগুলিকে, কৃপ সারথিকে বধ করলেন। তখন নির্দয় দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি—এই ছয় মহারথ ধনুহীন অভিমন্যুর ওপর নির্মম ভাবে বাণবর্ষণ করতে থাকলেন। অসহায় অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম ধারণ করে ভূতলে অবতরণ করল। অভিমন্যুর চক্ষু অভিমানে অশ্রুপূর্ণ। মহারথিদের নীতিহীন নির্মম আচরণে সে স্তম্ভিত। দ্রোণ অভিমন্যুর খড়্গ ছেদন করলেন। তখন ক্রোধে উন্মত্ত অভিমন্যু একটি রথচক্র উত্তোলন করে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। —এস! হীন ব্রাহ্মণ, ধর্মযুদ্ধ কর। সেই চক্রও বিনষ্ট হল। অভিমানী অভিমন্যু তখন গদা ধারণ করে অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হল। গদা দ্বারা অভিমন্যু অশ্বত্থামার রথের অশ্ব ও পৃষ্ঠ সারথিদ্বয়কে বধ করে রক্তাক্ত বাণবিদ্ধ দেহে সমরভূমিতে বিচরণ করতে থাকল। সেই সময় দুঃশাসনের পুত্র উত্তিষ্ঠমান ক্লান্ত অভিমন্যুকে গদা দ্বারা মস্তকে আঘাত করল। —হায় পিতা! হায় জ্যেষ্ঠতাত ভীম! আর্তনাদ করে অভিমন্যু সমরভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন ছয় মহারথ যোদ্ধা সদর্পে বালক অভিমন্যুকে বধ করে বীরত্বের পরকাষ্ঠা স্থাপন করল।

অভিমন্যু নিহত হলে পাণ্ডবসৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই পলায়ন করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবীর অভিমন্যুর কথা স্মরণ করুন। সে ভীত হয়ে পলায়ন করে নি, প্রবল যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়কাম্য স্বর্গলোকে গমন করেছে। আপনারা কেন ভীত হচ্ছেন? আমরা শত্রুগণকে অবশ্যই জয় করব। আজ মহারণে বালক অভিমন্যু যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা যে কোনও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্লাঘার বস্তু। তার জন্যে শোক করা উচিত নয়। সে বীরোচিত ধামে গমন করেছে। সৈন্যেরা প্রত্যাবর্তন করল ঠিকই। কিন্তু যুদ্ধের সেই উন্মাদনা রইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা আগত হলে উভয়পক্ষের সেনাদলই রুধিরসিক্ত অবস্থায় আপন আপন শিবিরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

সন্ধ্যাকালে শিবিরে বীরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর জন্যে বিলাপ করতে থাকলেন। শোক উচিত নয়—তবু শোক তার কণ্ঠরোধ করল!

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এলেন। যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যু সম্পর্কে নানান উপদেশ প্রদান করে তিনি বিদায়ও নিলেন। তবুও অভিমন্যুহীন পাণ্ডবশিবিরে শোকস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল।

সেই সময় অর্জুন সশংপ্তকগণকে সংহার করে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করছিল নিজের শিবিরে। কিন্তু যুদ্ধজয় করার পরও তার মন যেন আশঙ্কিত। সে কৃষ্ণকে বলল, হে কেশব! আমার হৃদয় আশঙ্কিত হচ্ছে। শরীর যেন অবসন্ন। চতুর্দিকে নানান দুর্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি। কেন আমার হৃদয়ে অশুভের ছায়াপাত ঘটছে? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল তো?

কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে অর্জুন! নিশ্চয় কুশল। কেন বৃথা আশঙ্কিত হচ্ছ? সামান্য কোনো অনিষ্ট ঘটে থাকতেই পারে।

কিন্তু শিবিরের নিকটবর্তী হয়ে তাঁরা দেখলেন, শিবিরে মাঙ্গলিক তূর্যধ্বনি শঙ্খধ্বনি সব কিছুই নীরব।. তাঁদের দর্শন করে যোদ্ধারা অধোমুখে সরে যাচ্ছে। অন্য দিনের মতো কেউই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুদ্ধসমাচার বর্ণনা করার জন্যে আগ্রহ বোধ করছে না।

আশঙ্কিত অর্জুন পুনরায় কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! আত্মীয় স্বজনেরা কেন আকুল? বিরাট প্রমুখ মাননীয়রা জীবিত রয়েছেন তো? হাস্যমুখ অভিমন্যুই বা কোথায়? কেন সে স্বাগত জানাবার জন্যে উপস্থিত নয়?

অতঃপর তাঁরা শিবিরে প্রবেশ করে মুহ্যমান ভ্রাতাদের এবং অভিমন্যুহীন অন্য সকলকে দর্শন করে বিহ্বল ভাবে বলল, অভিমন্যু কোথায়? শুনেছিলাম, দ্রোণ আজ চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। অভিমন্যু ব্যতীত আপনাদের অন্য কেউই সেই ব্যূহ ভেদে অক্ষম। কিন্তু প্রবেশের কৌশল সে জ্ঞাত হলেও নির্গমনের কৌশল তার অজ্ঞাত। অভিমন্যু সেই ব্যূহে প্রবেশ করে সমরভূমিতে শয়ন করে নি তো? নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে। বলুন সে কি করে নিহত হল? কৃষ্ণের তুল্য মহাবীর অভিমন্যুর নিধন কেমন করে সম্ভব হল? হায়! আমার প্রিয় পুত্র! সুভদ্রার প্রিয় পুত্র! বিনয়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মহাবীর, সুন্দর, সুচারু অভিমন্যুর যদি দর্শন না পাই তবে আমিও যমলোকে গমন করব। হে মহারাজ! মহারথ অভিমন্যু নিশ্চয়ই নিঃসহায় অবস্থায় বারংবার আমাকে স্মরণ করেছিল সাহায্যের জন্যে! কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ প্রভৃতির বাণাঘাতে জর্জরিত অভিমন্যু নিশ্চয়ই চিন্তা করছিল, যদি পিতা এসে তাকে রক্ষা করেন। হে কৃষ্ণ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণ তুল্য—তাই এখনও বিদীর্ণ হচ্ছে না। আমি সুভদ্রাকে কী বলব? দ্রৌপদী আর উত্তরাকে কী বলব? আমি অহঙ্কারী ধার্তরাষ্ট্রদের সিংহনাদ শ্রবণ করেছিলাম। যুযুৎসু যে কৌরবদের

নিন্দাবাদ করছিল—। কৃষ্ণ তাও শুনেছিলেন। যুযুৎসু তখন বলছিল, আপনারা অর্জুনকে জয় করতে না পেরে একটি বালককে জয় করে গর্ব প্রকাশ করছেন! ধিক্! এ আপনাদের আনন্দের সময় নয়—শোকের সময়—কারণ আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের এই পাপকার্যের ফল লাভ করবেন। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি কেন আমাকে তখন এসব কথা বল নি? তাহলে আমি তখনই সেই সব মহারথদের দগ্ধ করে ফেলতাম।

অর্জুন পুত্রশোকে বিলাপ করতে থাকায় কৃষ্ণ তাকে শান্ত করার জন্যে বললেন, হে অর্জুন শান্ত হও! অভিমন্যু সকল ক্ষত্রিয়ের কাম্য বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধে বীরগণের মৃত্যুই ধ্রুব। অভিমন্যু আপন ধর্ম সম্পন্ন করে বীরলোকে গমন করেছে। তার জন্যে শোক কোরো না। তোমার তো কিছুই অজ্ঞাত নয়। তুমি বরং শোকস্তব্ধদের আশ্বস্ত কর। তুমি বিলাপ করলে এঁদের কী হবে? কে সান্ত্বনা দেবে?

অর্জুনের শোকাবেগ কিছু শান্ত হলে সে যুধিষ্ঠিরকে অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, হে মহারাজ! আমি অভিমন্যুবধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করার ইচ্ছা করি। আমি যদি পূর্বে জানতাম যে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবেরা আমার পুত্রকে রক্ষা করতে অসমর্থ হবে, তবে আমিই তাকে রক্ষা করতাম। আপনারা পুরুষকারহীন। পরাক্রমহীন। কারণ আপনাদের সম্মুখেই তারা অভিমন্যুকে নিহত করেছে। আমি আপনাদেরই ওপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করে নির্গত হয়েছিলাম। ছি!

অর্জুনের এই ধিক্কারধ্বনির প্রতিবাদ করতে কেউই সক্ষম হল না। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির ব্যতীত কেউই তার ভীষণ মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করতেও পারছিল না।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরই অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে থাকলেন। —হে অর্জুন! দৈব অনুগৃহীত জয়দ্রথ আশ্চর্য রকমে আমাদের

সকলকে নিবারণ করেছে। আমরা তাকে অতিক্রম করে অভিমন্যুর পশ্চাতে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে সফল হই নি।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমন্যুর অভূতপূর্ব বীরত্বগাথা এবং তার নিধনবর্ণনা শুনে অর্জুন 'হা পুত্র!' বলে ভূতলে পতিত হল। তারপর এক সময় অশ্রুপূর্ণ বিকৃত স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বলল, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জয়দ্রথ যদি প্রাণভয়ে ধার্তরাষ্ট্রদের আজই পরিত্যাগ না করে তবে কালই আমি তাকে বধ করব। জয়দ্রথ যদি আপনার, কৃষ্ণের বা আমার শরণাপন্ন না হয় তবে কালই তাকে বধ করব। জয়দ্রথই বালক অভিমন্যুর বধের কারণ। কাল রণক্ষেত্রে কেউ যদি জয়দ্রথকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়—তাঁরা যদি দ্রোণ বা কৃপও হন তবু আমি তাঁদের ক্ষমা করব না। কাল যদি সূর্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে বধ করতে ব্যর্থ হই তবে জ্বলন্ত চিতায় আমি আত্মাহুতি দেব। কাল জয়দ্রথ যদি স্বর্গ-মর্ত-পাতালেও আশ্রয় নেয় তবুও আমার গাণ্ডীব নিসৃত বাণসমূহ তার মস্তক ছেদন করবে। প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের পর অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ধ্বনি করল। সেই মহাশব্দ গগনস্পর্শী হল। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ধ্বনি করলেন—অর্জুন দেবদত্তের।

পাণ্ডবপক্ষে মহাসিংহনাদ উঠল। সেই ভীষণ শব্দ কৌরব-শিবিরকে আতঙ্কিত করে তুলল।

গুপ্তচরেরা অর্জুনের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জয়দ্রথকে জানালে সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্যোধনের শিবিরে গমন করল। তারপর দুর্যোধনকে বলল, হে রাজা! কাল অর্জুন আমাকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছে। আপনারা অনুমতি করুন, আমি কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করি। কারণ আমি এখনই মৃত্যুকে আহ্বান করতে ইচ্ছুক নই। কিংবা যদি আমাকে রক্ষা করার অভয় দান করতে পারেন—তবে আমি অবস্থান করতে পারি।

জয়দ্রথকে আশ্বস্ত করে দুর্যোধন বলল, হে সিন্ধুরাজ! আপনি বৃথাই ভীত হচ্ছেন। আমি এবং কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজরাজ, কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, কলিঙ্গ-রাজ, বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং শকুনি প্রমুখ সমস্ত বীরগণ আপনাকে পরিবেষ্টন করে যুদ্ধে গমন করব। আপনি নিশ্চিত হোন। অর্জুন আপনাকে স্পর্শও করতে পারবে না। ফলে কালই অর্জুনের জীবনের অন্তিম দিন। জ্বলন্ত চিতায় সে আত্মাহুতি দেবে। অর্জুনহীন পাণ্ডব—পাণ্ডবই নয়। ফলে বিজয় আমাদের শিয়রে। আপনি নির্ভয়ে অবস্থান করুন।

অপরদিকে কৃষ্ণ অর্জুনকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি কাল জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, তা শ্লাঘনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই তোমার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করা উচিত ছিল। তোমার শক্তির বিষয়ে কেউই সন্দিহান নয়। সন্দিহান সময়ের বিষয়ে। অপর পক্ষের মহারথেরা জয়দ্রথকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। তাদের সকলকে পরাজিত করে জয়দ্রথের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া—সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু তাই নয়—প্রায় অসাধ্য এই কর্ম! আমাদের কি অসহায়ভাবে জ্বলন্ত চিতায় তোমার আত্মাহুতি দর্শন করতে হবে?

অর্জুন তখন বলল, হে কৃষ্ণ! তুমি আমার সারথি। গাণ্ডীব আমার ধনুক। তোমার সখা অর্জুন এক যোদ্ধা। এই জগতে কোন যুদ্ধ আমি না জয় করতে পারি? তুমি জয়দ্রথকে নিহত বলেই মনে কর। তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ কর কৃষ্ণ!

অর্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞায় উৎকণ্ঠিত পাণ্ডবপক্ষের কেউই রাত্রিতে সুনিদ্রা লাভ করতে পারলেন না। মধ্য রাত্রে কৃষ্ণ জাগরিত হয়ে দারুককে আহ্বান করে বললেন, হে দারুক! অভিমন্যুর

শোকে আচ্ছন্ন অর্জুন ভীষণ এক প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। এই সংবাদ বিপক্ষ শিবিরেও পেঁাছেছে। সুতরাং আগামীকাল দুর্যোধন জয়দ্রথকে জীবিত রাখার জন্যে তার এগারো অক্ষৌহিণী সেনাকেই নিয়োগ করবে। কৌরবপক্ষের মহারথেরা একত্রিত হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্যে নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। অথচ অর্জুনের জয়লাভ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ব্যর্থ হলে সে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করবে। এ যুদ্ধ-বহির্ভূত সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতি। অর্জুনকে যে দ্বেষ করে—সে আমাকেও দ্বেষ করে। যে অর্জুনে প্রিয়—সে আমারও প্রিয়। অর্জুনকে কাল সফল করে তুলতেই হবে। প্রয়োজন হলে আমিও অস্ত্র ধারণ করব। এতে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কারণ যে যুদ্ধে আমি অযুদ্ধমান থাকব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—এ যুদ্ধ সে যুদ্ধ নয়। আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্যে এই যুদ্ধ। অতএব দারুক! তুমি আমার গরুড়ধ্বজ রথকে প্রভাতে প্রস্তুত রাখবে।

দারুক বলল, হে কৃষ্ণ! আপনি কেন বৃথা চিন্তা করছেন? আপনি যার সারথি—সে কি কখনও পরাজিত হতে পারে? তবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার আদেশ আমি পালন করব।

ক্রমে দুঃসহ রাত্রির অবসান হয়ে প্রভাত হল।

যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দ্বারপাল এসে নিবেদন করল, হে মহারাজ! বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ আগমন করেছেন। তিনি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

কৃষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন এবং আসন গ্রহণ করে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করলেন। ক্রমে ভীম, মহারাজ বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, সাত্যকি, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, মহারাজ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, কেকয়গণ, যুযুৎসু, উত্তমৌজা,

যুধামন্যু, সুবাহু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এসে উপস্থিত হলেন।

সকলের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন, —হে কৃষ্ণ! দেবতারা ইন্দ্রকে অবলম্বন করে যুদ্ধে জয় ও স্থায়ী সুখ প্রার্থনা করে। আমরাও তোমাকে অবলম্বন করে যুদ্ধে স্থায়ী সুখ ও জয় কামনা করি। তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, নির্বাসন ও নানাবিধ দুঃখকষ্টের কথা সমস্ত কিছুই জ্ঞাত আছ। আমরা একান্তভাবে তোমার অধীন। তাই অর্জুনের প্রতিজ্ঞা যাতে সফল হয়—তার জন্যে তোমার যা যা করণীয় তাই কোরো। রণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধরত রথীর প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন সারথি। তুমি বৃষ্ণিবংশীয়দের যেমন সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা কর—আমাদেরও তাই কোরো—এই আমার প্রার্থনা।

কৃষ্ণ তখন জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, হে পৃথানন্দন! অর্জুনের মতো ধনুর্ধর ত্রিভুবনে কেউ নেই। আপনি নিশ্চিত হোন, অর্জুন তার অভীষ্ট লাভ করবে। আজ সে জয়দ্রথকে নিশ্চয়ই অভিমন্যুর পথেই প্রেরণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই কথোপকথনের অবকাশে যুদ্ধসাজে সজ্জিত অর্জুন এসে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন জানাল। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গাঢ় আলি-ঙ্গন করলেন এবং আশীর্বাদ করে বললেন, হে অর্জুন! কৃষ্ণ যেরূপ প্রসন্ন, তাতে তোমার বিজয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর কৃষ্ণ, অর্জুন ও সাত্যকি অন্যান্য বীরগণের সঙ্গে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের রথ সজ্জিত ও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কৃষ্ণের আহ্বানে অর্জুন রথে আরোহণ করল! কৃষ্ণ ইন্দ্র-সারথি মাতলির মতো অশ্বরজ্জু ধারণ করলেন। তারপর জয়দ্রথবধের উদ্দেশ্যে কুরুসৈন্যের দিকে রথ পরিচালনা করলেন।

গমনপথে পার্শ্ববর্তী সাত্যকিকে অর্জুন বলল, হে শাশ্বত-নন্দন! জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার কর্তব্য—ধর্মরাজকে

রক্ষা করাও আমার পরম কর্তব্য। আমার পরিবর্তে আজ তুমি ধর্মরাজকে রক্ষা কর। আমি জানি যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণের তুল্য। তোমার রক্ষা করা—আমার রক্ষা করা একই কথা। তোমাকে ছাড়া আমি আর কারও ওপর নির্ভর করতে পারি না। অথচ যেখানে কৃষ্ণ থাকবে না, আমিও থাকব না, সেখানেই বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাত্যকি বলল, হে অর্জুন তুমি নিশ্চিত হয়ে জয়দ্রথবধে অগ্রসর হও। আমি জীবিত থাকতে ধর্মরাজকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

দ্রোণ চক্রশকট নামক ব্যূহ নির্মাণ করলেন। সেই ব্যূহের পশ্চাদভাগে 'পদ্ম' নামে একটি গর্ভব্যূহ এবং সেই পদ্মব্যূহের অভ্যন্তরে সূচী নামে একটি গুপ্তব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন দ্রোণ। কৃতবর্মা সেই সূচীব্যূহের সম্মুখে রইল। সূচীব্যূহের এক পার্শ্বে এক বিশাল সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হয়ে জয়দ্রথ অবস্থান করতে থাকল। দ্রোণাচার্য রইলেন চক্রব্যূহের সম্মুখে। তাঁর পশ্চাদভাগে ভোজরাজ।

অর্জুন আর কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করে শত্রুদের ত্রাসিত করলেন। অতঃপর অর্জুন বলল, যেদিকে হস্তিবাহিনী সহ দুর্মর্ষণ রয়েছে সেই দিকে রথ চালনা কর। আমি হস্তিসৈন্য ভেদ করে কৌরবদের মধ্যে প্রবেশ করব।

জলধারার মতো বাণবর্ষণে প্রলয় রচনা করে অর্জুন ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। দুঃশাসন সম্মুখ-সৈন্যদের অবস্থা দর্শন করে অর্জুনকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর হল।

অর্জুন প্রতিরোধকারী হস্তিবাহিনীকে অকাতরে যমলোকে প্রেরণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকল। অর্জুন-শরে পীড়িত ও ব্যথিত দুঃশাসন দ্রোণের শরণাপন্ন হল।

অর্জুন এরপর দ্রোণকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। ব্যূহের সম্মুখে

উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে জোড়হস্তে দ্রোণকে সে নিবেদন করল, হে আচার্য ! আপনি আমার মঙ্গল কামনা করুন। আপনার অনুমতিক্রমেই আমি কৌরববাহিনীর মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করি। গৌরবে আপনি আমার পিতৃতুল্য। সম্মানে ধর্মরাজের সমকক্ষ এবং প্রীতিতে কৃষ্ণের সমান। আমি আপনার অশ্বত্থামার মতোই পুত্রতুল্য। আপনি জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে আমায় সাহায্য করুন।

দ্রোণ হাস্য সহকারেই বললেন, হে অর্জুন ! আমাকে জয় না করে তুমি প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

অতঃপর দ্রোণ ও অর্জুন সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। নিষ্পত্তিহীন সংঘর্ষ দর্শন করে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অযথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়। বর্তমানে দ্রোণকে পরিত্যাগ করে যাওয়াই আমাদের উচিত কর্তব্য।

অর্জুনও কৃষ্ণের কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করে অগ্রসর হল।

দ্রোণ হাস্য সহকারে পুনরায় বললেন, হে অর্জুন ! তুমি না যুদ্ধে শত্রুকে জয় না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ কর না !

অর্জুন বলল, হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার গুরু—শত্রু নন। আমিও আপনার শিষ্য—পুত্রতুল্য। তাছাড়া জগতে কে আপনাকে পরাজিত করতে পারে ? আমি তো নই-ই !

অর্জুনকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল কৃতবর্মা, শ্রুতায়ুধ এবং জয়। সঙ্গে অজস্র সৈন্য এবং হতাবশিষ্ট নারায়ণী সেনাগণ। দ্রোণও অগ্রবর্তী হলেন। অর্জুন কৌরবসেনাদের কম্পিত করে দ্রোণের দিকে ধাবিত হল। পুনরায় দ্রোণ ও অর্জুন যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিছু পরে অর্জুন পুনরায় দ্রোণকে পরিত্যাগ করে কৃতবর্মাকে আক্রমণ করল। এক সময় অর্জুন কৃতবর্মাকে মূর্ছিত করে কাম্বোজ-সেনাগণের দিকে ধাবিত হল। ভীষণ সংগ্রামের পর

শ্রুতায়ুধকে নিধন করে নিহত কাম্বোজরাজের বীরপুত্র সুদক্ষিণের মুখোমুখি হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদক্ষিণও নিহত হল। ক্রমে অর্জুন কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে করতে জয়দ্রথের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। পথিমধ্যে অর্জুন শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে বধ করল। তাদের দুই পুত্র নিযুতায়ু ও দীর্ঘায়ু বাধা দান করতে এলে তারাও নিহত হল। প্রলয়কালীন রুদ্রের মতো অর্জুন কৌরব-সৈন্য ও বীরদের ধ্বংস করতে করতে জয়দ্রথের সন্ধানে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকল। রাজা অম্বষ্ঠ অর্জুনের গতিরোধ করতে এসে বীরগতি প্রাপ্ত হলেন। কুরুসৈন্যদলে ক্রমশ হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকল। ক্রুদ্ধ অর্জুন তখন মহাত্রাস—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দুর্যোধন দ্রোণকে অভিমান ভরে বলল, আপনার সমক্ষে অর্জুন আপনার বাহিনী ভেদ করে অগ্রসর হয়েছে। আমি জ্ঞাত আছি। আপনি পাণ্ডবদেরই হিত কামনা করেন। যদি আপনি জয়দ্রথকে রক্ষা করার অঙ্গীকার না করতেন তবে আমি তাকে গতকালই মুক্ত করে দিতাম। আপনি তাকে রক্ষা করবেন—এই আশায় আমি তাকে নিরস্ত করেছিলাম। হায়! এখন জয়দ্রথের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কে তাকে অর্জুনের বাণ থেকে রক্ষা করবে?

ক্লিষ্ট দ্রোণ বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর দ্রুত গমনে সমর্থ নই। তাছাড়া যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্যে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন যুধিষ্ঠির সম্মুখে রয়েছে। সুতরাং ব্যূহ ত্যাগ করে আমি অর্জুনের পশ্চাৎ ধাবন করতে পারি না। অর্জুন একাকী। তুমি অর্জুনকে প্রতিরোধ কর। ভীত হচ্ছ কেন? তুমিও তো মহাযোদ্ধা—রাজা দুর্যোধন!

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের সাহায্যে শত্রুসৈন্য ভেদ করার জন্যে বারংবার আঘাত করা শুরু করল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতাপে কৌরবসেনা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ কৃতবর্মার আশ্রয়

নিল। অন্য ভাগ জলসন্ধের এবং আর এক ভাগ দ্রোণের শরণাপন্ন হল।

কৌরবসেনা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পাণ্ডবদের আক্রমণ করল! ভীমসেন জলসন্ধের দিকে গমন করল। যুধিষ্ঠির কৃতবর্মার দিকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দিকে।

একসময় দ্রোণের হস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ সংকটাপন্ন হয়ে উঠলে সাত্যকি অগ্রসর হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উদ্ধার করে দ্রোণকে প্রতিরোধ করল। দ্রোণ আর সাত্যকির মহারণ শুরু হল।

অপরদিকে অর্জুনের রথের গতিপথে কৌরবসেনারা বিদীর্ণ আর অপসৃত হচ্ছিল। কৃষ্ণ পরিচালিত অর্জুনের কপিধ্বজ রথের মতো কোনও রথ এত দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে নি কোনও দিন। ভবিষ্যতেও করবে না।

এরই মধ্যে পথিমধ্যে গতিরোধ করতে এসে অর্জুনের হস্তে বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হল। জ্বলন্ত অগ্নির মতো অর্জুন সৈন্য-রূপী বনমধ্যে পথ করে নিতে থাকল। কৃষ্ণসারথি অর্জুন দুর্জয়-দুর্মদ, অপ্রতিরোধ্য। তার গমনপথে শুধু মৃতদেহের স্তূপ।

একসময়ে শত্রুসেনা অর্জুনকে পরিশ্রান্ত জ্ঞান করে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করার চেষ্টা করল। সেই সময় অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! জয়দ্রথ এখনও বহু দূরে। অথচ অশ্বগুলি বাণপীড়িত ও পরিশ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং, এই মুহূর্তে কোন কার্য তোমার উচিত বলে বোধ হয়? আমার মতে অশ্বগুলির পরিচর্যা করাই প্রধান কর্তব্য।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! আমিও তাই বোধ করি।

তখন অর্জুন বলল, অতএব কৃষ্ণ! তুমি অশ্বগুলিকে মুক্ত করে পরিচর্যা কর। আমি শত্রুদের নিবারণ করছি।

গাণ্ডীব ধারণ করে অর্জুন রথ থেকে অবতরণ করল এবং পর্বতের মতো দণ্ডায়মান রইল। কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে রথমুক্ত করলেন।

কৌরবপক্ষীয়রা, উত্তম অবসর জ্ঞানে অর্জুনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হল। অচঞ্চল অর্জুন ভূমির ওপর দণ্ডায়মান থেকেই শরজালে শত্রুদের আবৃত করে রাখল। কৃষ্ণ নিরুদ্বেগ চিত্তে অশ্বগুলির গাত্র থেকে বিদ্ধ শরগুলি উদ্ধার করলেন। তাদের তৃণ ও জলপান করালেন। পরিচর্যা করলেন। তারপর অশ্বগুলি সতেজ সুস্থ হয়ে উঠলে তাদের রথের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এরপর পুনরায় কপিধ্বজ জয়দ্রথের সন্ধানে গমন করতে থাকল।

কৌরবেরা চিন্তা করেছিল, অর্জুন দ্রোণ এবং কৃতবর্মাকেই অতিক্রম করতে পারবে না। জয়দ্রথ বহু দূরেই রয়ে যাবে। কিন্তু অর্জুন তাদের সেই আশা নিষ্ফল করে দ্রোণ ও কৃতবর্মার সেনা অতিক্রম করল।

কৃষ্ণ এবং অর্জুন অগ্রসর হতে হতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন, কৌরবপক্ষের দু'জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সে যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তখন তার মৃত্যু ধ্রুব নিশ্চিত।

অতঃপর দুর্যোধন অগ্রবর্তী হয়ে অর্জুনকে প্রতিরোধ করল। কিন্তু অচিরেই সে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করল।

কিছু দূরে জয়দ্রথ অবস্থান করছিল। তাকে দর্শন করে কৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন। তখন জয়দ্রথের রক্ষকেরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা অর্জুনকে বাধা দানের জন্যে সবেগে আগমন করতে থাকল।

ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য ও অশ্বত্থামা —এই অষ্ট মহারথ অর্জুনকে বাধা দানে অগ্রসর হল।

পুনরায় কৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খধ্বনি আকাশ ব্যাপ্ত করল। সেই ভীষণ শব্দে কৌরবসেনা ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়ল। শুরু হল প্রলয়কালীন সংগ্রাম। একাকী অর্জুন—অষ্টরথীর বিরুদ্ধে।

অপরদিকে দ্রোণকে পণ করে পাঞ্চাল আর কুরুসেনার মধ্যে প্রবল সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। অর্জুন ব্যতীত সকলেই সেই যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। উভয়পক্ষের বহু বীর ক্রমাগত যমলোকে গমন করছিল। দ্রোণ নবীন যুবার ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন।

যুদ্ধরত অবস্থায় যুধিষ্ঠির একসময়ে পাঞ্চজন্যের ধ্বনি শ্রবণ করলেন।

ধার্তরাষ্ট্রেরা অর্জুনের রথের সম্মুখে সিংহনাদ করতে থাকলে গাণ্ডীবের শব্দ আবরিত হল। তাই যুধিষ্ঠির চিন্তা করলেন, পাঞ্চজন্যের ধ্বনি এবং ধার্তরাষ্ট্রদের সিংহনাদ শ্রুত হচ্ছে— সুতরাং অর্জুন সম্ভবত কুশলে নেই। তখন চিন্তান্বিত এবং আকুল যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে আহ্বান করে বললেন, হে সাত্যকি, অর্জুন তোমার সখা এবং অস্ত্রশিক্ষকও। অর্জুন নিশ্চয়ই সংকটে পতিত হয়েছে। তুমি অবিলম্বে অর্জুনের সাহায্যার্থে গমন কর। হে সাত্যকি! লোকে বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীরগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন এবং তোমাকে অতিরথ বলে মনে করে। সুতরাং তুমি অবশ্যই কৌরবসৈন্য ভেদ করে অর্জুনের কাছে উপস্থিত হতে পারবে।

সাত্যকি বলল, হে মহারাজ! আপনি কেন অর্জুনের সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন? কৃষ্ণসারথি অর্জুন অজেয় এবং অর্জুন আপনার বিপদের কথা স্মরণ করে আপনাকে রক্ষা করার জন্যে আদেশ করে গেছে। অথচ আপনার আদেশও আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। তবে আমার অবর্তমানে কে আপনাকে রক্ষা করবে? কার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করে যাব?

যুধিষ্ঠির বললেন, হে সাত্যকি! ভীম প্রভৃতি বীরগণ রয়েছেন—তাঁরাই আমাকে রক্ষা করবেন।

তখন সাত্যকি বলল, তাই যদি মনে করেন, তবে আমি নিশ্চয় অর্জুনের সন্ধানে গমন করব। অর্জুন অপেক্ষা প্রিয়তর আমার

কেউ নেই।

অতঃপর সাত্যকি রথ অস্ত্রপূর্ণ করে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সতেজ চারটি অশ্ব রথে সংযুক্ত করল। কিরাতদেশীয় মদ্য পান করে, যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ গ্রহণ করার পর সে যাত্রা করল। ভীম অনুগামী হল। একসময়ে সাত্যকি ভীমকে বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব! আপনি রাজাকে রক্ষা করুন। আমি একাকীই কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করব। আপনি আমার শক্তি জানেন—আমিও আপনার শক্তি জানি।

তখন ভীমসেন বলল, উত্তম! তুমি কার্যসিদ্ধির জন্য গমন কর। আমি রাজাকে রক্ষা করি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনাদের আহ্বান করে বলল, আসুন আমরা দ্রোণের বাহিনীকে আক্রমণ করে সাত্যকির প্রবেশের পথ সুগম করে দিই।

ক্রমে সাত্যকির বিক্রমে কৌরববাহিনী শতভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তখন দ্রোণ সাত্যকিকে নিবারণ করতে অগ্রসর হলেন।

কিছুক্ষণ উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর সাত্যকি বলল, হে ব্রাহ্মণ! আমি ধর্মরাজের আদেশে পার্থের পথে গমন করছি। কালহরণ করা আমার উচিত হবে না। শিষ্যেরা সর্বদাই গুরুর অনুসৃত পথে গমন করে। তাই আমিও সেই পথে গমন করব। সাত্যকি দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করে অগ্রসর হল। দ্রোণ সাত্যকিকে অনুসরণ করতে থাকলেন।

সম্মুখে কর্ণের বাহিনী। সাত্যকি সেই বাহিনীকে পীড়ন করা শুরু করল। কৃতবর্মা সাত্যকিকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হল। সাত্যকি এক সময় কৃতবর্মাকে পরাজিত করে কাম্বোজ-সৈন্যদলের দিকে গমন করতে থাকল।

ক্রমে সাত্যকি প্রতিরোধকারী জলসন্ধকে নিহত করে উল্কার বেগে ধাবিত হল। দ্রোণের সঙ্গে কৌরবেরাও সাত্যকির অনুসরণ করল।

পথে দুর্যোধনবাহিনীর সঙ্গে সাত্যকি যুদ্ধে লিপ্ত হল। দুর্যোধনের সংকটজনক অবস্থা দর্শন করে কৃতবর্মা পুনরায় সাত্যকির দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সাত্যকি কৃতবর্মাকে প্রচণ্ড ভাবে আহত করে নিজের গতি অব্যাহত রাখল।

পুনরায় অনুসরণকারী দ্রোণের সঙ্গে সাত্যকির সংগ্রাম শুরু হল।

ভীষণ যুদ্ধের পর দ্রোণকে পরাজিত করে সাত্যকি ধাবমান হল। ধাবমান সাত্যকির হস্তে কৌরবপক্ষীয় বহু বীর নিহত হতে থাকল। অবশেষে সাত্যকি গাণ্ডীবের শব্দ শ্রুত হয়ে সারথিকে বলল, অর্জুন নিকটেই রয়েছে। অতএব সারথি এখন ধীর-স্থির গতিতে রথ চালনা কর। এক সময়ে সাত্যকি কাম্বোজ, যবন ও শকসৈন্যদের পরাজিত করে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হল।

পুনর্বার দুর্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্মর্ষণ ও ক্রথ সাত্যকিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। সাত্যকি তাদের সকলকেই পরাজিত করে অর্জুনের দিকে রথ চালনা করল।

সাত্যকির পরাক্রমে ভীত, ত্রস্ত ধার্তরাষ্ট্রেরা দ্রোণের দিকে দ্রুত গমন করল। দ্রোণ আগত দুঃশাসনকে বললেন, হে রথী! এমন বিভ্রান্ত ভাবে ধাবমান কেন? রাজার মঙ্গল তো? জয়দ্রথ জীবিত তো? তুমি যুবরাজ! এখন রণে ভঙ্গ কেন? দ্যূতসভায় পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার পর তোমার এই পলায়ন শোভনীয় নয়। তোমার সেই দর্প, বীরগর্জন আজ কোথায়? একক সাত্যকির জন্যেই তোমার এই অবস্থা। পরে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দর্শন করলে তুমি কী করবে? পলায়নই যদি শ্রেয় জ্ঞান কর— তবে যুধিষ্ঠিরকে অর্ধেক রাজ্য দান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। অর্জুনের বাণ যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার শরীরে প্রবেশ

করছে—তার মধ্যেই শান্তি স্থাপন কর। ভীম যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের বধ করছে—তার মধ্যেই শান্তি স্থাপন কর। ভীষ্মও পূর্বে বলেছিলেন যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অজেয়—তোমরা সন্ধি কর। তোমার মূর্খ ভ্রাতা দুর্যোধন তা করে নি। উত্তম! এখন যুদ্ধ কর। যাও, সাত্যকিকে প্রতিরোধ কর।

নিরুত্তর দুঃশাসন অধোবদনে সাত্যকির দিকে পুনর্বার গমন করল। দুঃশাসন প্রস্থান করলে দ্রোণ পাঞ্চাল-নিধনে মনোসংযোগ করলেন।

মহারথ দ্রোণ, অর্জুন এবং সাত্যকি ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে উভয়পক্ষের সেনারা অকাতরে নিহত হতে থাকল।

এদিকে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জুন এবং সাত্যকির কোনো সংবাদ লাভ না করে ঘোরতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তিনি অন্য আর একজনকে তাদের সন্ধানে প্রেরণ করা উচিত বোধ করলেন। কিন্তু কে সেই মহাযোদ্ধা যে কৌরববাহিনী ভেদ করে অগ্রসর হতে পারবে? স্বাভাবিক ভাবে তার ভীমের কথাই স্মরণ হল। তখন তিনি ভীমের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বৃকোদর! আমি কৃষ্ণ, অর্জুন এবং সাত্যকির সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দেখ, শুধুমাত্র কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের শব্দ শ্রুত হচ্ছে। তবে কী অর্জুন নিহত? কৃষ্ণ যুদ্ধ করছেন? আমি ভীষণ মানসিক উদ্বেগ ভোগ করছি। হে ভীম! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমি তোমায় আদেশ করছি—যেখানে অর্জুন আর সাত্যকি গমন করেছে সেই স্থানে তুমিও উপস্থিত হও। তাদের সাহায্য কর।

ভীম বলল, হে মহারাজ! কৃষ্ণরক্ষিত অর্জুনের জন্যে কোনও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। তবু আমি আপনার আদেশ পালন করব।

অতঃপর ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য বীরগণের কাছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গচ্ছিত রেখে ভয়ংকর সিংহনাদ করতে করতে

ধাবিত হল।

দ্রোণ পথ রোধ করে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি ভাবলেন যে, অর্জুনের মতো ভীমও নিশ্চয় তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবে। তাই তিনি ভীমকে বললেন, আমি তোমাদের শত্রু। সুতরাং আমাকে জয় না করে তুমি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্জুন আমার অনুমতিক্রমে প্রবেশ করলেও তুমি পারবে না।

দ্রোণ ভুল করলেন। ভীম—অর্জুন নয়। সে বলল, হে অধম ব্রাহ্মণ! অর্জুন আপনার অনুমতিক্রমে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি। অর্জুন নিজের শক্তিতেই প্রবেশ করেছে। তাছাড়া আমি অর্জুন নই। আমি আপনার শত্রু ভীমসেন। আপনি আমাদের পিতৃতুল্য, গুরু এবং সুহৃদ্—এরকম বোধ করতাম বলেই আপনার নিকট অবনত ছিলাম। আপনি এখন বিপরীত আচরণ করছেন। আপনি যদি আমাদের শত্রু বলেই মনে করেন—তবে তাই হোক। কথা-শেষে ভীম ভয়ঙ্কর একটি গদা নিক্ষেপ করলে দ্রোণের রথ চূর্ণ হল। দ্রোণ অন্য একটি রথে আরোহণ করে ব্যূহদ্বারে প্রত্যাবর্তন করলেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা ভীমকে আক্রমণ করল। ভীম কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে বধ করল। এরপর ভীম বধ করল বৃন্দারক, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দুর্বিমোচনকে। ক্রুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রেরা উন্মত্তভাবে ভীমকে আক্রমণ করলে ভীম সম্মিলিত, বিন্দ, অনুবিন্দ এবং সুবর্মাকে যমালয়ে প্রেরণ করল। সুদর্শনও অচিরে মৃত্যুবরণ করল। তখন অবশিষ্ট ধার্তরাষ্ট্রেরা ভীত হয়ে পলায়ন করল।

ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে ভীম কৌরবসৈন্য সংহার করতে থাকলে দ্রোণ অগ্রসর হলেন। দ্রোণ ও ক্রুদ্ধ ভীমসেনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। ভীম পুনরায় দ্রোণের রথ চূর্ণ করলে দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করে ব্যূহদ্বারে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভীম এইভাবে ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য, ম্লেচ্ছসৈন্যগণকে পরাজিত করে অগ্রবর্তী হল এবং একসময় যুদ্ধরত সাত্যকি ও

অর্জুন তার দৃষ্টিগোচর হল। আনন্দিত ভীমসেন সিংহনাদ করলে সাত্যকি ও অর্জুনও সিংহনাদ করল। সেই সম্মিলিত সিংহনাদের শব্দ যুধিষ্ঠিরের কর্ণেও প্রবেশ করল। যুধিষ্ঠির চিন্তামুক্ত হলেন।

ভীমের গতিপথে কর্ণ এসে উপস্থিত হল। কর্ণ এবং ভীমের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। শেষে কর্ণের রথের অশ্ব এবং সারথি নিহত হলে কর্ণ বৃষসেনের রথে আশ্রয় নিল। কর্ণকে পরাজিত করে ভীম অগ্রসর হল।

অতঃপর ভীম, সাত্যকি আর অর্জুন জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্যোধন দ্রোণের নিকট উপস্থিত হল এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, অর্জুন, ভীম এবং সাত্যকি অপরাজিত ভাবে জয়দ্রথের নিকটে উপস্থিত হয়েছে। হে আচার্য! অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করলেও ভীম ও সাত্যকি কেমন ভাবে তা করল? আপনি কিভাবে পরাজিত হলেন? এখন বলুন কী কর্তব্য? কী করণীয়? কোন উপায়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করা সম্ভব?

দুর্যোধনের কটূক্তিতে আরক্ত দ্রোণ বললেন, জয়দ্রথকে রক্ষা করাই এখন কর্তব্য। তবে শকুনির বুদ্ধিতে যে দ্যূতক্রীড়া হয়েছিল—তার ফল এখন পরিপক্ব হয়েছে। সেই সভায় প্রকৃত জয়-পরাজয় কিছুই হয় নি। কিন্তু আজ আমরা প্রকৃত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আজই প্রকৃত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। শকুনি যে পাশক নিক্ষেপ করেছিল—সেগুলি প্রকৃতপক্ষে পাশক নয়—তীক্ষ্ন বাণ! এখন সৈন্যগণই দ্যূতকার। বাণসমূহ—পাশক এবং জয়দ্রথ—পণ। যাও, জয়দ্রথকে রক্ষা করার চেষ্টা কর। আমি ব্যূহদ্বারে অবস্থান করে পাণ্ডববাহিনীকে প্রতিহত করব।

ওদিকে ভীমের হস্তে বারংবার পরাজিত হয়ে কর্ণ পলায়ন করেও আবার প্রত্যাবর্তন করছিল এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ভীম এক এক করে দুর্মুখ, দুর্মর্ষণ,

দুর্মদ, দুর্ধর, জয়, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চিত্রসেন, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ, চিত্রবর্মা, শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, বিকর্ণ প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রদেরও বধ করল।

ভীমের সিংহনাদ শ্রবণ করে প্রীত যুধিষ্ঠির দ্রোণের দিকে ধাবিত হলেন।

অপরদিকে কর্ণ এবং ভীমের জয়-পরাজয়হীন যুদ্ধ অব্যাহত রইল। কর্ণ বারংবার পরাজিত হয়েও পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে ভীমের সম্মুখবর্তী হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কর্ণ ভীমকে রথহীন করল। সুযোগ লাভ করেও ভীম একাধিকবার কর্ণকে বধ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। অপরদিকে কর্ণ অস্ত্রহীন ভীমকে আঘাতের পর আঘাত করে চরম আঘাতের সময় অস্ত্রহীন জ্ঞান করে তাকে বধ করা থেকে বিরত হল। কিন্তু কর্ণ অর্জুনের সম্মুখেই ভীমকে অপমানিত করতে থাকল। তখন কৃষ্ণের অনুমতিতে অর্জুন কর্ণের প্রতি বাণক্ষেপ করা শুরু করল। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কর্ণ সত্বর ভীমকে পরিত্যাগ করে গেল। ভীমও সাত্যকির রথে আরোহণ করে অর্জুনকে অনুসরণ করতে থাকল।

ক্রুদ্ধ অর্জুন কর্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ অব্যাহত রাখল। কর্ণকে রক্ষা করার জন্যে অশ্বত্থামা অগ্রসর হল। কিন্তু অচিরে তাকেও পশ্চাদপসরণ করতে হল। অতঃপর ক্রুদ্ধ ভীম, অর্জুন আর সাত্যকি জয়দ্রথকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকল। কম্পিত হল কুরুসৈন্য।

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সাত্যকির গতিরোধ করল। প্রবল যুদ্ধের পর সাত্যকি অলম্বুষকে নিধন করল।

অলম্বুষের মৃত্যু দর্শন করে ধার্তরাষ্ট্রগণ দুঃশাসনের নেতৃত্বে সাত্যকিকে আক্রমণ করল। তাদের সঙ্গে ত্রিগর্তদেশীয় এবং শূরসেনদেশীয় মহা ধনুর্ধরেরা মিলিত হল।

সাত্যকি তাদের অতিক্রম করে কলিঙ্গসেনার মুখোমুখি হল। তারপর কলিঙ্গসেনা অতিক্রম করে অর্জুনের নিকটে পেঁছিল।

আগত সাত্যকিকে দর্শন করে কৃষ্ণ তার প্রশংসা করে বললেন, মহাবীর সাত্যকি কৌরববীরদের পর্যুদস্ত করে—অজস্র কৌরব-সেনা বধ করে উপস্থিত হয়েছে।

সাত্যকির উপস্থিতি অর্জুনকে খুব একটা উৎসাহিত করল না। সে বলল, হে কৃষ্ণ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আমি সাত্যকির আশ্রয়ে রক্ষা করে এসেছিলাম। তিনি এখন জীবিত আছেন কি না কে জানে! সাত্যকির আগমন করা উচিত হয় নি।

দ্রোণ কর্তৃক মহারাজকে বন্দী করার সম্ভাবনা, জয়দ্রথ এখনও জীবিত এবং সাত্যকি ভূরিশ্রবার দিকে গমন করছে। আমি যথার্থ ভারাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। ধর্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সাত্যকিকেও রক্ষা করা আমার কর্তব্য। অন্য দিকে জয়দ্রথকে বধ করাও একান্ত প্রয়োজন। সূর্যও পশ্চিমাকাশে হে কৃষ্ণ! সাত্যকি পরিশ্রান্ত। তার অস্ত্রভাণ্ডারও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অশ্ব ও সারথিও ক্লান্ত। অথচ ভূরিশ্রবা ক্লান্ত নয়। তার সাহায্যকারীরাও রয়েছে। সুতরাং এই যুদ্ধে সাত্যকির নিরাপত্তা নিশ্চিত কোথায়?

ভূরিশ্রবা আর সাত্যকির মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। একে অন্যের রথ নষ্ট করলে তারা অসি, বর্ম ধারণ করে ভূমির ওপর সংগ্রাম করতে থাকল।

কৃষ্ণ সেই যুদ্ধ দর্শন করে অর্জুনকে বললেন, হে পার্থ! সাত্যকি সমস্ত কৌরবমহাবীরদের পরাজিত করে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেছে। সে যখন পরিশ্রান্ত তখনই সতেজ ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং এ অসম যুদ্ধ।

কিছু পরে কৃষ্ণ আবার বললেন, দেখ পার্থ! সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশীভূত হয়েছে। পরিশ্রান্ত সাত্যকি ভূতলে পতিত

হয়েছে। তুমি তোমার শিষ্য বীর সাত্যকিকে রক্ষা কর।

ভূরিশ্রবা অচৈতন্যপ্রায় সাত্যকিকে কেশ আকর্ষণ করে বক্ষে পদাঘাত করে অসি নিষ্কাশন করল।

অর্জুন ভূরিশ্রবাকে সাত্যাকিবধে উদ্যত দর্শন করে গাণ্ডীব নিসৃত বাণে ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছিন্ন করল।

ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে পরিত্যাগ করে অর্জুনকে ভৎসনা করা শুরু করল।—হে কুন্তীনন্দন! এ অতি গর্হিত কর্ম করলে তুমি। জগৎ সংসারে তোমার নিন্দা প্রচার হবে। হীন যোদ্ধা তুমি।

ভূরিশ্রবার কথা শ্রবণ করে সমস্ত সৈন্যই অর্জুন আর কৃষ্ণের নিন্দা করতে থাকল।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অর্জুন বলল, সকলেই জানেন যে আমার বাণপথে অবস্থিত আমার পক্ষস্থিত কোনো ব্যক্তিকেই কেউ বধ করতে পারবে না। এটি আমার মহাব্রত। অতএব ভূরিশ্রবা তুমি আমার নিন্দা করতে পারো না। তুমি অস্ত্র ধারণ করে নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করার ইচ্ছা করেছিলে—সেই অবস্থায় আমি তোমার বাহু ছেদন করেছি। তাতে গর্হিত কর্ম কি করে হয়? আর নিরস্ত্র, বালক, রথহীন, বর্মহীন অভিমন্যুকে কোন ধর্মবলে তোমরা বধ করেছিলে?

ভূরিশ্রবা নিরুত্তর হয়ে প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করতে প্রস্তুত হল। সেই সময় সাত্যকি চৈতন্য লাভ করে তরবারী ধারণ করে ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করল।

বধের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুন সহ উপস্থিত সকলেই সাত্যকিকে নিষেধ করলেও সাত্যকি নিরস্ত হল না।

সক্রোধে সাত্যকি কৌরবদের উদ্দেশ্যে বলল, এই ধর্মাধর্ম অভিমন্যু-বধ কালে স্মরণ করা কর্তব্য ছিল। তাছাড়া আমার প্রতিজ্ঞা, আমাকে নিষ্পেষণ করে যে পদাঘাত করবে—সে মুনি হলেও আমি তাকে নিহত করব।

অতঃপর কৃষ্ণ জয়দ্রথের দিকে রথ চালনা করলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! এই সেই সময়। তোমার শক্তি প্রদর্শন কর। দিনের আর অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। শত্রুকে প্রতিহত কর। দিবা অবসান হলে আমাদের বিজয়। জ্বলন্ত চিতায় অর্জুন প্রাণত্যাগ করবে। অর্জুনহীন পাণ্ডবেরা মূল্যহীন—অশক্ত।

কর্ণ তখন বলল, হে রাজা! ভীমের বাণাঘাতে আমি অত্যন্ত পীড়িত এবং অশক্ত। তবু আমি যথাসম্ভব অর্জুনকে প্রতিহত করব।

এই সময় ভীম ও সাত্যকি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অর্জুন প্রলয় রচনা করল। সূর্য তখন রক্তবর্ণ। উৎসাহিত জয়দ্রথ-রক্ষকেরা জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, বৃষসেন প্রভৃতি মহারথেরা অর্জুনকে বেষ্টন করল।

কর্ণ আর অর্জুনের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় শুরু হল। ক্রমে অর্জুন সকল দিক এবং সকল রথীকে বিপর্যস্ত করে জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হয়ে তাকে বাণবিদ্ধ করতে থাকল। জয়দ্রথও প্রতি-বাণ বর্ষণ করতে থাকল। অর্জুন-বাণে জয়দ্রথের সারথি নিহত হল। জয়দ্রথের রথের ধ্বজ ছিন্ন হল। কৃপ, বৃষসেন, কর্ণ, শল্য ও দুর্যোধনকে তাড়না করে অর্জুন জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হল। অর্জুনের ভয়ে ভীত হয়ে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা জয়দ্রথকে ত্যাগ করল। অর্জুনের প্রলয়কালীন বাণে অসংখ্য কৌরবসেনা, অশ্ব, হস্তী নিহত হতে থাকল। ক্রমে অর্জুন শরজালে কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন ও দুর্যোধনকে আবৃত করে ফেলল। অনন্তর অর্জুন একটি উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করে জয়দ্রথের প্রতি নিক্ষেপ করল। জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক শূন্যে ভাসমান হল।

জয়দ্রথকে বধ করে কৃষ্ণ আর অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন।

[এখানে কৃষ্ণের মায়া দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করা সম্পর্কে

একটি কাহিনী রয়েছে। জয়দ্রথ ও অর্জুনের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে—তবু এই অন্ধকারবিষয়ক গল্প! প্রক্ষিপ্ত এই গল্পের দ্বারা কৃষ্ণের মহিমা প্রকারান্তরে ক্ষুণ্ণই করা হয়েছে। অস্তাচলগামী সূর্যকে আবরিত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ কিছু পরে মায়া অপসারিত হলে দেখা যায়—সূর্য তখনও অস্তাচলে যাচ্ছে এবং জয়দ্রথ তখনও জীবিত।

(পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন! জয়দ্রথ নিজেও জীবন রক্ষায় যত্নবান হয়ে রয়েছে। সুতরাং তুমি যুদ্ধে ছয়জন রথীকে জয় না করে কিংবা কোনো ছল অবলম্বন না করে জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। —কৃষ্ণ। সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়। শ্লোক ১৪।

তদনন্তর যোগী ও যোগিগণের অধীশ্বর ত্রিতাপহারী কৃষ্ণ যোগযুক্ত হয়ে সূর্যের আবরণের জন্যে অন্ধকার সৃষ্টি করলেন!—শ্লোক ১৮।)

যেখানে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলছে সেখানে কৃষ্ণ সারথির কার্য পরিত্যাগ করে যোগমগ্ন হলেন—চমৎকার!

(—হে রাজা (ধৃতরাষ্ট্র)! মহাবীর অর্জুন সেইভাবে বধ করতে থাকলে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা ভীত হয়ে জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করলেন। শ্লোক ৩৯।

অর্জুন এভাবে আপনার সৈন্যদিগকে পীড়ন করে ভীষণ শর-সমূহের দ্বারা জয়দ্রথের রক্ষিগণকে বধ করলেন। শ্লোক ৪৩।

পরে অর্জুন তীব্র শরজাল দ্বারা কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, বৃষসেন ও দুর্যোধনকে আবৃত করলেন। শ্লোক ৪৪।)

পরবর্তী অধ্যায়ে কোথাও কৃষ্ণের মায়া সম্পর্কে দোষারোপ করা হয় নি বা উল্লেখ করা হয় নি। তারা নিজেদের অক্ষমতার জন্যেই বিলাপ করেছে। সুতরাং কৃষ্ণের সারথ্যে এবং নিজের পুরুষকার দ্বারাই অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে। সূর্য আবরিত করার কাহিনীটি নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত মাত্র।

আরও একটি সম্ভাবনার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি—

তা হচ্ছে, সেই সময় সূর্যের পূর্ণগ্রাস ঘটেছিল সূর্যগ্রহণের জন্যে।]

জয়দ্রথ নিহত হলে পাণ্ডবমহারথেরা নানাদিক থেকে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। অর্জুনও কৌরবসৈন্য বিনাশ করতে থাকল। জয়দ্রথের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ কৃপ ও অশ্বত্থামা অর্জুনের দিকে পুনর্বার ধাবিত হল। অর্জুন তার বাণে আচার্য কৃপ ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ না করার মনস্থ করে কোমলভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকল।

তবু অর্জুন-বাণে কৃপ মূর্ছিত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন। অশ্বত্থামাও স্থান ত্যাগে বাধ্য হল।

আহত কৃপকে দর্শন করে দুঃখিত অর্জুন কৃষ্ণের সম্মুখে নিজেকে ধিক্কার দিল।—ক্ষাত্রিয়ের আচরণকে ধিক্! আমার পুরুষকারকে ধিক্! আমার আচার্য, আমার পিতার সখা, বাণে পীড়িত হয়ে রথমধ্যে শয়ন করলেন! ধিক্ আমাকে!

এই অবসরে কর্ণ সাত্যকির দিকে ধাবিত হল। অর্জুন তা প্রত্যক্ষ করে কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! সাত্যকির দিকে রথ চালনা কর— যাতে কর্ণ সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পথে না প্রেরণ করে।

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি একাকী কর্ণের বিরোধিতা করতে সক্ষম। উপরন্তু তার সঙ্গে তোমার চক্র রক্ষকদ্বয়—যুধামন্যু ও উত্তমৌজা রয়েছে। অতএব চিন্তার কারণ নেই।

[এ ছাড়াও কৃষ্ণ উপদেশ দিলেন, কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা এখন উচিত নয় কারণ, ইন্দ্র প্রদত্ত 'শক্তি'টি ওর কাছে রয়ে গেছে। তোমাকে বধ করার জন্যে 'শক্তি'টি কর্ণ যত্ন করে সঙ্গে রাখে।

কৃষ্ণের এই বক্তব্য আষাঢ়ে এবং নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত! কারণ জয়দ্রথ-বধের সময় কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছে। তখন কিন্তু কৃষ্ণ নিষেধ করেন নি! ব্যাপারটি হাস্যকর নয় কি?]

অনন্তর কর্ণ আর সাত্যকির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। সেই ঘোরতর যুদ্ধে সাত্যকি এক সময় কর্ণকে রথহীন করলে কর্ণ দুর্যোধনের রথে আরোহণ করল। সাত্যকি দুর্যোধন ও কর্ণকে বধ করার সুযোগ লাভ করেও ভীম আর অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তাদের বধ করল না।

ইতিমধ্যে ভীম একত্রিশজন ধার্তরাষ্ট্রকে বধ করেছে। অর্জুন ভীষ্ম, ভগদত্ত, জয়দ্রথ প্রমুখ শতশত বীরকে নিধন করেছে। সাত্যকিও তেমন বহু কৌরববীরকে যমালয়ে প্রেরণ করেছে।

ভীম কর্ণকে পরাজিত দেখে অর্জুনকে বলল, হে অর্জুন! এই কর্ণই কিছু পূর্বে আমাকে কটূক্তি করেছিল। আমি শ্মশ্রুহীন! আমি মূঢ়! ঔদরিক! অস্ত্রে অশিক্ষিত! মূর্খ! যুদ্ধকাতর! তুই আর যুদ্ধ করিস না।—তোমার সম্মুখেই সে এইসব কথা বলেছিল। এমন কথা যে আমায় বলে—সে আমারও বধ্য!

ভীমের কথা শ্রবণ করে অর্জুন একটু অগ্রবর্তী হয়ে কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! আত্মপ্রশংসী! অধর্মবুদ্ধি! তুমি রথহীন হয়েছিলে, তোমার মৃত্যুও সন্নিকট হয়েছিল। কিন্তু তুমি আমার বধ্য বলে সাত্যকি তোমাকে জীবন দান করেছে। তুমি তখন দৈবের কৃপায় ভীমকে রথহীন করতে পেরে বহু কটূক্তি করেছিলে। অথচ সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে ভীম তোমাকে বহুবার যুদ্ধে রথহীন করেছে তবু সে তোমাকে কটু কথা বলে নি।

যাহোক, তুমি যখন ভীমসেনকে কটূক্তি করেছ, আমার অসাক্ষাতে আমার পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ—তখন তুমি তোমার অহঙ্কারের ফল লাভ করবে। তুমি আত্মবিনাশের জন্যেই অভিমন্যুর ধনুক ছেদন করেছিলে। অতএব, পুত্র এবং বন্ধুগণের সঙ্গে তুমি আমার বধ্য হয়েছ। আমি তোমার সম্মুখেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে বধ করব।

অর্জুন বৃষসেনের বধের প্রতিজ্ঞা করলে কৌরবরথিদের মধ্যে

কোলাহল জাগল।

বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলতে থাকল। ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেল।

আনন্দিত কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে জিষ্ণু! ত্রিভুবনে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখি না যে এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম। তুমি একাকী আজ যে পরাক্রম প্রকাশ করেছ তা তোমার পক্ষেই সম্ভব। তুমি যখন আবার এইরকম পরাক্রম প্রকাশ করে দুরাত্মা কর্ণকে বধ করবে তখনও আমি আবার তোমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। আমি সেই ক্ষণের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

বিনীত অর্জুন বলল, হে মাধব! তোমার অনুগ্রহেই আমার এবং আমাদের এই বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছে। তোমার অনুগ্রহেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য লাভ করবেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি অযুদ্ধমান থেকেও আমাদের সৈনাপত্য করছ।

কৃষ্ণ দ্রুত রথ চালনা করে জয়দ্রথ-বধের বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করার জন্যে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণ বললেন! হে ধর্মরাজ! আপনার শত্রু নিহত হয়েছে এবং ভ্রাতা অর্জুন তার প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির রথ থেকে অবতরণ করে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। আনন্দাশ্রু তাঁর দুই চক্ষু প্লাবিত করল। —হে কৃষ্ণ! তুমি যার আশ্রয়, পরিচালক তার বিজয় স্বাভাবিক। তোমাকে অবলম্বন করেই আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। অর্জুন তোমার বুদ্ধি, বল ও বিক্রমেই জয়লাভ করেছে।

বিনীত কৃষ্ণ বললেন, হে ধর্মরাজ! জয়দ্রথ এবং ধার্তরাষ্ট্রেরা আপনারই কোপানলে দগ্ধ হয়েছে। আপনার ক্রোধই এদের বিনষ্ট করেছে। আপনি বীর এবং দৃষ্টিহন্তা। দুর্মতি দুর্যোধন আপনার ক্রোধ সৃষ্টি করে যুদ্ধে বন্ধুবর্গের সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করবে। আপনি যার ওপর ক্রুদ্ধ হন—মৃত্যু তাকে আশ্রয় করে।

ইতিমধ্যে বিপক্ষ দলের বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ভীম ও সাত্যকি এসে উপস্থিত হলে আনন্দিত যুধিষ্ঠির তাদের আলিঙ্গন করে প্রভূত প্রশংসা করলেন। পাণ্ডবপক্ষে সকলে আনন্দিত হয়ে যুদ্ধে মনোনিবেশ করল। কারণ, আজ সূর্যাস্তে যুদ্ধ সমাপ্ত হয় নি। কৌরবপক্ষ যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল।

অপরদিকে দুর্যোধন উপলব্ধি করল—দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ—এঁরাও ক্রুদ্ধ অর্জুনের সম্মুখে অবস্থান করতে সক্ষম নন। কারণ অর্জুন সমস্ত মহারথকে পরাজিত করে জয়দ্রথকে নিহত করেছে। যে কর্ণকে অবলম্বন করে এই যুদ্ধের শুরু—সেই কর্ণও পরাজিত! বিষণ্ণ দুর্যোধন দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন।

দুর্যোধন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, হে আচার্য! ভীষ্মের পতনের পর আমার সৈন্যদলে মহামারী উপস্থিত। শিখণ্ডী এখনও জীবিত। অর্জুন এগারো অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করে জয়দ্রথকে নিহত করল। আমরা পিতামহকে রক্ষা করতে পারলাম না। মিত্র বন্ধু-বান্ধবদেরও নয়।

হে আচার্য! সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম নিজেই তাঁর বধের উপায় ব্যক্ত করেছিলেন। অর্জুন আপনার প্রিয় বলে আপনি আমাদের উপেক্ষা করেন। এখন একমাত্র কর্ণকেই আমাদের জয়াভিলাষী বলে প্রত্যক্ষ করছি। যে সব রাজা আমার জন্যে পৃথিবীলাভের কামনা করতেন, তাঁরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে রণভূমিতে শয়ন করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম আহত হয়ে রাজগণের মধ্যে শরশয্যায় শয়ন করলেন। আমি তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। সুতরাং অসজ্জন, মিত্রদ্রোহী ও অধার্মিক হয়ে আমি তাঁর সম্মুখে কেমন করে দণ্ডায়মান হব? সেই মহাত্মা পুরুষই বা আমায় কী বলবেন? আমি মোহবশত রাজ্যলোভী হয়ে পাপ করেছি। আবার আমার সুহৃদেরা, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরাও আমার সঙ্গে কপটাচার করেছে। জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন। ভূরিশ্রবা নিহত

হয়েছেন। অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতি সৈন্যেরাও বিনষ্ট হয়েছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠরা আমার জন্যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়ে যেখানে গমন করেছেন, আমিও আজ যুদ্ধে নিহত হয়ে সেখানে গমন করব। আমার এ জীবনের আর কোনও প্রয়োজন নেই। হে আচার্য! আমায় অনুমতি দান করুন।

দ্রোণ বললেন, হে দুর্যোধন! বাক্যবাণ দ্বারা কেন আমায় পীড়িত করছ? আমি তো সব সময়ে বলে থাকি যে যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। কৌরবসভায় শকুনি যে পাশকগুলি নিক্ষেপ করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে ছিল তীক্ষ্ন বাণ। সেইগুলিই এখন গাণ্ডীবে যোজিত হয়ে আমাদের আঘাত করছে। তুমি তখন সকলের কথা অবমাননা করেছিলে—তাই আজ এই পরিস্থিতি। যাক—বল, তোমরাই বা কেন জয়দ্রথকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে। তুমি, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য জীবিত থাকতে জয়দ্রথ কেন নিহত হল? এদিকে শিখণ্ডী আর ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পাঞ্চালেরাও জীবিত। অহর্নিশ আমি সেই জন্যে চিন্তান্বিত। তবু তুমি নিজেদের অপদার্থতা আবরিত করার জন্যে আমায় বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ। আমায় দোষারোপ করছ।

সে যা হোক। এখন পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়সৈন্য মিলিত হয়ে আমার দিকে আগমন করছে। আমি সমস্ত পাঞ্চাল সংহার না করে কবচ ত্যাগ করব না। তুমি অশ্বত্থামাকে বোলো, সে যেন আপন জীবন রক্ষা করতে থেকে সোমকদের বিনাশ করে। ক্রুদ্ধ দ্রোণ শত্রুসৈন্যের দিকে ধাবিত হলেন সবেগে।

দ্রোণ স্থান ত্যাগ করার পর দুর্যোধন অনুযোগ করে কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! আচার্য যদি সত্যই সচেষ্ট হতেন তবে অর্জুন কি ব্যূহদ্বার অতিক্রম করতে সক্ষম হত? অর্জুন চিরকালই আচার্যের প্রিয়। তাই আচার্য তাকে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। জয়দ্রথকে গৃহগমনে আজ্ঞা করলে এত লোকক্ষয় হত না।

কর্ণ বলল, হে দুর্যোধন ! প্রকৃতপক্ষে অর্জুন কর্মকুশল, যুদ্ধ-নিপুণ, যুবা, বীর, অস্ত্রে সুশিক্ষিত। দ্রুত বিক্রম প্রকাশে সমর্থ, অভেদ্য কবচে আবৃত দেহ। অন্যদিকে দ্রোণ বৃদ্ধ—স্থবির। শীঘ্র গমনে অসমর্থ। সেইজন্যেই কৃষ্ণসারথি অর্জুন ব্যূহ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। এতে দ্রোণের কোনও অপরাধ নেই। তুমি বৃদ্ধ দ্রোণকে দোষারোপ কোরো না।

অতঃপর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল।

তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যেই বাণনিক্ষেপ করছিল যোদ্ধারা। দুর্যোধন মৃত্যুপণ করে যুদ্ধে মনোনিবেশ করলে পাঞ্চালেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল।

দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয় করছে দর্শন করে পাঞ্চালেরা ভীমকে অগ্রবর্তী করে অগ্রসর হল। দুর্যোধন ভয়ঙ্কর ভাবে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকলে যুধিষ্ঠির সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত একটি বিশেষ বাণে দুর্যোধন রথমধ্যে চৈতন্যহীন হয়ে পড়ল।

অনন্তর দ্রোণ অকাতরে পাঞ্চালসৈন্য নিধন করছে প্রত্যক্ষ করে অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠির সকলেই দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে থাকল। ক্রমে রাত্রি আগত হল। পাণ্ডবপক্ষের ক্রুদ্ধ ভীম কৌরবসেনা আর ধার্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি করল। প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল বৃকোদর।

দ্রোণকে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে লক্ষ্য করে অর্জুন সবেগে দ্রোণের দিকে অগ্রসর হল। ভীমও তার অনুসরণ করল। অর্জুন কৌরবসেনার দক্ষিণপার্শ্ব আর ভীম উত্তরপার্শ্ব আক্রমণ করল। ক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিও উপস্থিত হল অর্জুন আর ভীমের সাহায্যার্থে।

ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা সাত্যকিকে লক্ষ্য করে ধাবিত হল। অশ্বত্থামাকে সাত্যকির দিকে গমন করতে দর্শন করে ঘটোৎকচ তাকে প্রতিহত

করল। অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচকে সাহায্যকারী ঘটোৎকচ-পুত্র অঞ্জনপর্বাকে বধ করল অশ্বত্থামা।

ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে নিহত করার জন্যে আরও প্রচণ্ড এবং ঘোরতর সংগ্রামে ব্রতী হল।

উভয়পক্ষের বীর-নিধন অব্যাহত রইল। অন্ধকারে দৃষ্টি ব্যাহত হতে থাকলে উভয়পক্ষই সহস্র সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করে প্রদীপের আলোকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের মতো আলোকিত রণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে থাকল। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে উঠল।

পাণ্ডবপক্ষের অর্জুন, সাত্যকি, ভীম অপ্রতিহত হয়ে উঠল, অপরপক্ষে দ্রোণ ও অশ্বত্থামা। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রাখল।

একসময়ে কৌরবসৈন্য পলায়ন করতে থাকলে দুর্যোধন দ্রোণ ও কর্ণকে বলল, অর্জুন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করায় উত্তেজিত হয়ে আপনারাই ক্রুদ্ধ হয়ে এই রাত্রিযুদ্ধ শুরু করেছেন। এখন অসহায়ের মতো কৌরবসৈন্যের পলায়ন লক্ষ্য করছেন। আমাকে ত্যাগ করাই যদি কাম্য ছিল তবে সে কথা পূর্বেই আমাকে বলা উচিত ছিল। আমি সৈন্যক্ষয়কারক এই রাত্রিকালীন যুদ্ধে লিপ্ত হতাম না।

দুর্যোধনের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে দ্রোণ ও কর্ণ পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন। ক্রুদ্ধ দ্রোণের প্রতাপে পাণ্ডবসৈন্যেরা পলায়ন করতে থাকল।

পাঞ্চালসৈন্যেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকলে কৃষ্ণ বিষণ্ণ চিত্তে অর্জুনকে বললেন, দ্রোণ এবং কর্ণকে প্রতিহত না করা সম্ভব হলে রাত্রিতেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস হবে। অতঃপর ভীমকে আগমন করতে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন। তুমি এবং ভীমসেন মহারথ পাঞ্চালগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কর।

[এখানে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করার মতো। কৃষ্ণ একবার বলছেন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—পরক্ষণেই অর্জুনকে নিষেধ করছেন। এই বৈপরীত্য অর্জুন ও কৃষ্ণের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে।

(অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জুন—দ্রোণ ও কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রণাঙ্গনের অগ্রভাগে অবস্থান করতে থাকলেন। —শ্লোক ৩১। ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

কর্ণের সহিত তোমার সম্মেলন এখন আমি সঙ্গত মনে করি না। —শ্লোক ৩৩। পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।)

এখানে আরও একটি আষাঢ়ে গল্প প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। রাত্রি-কালীন যুদ্ধ চলেছে। এর আগেও কর্ণার্জুনের সাক্ষাৎ ঘটেছে। জয়দ্রথ বধের সময়েও হয়েছে। পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে আমরা দেখেছি, কৃষ্ণ কর্ণের হাত থেকে পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষা করার জন্যে অর্জুনকে যেতে বলেছেন। আর এখন হঠাৎ বললেন, তুমি যেও না। ঘটোৎকচ যাক। কারণ, উজ্জ্বল ও বিশাল উল্কার ন্যায় সেই ইন্দ্রদত্ত শক্তি কর্ণের কাছে রয়েছে। মহাবাহু, তোমাকে বধ করার জন্যেই কর্ণ সেই 'শক্তি'টিকে সবসময়ে সঙ্গে রাখেন। এই শক্তিটি ভীষণ মূর্তি ধারণ করে। অতএব মহাবল ঘটোৎকচই এখন কর্ণের সম্মুখে গমন করুক। —শ্লোক ৩৪-৩৫।

হয় কৃষ্ণ এবং অর্জুনদ্বেষী কেউ তাঁদের হীন প্রতিপন্ন করার জন্যে এই অংশটির অবতারণা করেছেন—আয় নয়তো কোনও উন্মাদ ভক্ত। দু'জনেই কৃষ্ণের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছেন।

জয়দ্রথকে বধ করার সময় কৃষ্ণের এই 'শক্তি'র কথা একবারও স্মরণ হয় নি যে কর্ণ 'শক্তি'টিকে সবসময়ে সঙ্গে রাখে। বরং তিনি বারংবার অর্জুনকে জয়দ্রথকে বধ করার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই সম্ভবত সকলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে প্রতিবাদ করেছিলেন। সুতরাং সন্দেহ নেই যে কর্ণের তথাকথিত কবচ-কুণ্ডল দানের গল্পটিও একটি আষাঢ়ে কাহিনী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে,

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অর্জুন অত্যন্ত ক্লান্ত। সে তুলনায় ঘটোৎকচ তখনও সজীব। তাকে একাদশ অক্ষৌহিণী কুরুসেনা ভেদ করে—সমস্ত বীরগণকে পরাজিত করে নির্দিষ্ট সময়ে জয়দ্রথকে বধ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় নি। সেই অর্থে ভীম ও সাত্যকিও ক্লান্ত। তাই কৃষ্ণ মহাবীর ঘটোৎকচকে আহ্বান করে কর্ণকে প্রতিরোধ করতে বললেন। এ যুদ্ধনীতি এবং যুদ্ধকৌশল মাত্র।]

কৃষ্ণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বললেন, হে ঘটোৎকচ! তুমি নিশীথ সময়ে যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করে মহা ধনুর্ধর কর্ণকে বধ কর। আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবেরা দ্রোণকে বধ করুক।

অর্জুনও বলল, হে ঘটোৎকচ! তোমাকে, সাত্যকিকে আর অগ্রজ ভীমসেনকেই আমি পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে এখন মহাবীর বলে গণ্য করি। তুমি যাও। সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হবে।

উদ্দীপ্ত ঘটোৎকচ বিশাল রথে আরোহণ করে সত্বর কর্ণের দিকে ধাবিত হল। ক্রমে কর্ণ ও ঘটোৎকচের মধ্যে মহারণ উপস্থিত হল। দুজনেই বাণাঘাতে পরস্পর পরস্পরকে রক্তাক্ত করে তুলল।

এক সময় দুর্যোধন কর্ণের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ অলায়ুধকে আহ্বান করে বলল, আপনি ঘটোৎকচকে বধ করুন।

অলায়ুধকে অগ্রসর হতে দেখে ঘটোৎকচ কর্ণকে পরিত্যাগ করে অলায়ুধের দিকে ধাবিত হল। ওদিকে কর্ণও ঘটোৎকচকে ত্যাগ করে ভীমের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু ভীমসেন কর্ণকে অতিক্রম করে অলায়ুধের দিকে অগ্রসর হলে অলায়ুধ ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ করে ভীমের দিকে ধাবিত হল। অলায়ুধ ও ভীমের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল।

কৃষ্ণ সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করে অর্জুনকে বললেন, সারাদিনের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ভীম অলায়ুধের বশীভূত হয়ে পড়েছে। তাই তুমি অলায়ুধের দিকে অগ্রসর হও। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণের দিকে গমন করুক। নকুল, সহদেব ও সাত্যকিও রাক্ষস-নিধনে নিযুক্ত হোক। অনন্তর কৃষ্ণ রাক্ষস অলায়ুধকে নিহত করার জন্যে ঘটোৎকচকেই প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন। তাই তিনি পুনরায় ঘটোৎকচকে বললেন, কর্ণকে এখন পরিত্যাগ করে তুমি ভীমের সাহায্যে অগ্রসর হও।

পুনরায় ঘটোৎকচ এবং অলায়ুধের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হল। ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথদের সাহায্য করার জন্যে কর্ণের দিকে গমন করল।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ঘটোৎকচ বকরাক্ষসের ভ্রাতা অলায়ুধকে নিহত করল।

দুর্যোধন আশা করেছিল, অলায়ুধ ভীমকে নিহত করবে। পরিবর্তে অলায়ুধকে নিহত হতে দেখে সে নিরাশ হয়ে পড়ল।

অপরদিকে কর্ণ ভীষণ যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষকে ভীত, ত্রস্ত করে তুলছিল। তা দর্শন করে ঘটোৎকচ পুনরায় কর্ণের দিকে ধাবিত হল।

কর্ণ এবং ঘটোৎকচের ভয়ানক সংগ্রাম শুরু হল। ক্রমে ভীত কৌরবসৈন্যেরা পলায়ন করতে শুরু করল। কর্ণ ঘটোৎকচের হস্তে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকল। কৌরব-সৈন্যমধ্যে হাহাকার উত্থিত হল। তখন কৌরবপক্ষীয়রা কর্ণকে তার সেই ইন্দ্র দত্ত অস্ত্রটি ব্যবহার করার জন্যে অনুরোধ করল। কর্ণও কোনও উপায়ান্তর না দেখে তাই ব্যবহার করার মনস্থ করল।

[হঠাৎ ইন্দ্র দত্ত অস্ত্রের আগমণ কি বিশ্বাসযোগ্য ?]

কর্ণ একটি অমোঘ বাণ ধনুকে স্থাপন করে ঘটোৎকচের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। মহাবীর ঘটোৎকচ সে বাণে প্রাণ ত্যাগ করল

নিহত ঘটোৎকচকে দর্শন করে পাণ্ডবদের সকলের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কিন্তু কৃষ্ণ আনন্দে সিংহনাদ করে উঠে রথের ওপর নৃত্য করলেন এবং অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন।

[পুনরায় একটি আষাঢ়ে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ঘটোৎকচ নিহত হলে কৃষ্ণ ভীষণ আনন্দে রথের ওপর নৃত্য পর্যন্ত করেছেন। কারণ কর্ণের কাছে ওই দৈবাস্ত্রটি নাকি অর্জুনের জন্যে রক্ষিত ছিল —তা এখন ঘটোৎকচের ওপর ব্যয়িত হয়ে গেছে। অর্জুন নিরাপদ! কৃষ্ণ চরিত্রকে এত কলঙ্কিত বোধহয় করা হয় নি আর কোথাও! কৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করছেন! আষাঢ়ে কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। যে কর্ণকে মহাভারতে কম করে হাজারবার অর্জুন অপেক্ষা নিকৃষ্ট যোদ্ধা বলা হয়েছে, কৃষ্ণ সেই কর্ণের প্রশংসা করে বললেন, এই জগতে এমন কোনও পুরুষ নেই যে যুদ্ধে কার্তিকের ন্যায় শক্তিধারী কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে। এরকম অজস্র প্রশংসা করলেন কর্ণের। এরপর কৃষ্ণ গর্ব করে বলতে থাকলেন যে জরাসন্ধ, শিশুপাল, একলব্য সকলকেই তিনি অর্জুনের হিতের জন্যে বধ করেছেন বা করিয়েছেন। হিড়িম্ব, কির্মীর, বক প্রভৃতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, অলায়ুধ এবং ঘটোৎকচও নিহত হয়েছে। ইত্যাদি নানান সামঞ্জস্যহীন কথাবার্তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে—যা বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করতে পারবেন।]

যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভীমকে বললেন, তুমি দুর্যোধনের সৈন্যদের নিবারণ কর। আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আর অর্জুন থাকতে ঘটোৎকচ কেমন করে নিহত হল? প্রত্যক্ষ কর, কর্ণ এবং দ্রোণ কেমন ভাবে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছেন। অর্জুন তুচ্ছ কারণে জয়দ্রথকে নিহত করেই নিজেকে শক্তিশালী বলে চিন্তা করছে। অভিমন্যু বধে দ্রোণ এবং কর্ণের অবদানই সর্বাধিক। এই দুই নৃশংসকে আশু বধ করা প্রয়োজন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখদের আদেশ করলেন, দ্রোণকে নিবারণ করতে।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর উভয়পক্ষের সৈন্যেরা নিদ্রাচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে যুদ্ধবিরতি ঘটল। সৈন্যরা রণভূমিতেই নিদ্রা ি ল। রাত্রির তিন মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট থাকতে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল।

ইতিমধ্যে দুর্যোধন দ্রোণকে একই অনুযোগ করে উত্তেজিত করে তুললে দ্রোণ বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েও যুদ্ধে শক্তি অনুসারেই জয় করার চেষ্টা করে থাকি। উত্তম! তোমার জন্যে আমি জয়ের আশায় নিকৃষ্ট কর্মও করব! আমি অস্ত্র স্পর্শ করে শপথ করছি, সমস্ত পাঞ্চাল সংহার করার পরই আমি কবচ ত্যাগ করব।

তুমি অর্জুনকে পরিশ্রান্ত বলে মনে করছ? দেবতা, গন্ধর্ব যক্ষ এবং রাক্ষসেরাও অর্জুনকে জয় করতে পারে না তো আমি কে?

দর্পিত দুর্যোধন বলল, আমি, দুঃশাসন, কর্ণ আর মাতুল শকুনি আজ যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব।

দ্রোণ প্রতিবাদ না করে হাস্যমুখেই বললেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি অর্জুনের সঙ্গেও যুদ্ধ করার আশা কর! তবে যাও, যুদ্ধ কর। তোমার, কর্ণের আর দুঃশাসনের অনেক আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করেছি। যাও, আজ তা সত্যে পরিণত কর। ওই নিঃশঙ্ক অর্জুন সম্মুখে রয়েছে। যাও, ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু বরণ কর।

যুদ্ধ শুরু হলে অর্জুনের বাণ বর্ষণে অস্থির হয়ে উঠল

কৌরবপক্ষ। অন্যদিকে দ্রোণের ভয়ে কম্পিত হল পাণ্ডববাহিনী। দ্রুপদ এবং বিরাট নিহত হলেন দ্রোণের হস্তে।

ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধের জন্যে মহাপ্রতিজ্ঞা করে দ্রোণকে আক্রমণ করল। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রেরা দ্রোণকে রক্ষা করতে থাকল। দ্রোণের দিকে পাঞ্চালেরা অগ্রসর হতেই সক্ষম হল না।

ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীব্র ভৎর্সনা করল, কোন পুরুষ চক্ষুর সম্মুখে পিতা এবং পুত্রগণকে নিহত হতে দেখে শত্রুকে পরিত্যাগ করে। দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্য একেবারে নিঃশেষ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। আপনারা দণ্ডায়মান থাকুন। আমিই দ্রোণ নিধনে গমন করছি। অতঃপর মহাবলী ভীম প্রচণ্ড বেগে দ্রোণ-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করল। ভীমকে অনুসরণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নও পাঞ্চালসৈন্য নিয়ে উপস্থিত হল। তারপর পুনরায় শুরু হল ভয়ংকর যুদ্ধ।

তবু দ্রোণ অপ্রতিহতভাবে অকাতরে পাণ্ডব-বধ করতে থাকলে পাণ্ডবগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের জয়ের আশা যেন ক্রমেই অন্তর্হিত হচ্ছিল।

[এখানে আরও একটি নিকৃষ্টতম আষাঢ়ে কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ দ্রোণের পরাক্রম দেখে অর্জুনকে বললেন, দ্রোণ ধনুক সংযুক্ত অবস্থায় থাকলে, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারাও কোনও প্রকারে ওঁকে জয় করতে পারেন না। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেই বধ করা সম্ভব। অতএব পাণ্ডবগণ আপনারা ধর্মত্যাগ করে জয়ের উপায় অবলম্বন করুন, যাতে যুদ্ধে আপনাদের সকলকে দ্রোণ বধ না করেন। আমার ধারণা, অশ্বত্থামা নিহত হলে তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। সুতরাং 'অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হয়েছে' এই কথা কয়টি কোনও লোক ওঁর কাছে বলুক।]

অর্জুন এই প্রস্তাব অনুমোদন করল না। যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে স্বীকার করলেন। তখন ভীম কৌরবপক্ষীয় ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে বিশাল হস্তীটিকে বধ করে লজ্জিতভাবে দ্রোণের কাছে গিয়ে বলল, অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে। কিন্তু দ্রোণ বিশ্বাস না করে ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন।

[এখানে লক্ষ্যণীয়, অধর্ম যুদ্ধের উপদেশ আর কেউ নন—স্বয়ং কৃষ্ণ দিচ্ছেন। কাকে? না—অর্জুনকে। স্বীকার করল কে? এক অর্জুন ছাড়া সকলে!

প্রথমত, এই অংশের পূর্ববর্তী সমস্ত জায়গায় কৃষ্ণের জয়গান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম, তথা জয়। কৃষ্ণই ধর্মের প্রতীক! এই কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে গীতা উচ্চারণ করেছেন। এই কৃষ্ণকেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কৃষ্ণই ভীষ্মকে বধ করার জন্যে দু' দুবার উত্তেজিত হয়ে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এই কৃষ্ণই জয়দ্রথ বধের সময় —অর্জুন ব্যর্থ হলে স্বয়ং যুদ্ধ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। আর এই কৃষ্ণই এখন দ্রোণের বিক্রম দেখে পাণ্ডবদের অধর্মযুদ্ধ করার উপদেশ দিচ্ছেন! এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? সম্ভবপর? যুক্তিসঙ্গত?

দ্বিতীয়ত, মিথ্যা কথা বলার দায়িত্ব কে গ্রহণ করল, না—ভীম! ভীমের চরিত্রের সঙ্গে এ ধরনের কপটতা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-হীন। ভীমের প্রকৃত আচরণ আমরা আরও কিছু পরে দেখতেই পাব। ভীম সমস্ত ছলনার ঊর্ধ্বে। কপটতার ঊর্ধ্বে।

তৃতীয়ত, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের কাছে জিজ্ঞেস করলে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও মিথ্যা বললেন। এটাও কি সম্ভবপর? যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই মিথ্যাভাষণও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন। অসম্ভব।

যাহোক আসলে, আমরা কী দেখি? ভীমের কথা শুনে দ্রোণ শিথিল হন নি। যুধিষ্ঠিরের কথাতেও অস্ত্র ত্যাগ করেন নি। তবে তিনি কী করলেন? প্রকৃত ঘটনার বিবরণ এই রকম।]

দ্রোণ প্রচণ্ডবেগে অঙ্গিরার আবিষ্কৃত অলৌকিক ও ব্রহ্ম-দণ্ড তুল্য বাণসকল নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করতে থাকলেন। ক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ বিনষ্ট হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা গ্রহণ করল। দ্রোণ সেই গদাস্ত্র বিনষ্ট করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অসিচর্ম গ্রহণ করল। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্ত থেকে সেই তরবারি ও চর্মও নিপাতিত করলেন।

অতঃপর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার উদ্যোগ করলে সাত্যকি দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে উদ্ধার করল।

সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলল, হে বীর! আপনি ব্যতীত অন্য কোনও পাঞ্চাল দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। দোণকে বধ করার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আপনি সত্বর সেই কার্যে ব্রতী হন। সাত্যকির কথায় ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় দ্রোণের দিকে ধাবিত হল।

পাঞ্চালরথিগণ দ্রোণকে বেষ্টন করে জলধারার মতো বাণবর্ষণ করে চলেছিল। ক্রুদ্ধ দ্রোণ পাঞ্চালদের ধ্বংস করার জন্যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অযুত পাঞ্চাল বীর নিহত হল।

তখন দ্রোণকে ক্ষত্রিয়ধ্বংসের জন্যে অবস্থান করতে দেখে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ও অত্রি ঋষি এবং সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম মহর্ষিরা অগ্নিদেবকে অগ্রবর্তী করে সে স্থানে আগমন করলেন (এগুলি দ্রোণের চিন্তার প্রতিফলনও হতে পারে)। তাঁরা দ্রোণকে বললেন, দ্রোণ! তুমি অধর্মযুদ্ধ করেছ। তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর। আর গুরুতর নিষ্ঠুর কার্য করা তোমার উচিত নয়। তুমি বেদ-বেদাঙ্গবিদ্ এবং সত্যধর্মে নিরত, বিশেষত ব্রাহ্মণ। তাই তোমার পক্ষে এ ধরনের নিষ্ঠুর কার্য উচিত নয়। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রানভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছ। মনুষ্য-

লোকে তোমার বসবাসের কাল সম্পূর্ণ হয়েছে। দ্রোণ শিথিল হয়ে এলেন। তিনি চারদিন এক রাত ধরে যুদ্ধ করছিলেন। এইদিনের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করায় তাঁর বাণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু দ্রোণ যুদ্ধ করতে থাকলেন।

অতঃপর ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণের রথের নিকটে গমন করে দ্রোণকে বলল, নিজের কার্যে অসন্তুষ্ট অথচ অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যদি যুদ্ধ না করতেন তবে ক্ষত্রিয়জাতির এমন ক্ষয় ঘটত না। প্রাণীকে হিংসা না করাকেই প্রধান ধর্ম বলে মনে করা হয়। সেই ধর্মের মূল ব্রাহ্মণেরা। আপনি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। এই সৈন্যরা ক্ষত্রিয়—তারা আপন ধর্মই পালন করছে। কিন্তু আপনি বিপরীত কার্য করছেন। আপনি লজ্জিত হচ্ছেন না কেন?

ভীমের কথা শ্রবণ করে দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগের ইচ্ছে করে বলতে থাকলেন, কর্ণ! কৃপ! দুর্যোধন! তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করার চেষ্টা কর। পাণ্ডবগণ আর তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। এই কথা বলে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে অশ্বত্থামাকে আহ্বান করলেন। তারপর অস্ত্র ত্যাগ করে—তা রথের মধ্যে রেখে যোগীর মতো সমস্ত প্রাণীকে অভয়দান করলেন।

সেই অবকাশে ধৃষ্টদ্যুম্ন অসি হস্তে দ্রোণের দিকে ধাবমান হল।

যোগাবস্থায় দ্রোণ দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রসর হল। অর্জুন তাকে নিষেধ করতে করতে পশ্চাতে গমন করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রাণহীন দেহের কেশ আকর্ষণ করে তরবারি দ্বারা মস্তক ছেদন করল।

পাণ্ডবেরা জয়লাভ করে শঙ্খধ্বনি এবং সিংহনাদ করতে থাকল। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পরস্পর আলিঙ্গন করল। ভীম বলল, হে পৃষতনন্দন! যুদ্ধে কর্ণ ও পাপাত্মা দুর্যোধন নিহত হলে আবার আপনাকে বিজয়ী বলে আলিঙ্গন করব। অতঃপর ভীমের আক্রমণে কৌরবসৈন্যরা পলায়ন করতে থাকল।

বিষণ্ণচিত্ত-যোদ্ধারা দুর্যোধনকে পরিবেষ্টন করল। কৌরব-যোদ্ধারাও তখন ক্ষুৎ পিপাসায় এবং সূর্যতাপে কাতর হয়ে পড়ল।

গান্ধাররাজ শকুনি দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করল—কর্ণও পলায়ন করতে থাকল। মদ্ররাজ শল্য, কৃতবর্মা প্রমুখেরাও পলায়নে তৎপর হয়ে উঠল। কৌরবসৈন্যদলে ভীষণ অরাজকতা শুরু হয়ে গেল।

তখন শুধুমাত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে শিখণ্ডী, পাঞ্চাল, প্রভদ্রক, চেদি, ও কেকয়গণের যুদ্ধ হতে থাকল। অশ্বত্থামা সৈন্যগণকে পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বলল, হে রাজা! কোন মহারথ নিহত হতে এরূপ অবস্থা হয়েছে? বলুন।

অশ্রুরুদ্ধ হওয়ার জন্যে দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বলার জন্যে অনুরোধ করল। কৃপাচার্য অতি কষ্টে দ্রোণের মৃত্যুসংবাদ অশ্বত্থামাকে জানালেন।

শোকাকুল ও ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা বলল, পিতা বীরলোকে গমন করেছেন। এর জন্যে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কেশাকর্ষণ করে নিচ ভাবে তাঁকে হত্যা করেছে। আমি শপথ করছি, সমস্ত পাঞ্চালসহ পাপী ধৃষ্টদ্যুম্নকে যদি বধ করতে না পারি তাহলে আমি যেন ধর্মভ্রষ্ট হই। আমি রথারূঢ় হলে, আজ যুদ্ধে দেব, দানব, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসেরাও জয় করতে সমর্থ হবেন না। এ জগতে অর্জুন ভিন্ন আমার সমান অস্ত্রবিদ্ আর কেউ নেই। আজ আমি পাপী পাণ্ডবদের মথিত করব।

অশ্বত্থামার সেই দম্ভোক্তি শ্রবণ করে পলায়নপর কৌরবসৈন্য নিবৃত্ত হল। কৌরবপক্ষ মহাশঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে থাকল।

অপরদিকে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, হে পার্থ! কোন মহারথ পলায়নপর কৌরবসৈন্যদের পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ করছেন?

অর্জুন বলল, হে রাজা! পিতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ প্রতিশোধস্পৃহ অশ্বত্থামাই মহাগর্জন করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরুদেবের কেশাকর্ষণ

করেছিল জেনে অশ্বত্থামা কখনও তা ক্ষমা করবে না। আপনি ত্যক্তশস্ত্র গুরুদেবকে অধর্ম অনুসারে বধ করিয়েছেন—এখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। আজ ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামার গ্রাস থেকে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করতে পারব না। আমাদের আয়ু আর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রয়েছে। এই সময়ে রাজ্যলোভে আমরা পিতৃতুল্য গুরু-দেবকে বধ করলাম! আমরা মূঢ়! আমরা আচার্যদ্রোহী!

অর্জুনের কথা শ্রবণ করে রাগত ভীম বলল, হে অর্জুন! তুমি সমস্ত ক্ষাত্রিয়গুণে সমন্বিত হয়েও যা বলছ তা তোমাকে শোভা দান করছে না।

আমরা বা তুমি সর্বদাই ধর্মকে অনুসরণ করেছি। ত্রয়োদশবর্ষ অনেক দুঃখ লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করেছি। যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছিল ক্ষাত্রিয় হিসাবে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমরা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু তুমি আজ শত্রুর প্রশংসা করছ। তুমি অশ্বত্থামার প্রশংসা করছ যে তোমার নখাগ্রের যোগ্য নয়। হে ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য নির্দিষ্ট রয়েছে—যাজন, অধ্যাপন, দান, যজন, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন। সেগুলির মধ্যে কোন কার্যে দ্রোণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? দ্রোণ স্বধর্ম বিচ্যুত। তিনি হীনভাবে দৈবাস্ত্র দ্বারা পান্ডবসৈন্যদের হনন করছিলেন। তিনি যুদ্ধজয়ের জন্যে নিচ কূটকৌশল সব প্রয়োগ করেছেন। তিনি অভিমন্যুকে বধ করিয়েছেন। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সরব হন নি। এ হেন দ্রোণকে যদি বধ করা হয়ে থাকে তা কি অসঙ্গত হয়েছে?

রুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন বলল, দ্রোণ-হত্যার জন্যেই আমার জন্ম। আমি রথমধ্যেই দ্রোণকে নিহত করেছি। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? তিনি নিচ ভাবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে অকাতরে সাধারণ পাঞ্চাল-সৈন্যদের নিধন করেছেন। আমার পিতাকে নিধন করেছেন। ক্ষাত্রিয় হিসাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা কি আমার কর্তব্য নয়? আর

গুরু? কিসের গুরু? শিষ্যদ্রোহী গুরু কোন সম্মান আশা করেন?

অতঃপর সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। একে অন্যকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হলে ভীম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণ কোনও প্রকারে উভয়কে শান্ত করলেন।

এদিকে মহাকালের মতো অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকল। সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কলহবিবাদ বিস্মৃত হয়ে অশ্বত্থামার প্রতিরোধে অগ্রসর হল। কিন্তু দুজনেই ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হল। তখন অর্জুন, ভীম প্রমুখেরা তাদের রক্ষা করার জন্যে ধাবিত হল। তবে একমাত্র অর্জুন ভিন্ন কেউই অশ্বত্থামার প্রতাপের কাছে অবস্থান করতে পারল না।

তখন অর্জুন অশ্বত্থামাকে বলল, আপনার যত তেজ, যত শক্তি রয়েছে তা আমার ওপর প্রয়োগ করে দেখান।

অর্জুন আর অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত প্রতিটি দৈবাস্ত্র অর্জুন প্রতিহত করলে বিষণ্ণ অশ্বত্থামা সেই দিনকার মতো যুদ্ধবিরতি ঘটাল। সূর্য তখন অস্তাচলে।

কর্ণ পর্ব

পরদিন দুর্যোধন পরম বিনয়ের সঙ্গে রাধানন্দন কর্ণকে বলল, হে সখা! যুদ্ধে অন্যান্য বীরগণের সঙ্গে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ নিহত। পিতামহ দশদিন মহাযুদ্ধ করে পাণ্ডবসৈন্য হ্রাস করে গেছেন সত্য—কিন্তু তিনি যে পাণ্ডবদের রক্ষাও করে গেছেন এও সত্য। পাঁচদিন এক রাত্রি যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন পূজনীয় আচার্য দ্রোণ। তিনিও পাণ্ডবদের রক্ষা করে গেছেন বলে আমার বিশ্বাস! এখন আমার পক্ষে তোমার মতো মহাযোদ্ধা আর কেউই উপস্থিত নেই যে নিমজ্জিত তরণীর মতো

কৌরবসৈন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অতএব, তুমি আমার সৈনাপত্য স্বীকার করে কৌরবসৈন্য রক্ষা কর এবং পাণ্ডবদের বধ করে আমায় বিজয় প্রদান কর। হে কর্ণ! অর্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করে যুদ্ধ করার ইচ্ছাই প্রকাশ করবে না।

তখন অঙ্গরাজ কর্ণ স্বভাবসুলভ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ স্বরে বলল, হে পরম সখা! আমি বহু পূর্বেই তোমাকে বলেছিলাম। আমি কৃষ্ণ সহ সমস্ত পাণ্ডবদের জয় করব। তুমি স্থির হও। নিজেকে বিজয়ী বলে বোধ কর।

কর্ণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে দুর্যোধন প্রচলিত প্রথায় তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করল।

কৌরবশিবিরে তূর্যনাদ, সিংহনাদ, জয়ধ্বনি উঠল। আত্মগর্বে গর্বিত কর্ণ বলল, হে রাজা! আজ আমি তোমার প্রীতির জন্যে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান প্রধান বীর, অনুচর ও বন্ধুগণের সঙ্গে অর্জুনকে জয় করব। এখন থেকে তুমি পর্বত, সমুদ্র ও দ্বীপের সঙ্গে পাণ্ডবশূন্য পৃথিবী শাসন করতে থাক। পরেও তোমার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ এই পৃথিবী ভোগ করতে থাকবে। (শ্লোক ৫৭/ অষ্টম অধ্যায়।)

[লক্ষ্যণীয়, কর্ণ এখানে পাণ্ডবশূন্য পৃথিবীর কথা বলেছে।]

অনন্তর কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবসেনাদের প্রতি অগ্রসর হল।

কর্ণের ব্যূহ রচনা লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে বললেন, কর্ণ যেভাবে ধার্তরাষ্ট্রসৈন্য সন্নিবেশিত করেছে তা লক্ষ্য কর। বিশাল ধার্তরাষ্ট্রসৈন্যদের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরেরা নিহত হয়েছেন। এখন কর্ণ ব্যতীত কিছু অসার লোক মাত্রই রয়েছে। তুমি সেই মহারথ কর্ণকে বধ করে বিজয় লাভ কর।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ শ্রবণ করে অর্জুন অর্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করল।

ক্রমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর পতিত হল। যুদ্ধ শুরু হল।

মহাবল ভীম একটি বিশাল হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে অগ্রসর হল। তাকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হল মহাবীর ক্ষেমধূর্তি।

ভয়ংকর যুদ্ধের পর ভীম ক্ষেমধূর্তিকে নিহত করল।

কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে থাকলে নকুল কর্ণকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হল! ভীমসেন অগ্রসর হল অশ্বত্থামার দিকে, সাত্যকি বিন্দ ও অনুবিন্দের দিকে। দুর্যোধন ধাবিত হল যুধিষ্ঠিরের দিকে। সংশপ্তকগণ ব্যস্ত রাখল অর্জুনকে।

সাত্যকি একসময় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিহত করল। কেকয়-সেনারা ভীত হয়ে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকল।

অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্মা (দ্রৌপদী-পুত্র) নিহত করল চিত্রসেনকে।

প্রতিবিন্ধ নিহত করল চিত্ররাজাকে। কৌরবসেনারা পাণ্ডবদের প্রতাপে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র অশ্বত্থামা একাকী ধাবিত হল ভীমের দিকে।

বাণযুদ্ধের পর দু'জনেই একে অন্যের বাণাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে উভয়ের সারথিই তাদের রণাঙ্গন থেকে সাময়িক ভাবে অপসারণ করল।

অন্যদিকে অর্জুন সংশপ্তকসেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে হতাবশিষ্ট সেনাদের অকাতরে নিধন করতে থাকল।

সুস্থ হয়ে অশ্বত্থামা ভীমকে পরিত্যাগ করে অর্জুনকে নিবারণ করার জন্যে অগ্রসর হল। অশ্বত্থামা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল।

অর্জুন তখন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! এদিকে সংশপ্তকগণ, অন্যদিকে অশ্বত্থামার আহ্বান! যা উচিত কর্তব্য—তা আমায় বল।

কৃষ্ণ বললেন, তবে অশ্বত্থামাকেই রণ দান কর।

অর্জুন একদিকে অশ্বত্থামাকে যুদ্ধদান—অন্যদিকে সংশপ্তকদের

নিহত করে চলল।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর অর্জুন গুরুপুত্রকে বধ না করা সমীচীন জ্ঞান করে অশ্বত্থামার রথাশ্বগুলির রজ্জু ছেদন করল। সারথিকে নিহত করল এবং অশ্বত্থামাকে আহত করল। তখন বল্গাহীন অশ্বগুলি অশ্বত্থামার রথকে যথেচ্ছভাবে রণস্থল থেকে অপসারণ করল। অর্জুন সংশপ্তকদের নিহত করা অব্যাহত রাখল।

পাণ্ডবসৈন্যগণের উত্তরদিকে কৌরবপক্ষীয় মহাবীর দণ্ডধার পাণ্ডবসৈন্য নিহত করতে থাকলে আর্তনাদ উত্থিত হতে থাকল। কৃষ্ণ দণ্ডধারের দিকে রথ চালনা করে অর্জুনকে বললেন, দণ্ডধার ভগদত্তের মতোই বীর। সুতরাং ওকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রথমে তুমি দণ্ডধারকে বধ কর—তারপর পুনরায় সংশপ্তকদিগকে যমালয়ে প্রেরণ কোরো।

দণ্ডধার ভগদত্তের মতোই একটি বিশাল হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে পাণ্ডবসৈন্য মথিত করছিল। অর্জুন ভীষণ যুদ্ধের পর হস্তী সমেত দণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করে পাণ্ডবসৈন্যদের অভয় দান করল। অতঃপর পুনরায় সে সংশপ্তকদের অভিমুখে গমন করে অকাতরে তাদের নিধন করা শুরু করল।

অর্জুন শ্লথ গতিতে বাণক্ষেপ করছে দর্শন করে কৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, হে অর্জুন! এখন কালক্ষেপের সময় নয়। যথাসত্বর সংশপ্তকদের নিধন কর। কর্ণকে বধ করা আশু প্রয়োজন।

কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন ত্বরান্বিত হল এবং অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে বধ করল। কৃষ্ণ কপিধ্বজকে পাণ্ডবসৈন্য অভিমুখে চালনা করলেন।

এদিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীর পাণ্ড্যরাজার সঙ্গে অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলছিল। কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য নিধন করছিল।

একসময় মহাবীর পাণ্ড্যরাজ অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হল।

অন্য একদিকে কর্ণের নেতৃত্বে কৌরবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখদের

সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। উভয়পক্ষের বহু বীর ক্রমাগত নিহত হচ্ছিল। জয় পরাজয় অনিশ্চিত ছিল। কর্ণের ভীষণ প্রতাপের সম্মুখে পাণ্ডবেরা অবস্থান করতে পারছিল না।

অপরদিকে অর্জুনও মহাবিক্রমে কৌরবসৈন্য ছিন্নভিন্ন করছিল। ক্রমে দেখা গেল, কর্ণ পাঞ্চালগণকে, অর্জুন ত্রিগর্তদের এবং ভীম কৌরব ও সমস্ত হস্তিসৈন্যকে বধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সেদিন অপরাহ্নে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে পরাজিত করে বধ করতে উদ্যত হলে ভীম বাধা দিয়ে বলল, হে মহারাজ! দুর্যোধন আপনার বধ্য নয়। অতঃপর কৃতবর্মা দুর্যোধনের রক্ষায় অগ্রসর হলে ভীম প্রতিরোধ করল। তখন কর্ণকে সম্মুখে রক্ষা করে কৌরববীরেরাও উপস্থিত হল।

সাত্যকি, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, প্রভদ্রকগণ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি, কারূষ, মৎস্য, কেকয়দেশীয় সৈন্য, চেকিতান এবং যুধিষ্ঠির কর্ণবধে যত্নবান হলেন।

কর্ণ পাণ্ডববীর এবং সেনাদের বিপর্যস্ত করতে থাকলে দেবদূতের মতোই অর্জুন এসে উপস্থিত হয়ে শরজালে আকাশ আবৃত করল এবং কর্ণের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন হাস্যমুখে কর্ণের বাণগুলি প্রতিহত করতে থাকল। অর্জুনবাণে পীড়িত কৌরবসৈন্য পলায়ন করতে থাকল।

ক্রমে সূর্য অস্তাচলে গেলে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা রাত্রিকালীন যুদ্ধের ভয়ে সমস্ত সেনা অপসারণ করল। ফলত পাণ্ডবেরাও হৃষ্ট মনে শিবির অভিমুখে প্রত্যাগমন করতে থাকল।

রাত্রি উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করে মহাবীর কর্ণ প্রভাতে দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে রাজা! আজ যুদ্ধে হয় আমি অর্জুনকে বধ করব—না হয় সে আমায় বধ করবে। আমার ও অর্জুনের কার্যবাহুল্যবশত এযাবৎকাল তার ও আমার সাক্ষাৎ

হয় নি। (কর্ণ পর্ব। পঞ্চবিংশ অধ্যায়। শ্লোক ৩৪-৩৫)

[কর্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাৎ হয় নি এটা কি সত্য কথা? গত দিনের যুদ্ধেই হয়েছিল।]

কর্ণ আরও বলল, সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বিজয়' নামে আমার ধনু আছে। পরশুরাম সেই উত্তম স্বর্গীয় ধনু আমাকে দান করেছিলেন! সেই ধনু গাণ্ডীব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আজ আমি যুদ্ধে বীর ও বিজয়ীশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বধ করে বন্ধুবর্গের সঙ্গে তোমায় আনন্দিত করব। আজ আমার হস্তে তোমার সমস্ত শত্রু নিহত হবে (অর্জুন ছাড়া অন্যান্যরাও?) সমগ্র পৃথিবী তোমার হবে—তা তোমার পুত্র-পৌত্রেরা চিরদিন ভোগ করবে। (শ্লোক ৪৪-৪৮।)

কৃষ্ণের তুল্য গুণবাণ ও যুদ্ধশোভী এই শল্য যদি আমার সারথির কার্য করেন, তাহলে তোমার জয় সুনিশ্চিত। বহুতর শকট আমার অস্ত্র বহন করুক। উত্তম উত্তম বহুতর অশ্বযুক্ত রথ সর্বদা আমার পশ্চাতে আগমন করুক। (শ্লোক ৫৭-৫৯।)

কোনও ধনুর্ধরই যেমন অস্ত্রজ্ঞানে আমার তুল্য নয়—তেমন কোনও লোকই বাহুবলে শল্যের তুল্য নয়। অশ্বহৃদয় জ্ঞানে শল্যের তুল্য কেউ নেই। সুতরাং শল্য সারথি হলে আমার রথ অর্জুনের রথ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হবে।

[শ্লোকগুলি উল্লেখ করার কারণ—কর্ণের আত্মশ্লাঘা পাঠকের নিকট প্রদর্শন করা এবং কর্ণ-কুন্তী সংবাদ যে প্রক্ষিপ্ত তা প্রমাণ করা। পাণ্ডবশূন্য করার কথা কর্ণ পূর্বেও বলেছে। শুধু অর্জুন নয় সকল পাণ্ডবকেই সে বধ করতে চেয়েছিল।]

আনন্দিত দুর্যোধন বলল, হে মহাবাহু কর্ণ! তোমার সব প্রার্থনাই পূর্ণ হবে।

অতঃপর দুর্যোধন শল্যকে সারথ্য গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করলে শল্য প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে প্রশংসায় অভিভূত হয়ে রাজী হলেন। কিন্তু আত্মপ্রশংসায় শল্যও কম যায় না।

শল্যের সারথ্যে কর্ণ রথে অধিষ্ঠিত হলে দুর্যোধন বলল, আমার মনে আশা ছিল, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ যুদ্ধে অর্জুন ও ভীমকে নিশ্চয়ই বধ করবেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। তুমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কর অথবা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে বধ কর।

মহাবীর কর্ণ শল্যকে বলল, আপনি রথ চালনা করুন। আমি অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করব। (শ্লোক ৭২।)

স্পষ্টবাদী শল্য কিন্তু কর্ণের আত্মগর্ব সহ্য করলেন না। বললেন, পাণ্ডবেরা সকলেই সর্বাস্ত্রজ্ঞ, মহাধনুর্ধর, মহাবল, যুদ্ধে অপলায়নকারী, অজেয়। এঁরা যুদ্ধে ইন্দ্রেরও ভীতি উৎপাদন করতে পারেন। তুমি এঁদের অবজ্ঞা করছ কেন? তুমি যখন গাণ্ডীবধ্বনি শ্রবণ করবে বা যুদ্ধরত ভীম, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করবে তখন নিশ্চয়ই এমন কথা বলার সাহস করবে না। হে কর্ণ! তুমি আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত হও। তুমি ভীষণ আত্ম-অহঙ্কারী এবং অসঙ্গতভাষী। অর্জুন—অর্জুনই। তোমার কি বিরাটরাজার গোধন অপহরণের ঘটনা—গন্ধর্ব চিত্রসেন কর্তৃক দুর্যোধন ও কৌরব-নারীদের বন্দী করার ঘটনা অথবা জয়দ্রথ-বধের ঘটনা স্মরণ হয় না? সেখানে তোমার ভূমিকা কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? তুমি আজ তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই অর্জুনের সম্মুখবর্তী হয়েও অযথা আত্মগর্ব কোরো না। তোমার এই আত্মগর্বের ফলেই এই বিশাল লোকক্ষয়

উপস্থিত হয়েছে। তুমিই এই অসংখ্য ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের জন্যে উত্তরদায়ী।

ক্রুদ্ধ কর্ণ বলল, আপনি শত্রুর প্রশংসা করছেন।

শল্য বললেন, আমি স্পষ্টবক্তা। তোমার হিতের জন্যেই কথাগুলি বললাম। আমার উপদেশ স্মরণে রেখো।

কর্ণ বলল, উত্তম। আপনি অর্জুন অভিমুখে রথ চালনা করুন।

কর্ণ কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে জনে জনে উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকলেন, আজ অর্জুন কোথায়—তা আমাকে কেউ প্রদর্শন করলে তাকে আমি গ্রাম-রত্নাদি নানান দুর্মূল্য বস্তু দান করব।

কর্ণের এই উক্তি শ্রবণ করে দুর্যোধন আনন্দিত হল। কিন্তু বিরক্ত শল্য বললেন, হে কর্ণ! তোমাকে অর্জুনের সংবাদের জন্যে দান করার প্রয়োজন নেই। স্বভাবতই তুমি আজ অর্জুনকে দর্শন করবে। তুমি মোহবশত কৃষ্ণ আর অর্জুনকে বধ করার কামনা করছ। হায়! তোমার এমন কোনও বন্ধু নেই যে তোমাকে নিষেধ করে! হে কর্ণ! দুর্যোধনের হিতের জন্যেই আমি বলছি যে, তুমি যদি মঙ্গল কামনা কর তবে সমস্ত যোদ্ধা যখন তোমাকে রক্ষা করতে থাকবেন—তখনই তুমি অর্জুনের সম্মুখবর্তী হও। একাকী কদাচ নয়।

শল্য কর্ণের দম্ভ অসহ্য বোধ করে নানান কটূক্তি করলেন। কর্ণও বহু কথা বলল। উত্তেজিত কর্ণ বলল, সহস্র কৃষ্ণ বা সহস্র অর্জুন আসুক, আমি একাকী তাদের বধ করব।

শল্য এবং কর্ণের কলহে শেষপর্যন্ত দুর্যোধনকে হস্তক্ষেপ করতে হল। মধুর বচনে দুর্যোধন উভয়ের প্রশংসা করে উভয়কেই নিবৃত্ত করলে শল্য কর্ণের রথ শত্রুসেনার অভিমুখে পরিচালিত করলেন।

কালরূপী যমের মতো কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করল। অপর দিকে অর্জুন হতাবশিষ্ট সংশপ্তকদের দিকে মৃত্যুর মতো ধাবিত হল।

কর্ণের পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন কর্ণের চক্ররক্ষক হয়ে প্রাণের মমতা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে থাকল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষসেন পৃষ্ঠ-রক্ষক হিসাবে অধিষ্ঠান করতে থাকল। কৌরবপক্ষীয় বীরেরা কর্ণকে বেষ্টন করে রইল।

এক সময় যুধিষ্ঠির আর কর্ণের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম শুরু হল। বিক্রমে কেউই কারও অপেক্ষা ন্যূন নন। তবু শেষপর্যন্ত কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করল। যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্তির রথে আশ্রয় নিলেন।

যুধিষ্ঠিরের উৎসাহে ভীমসেন সাত্যকি প্রমুখ রথিরা বিপুল বেগে কৌরবসৈন্যকে আক্রমণ করল। কৌরবসেনারা হতোদ্যম হয়ে পলায়নে তৎপর হয়ে উঠল।

দুর্যোধন প্রমুখ রথিরা বহু কষ্টে সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে পুনরায় পাণ্ডবদের প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হল।

যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ে ক্রোধে উন্মত্ত ভীম কর্ণের দিকে ধাবিত হল। কর্ণও আত্মশ্লাঘা করে শল্যকে বলল, ভীমকে নিহত বা বি-রথ করলে অর্জুন নিশ্চয়ই আমার নিকটে আগমন করবে। আমার পক্ষে তা উত্তম হবে।

শল্য বললেন, তুমি ভীমের দিকেই গমন কর। ভীমকে নিরস্ত করে তুমি অর্জুনকে লাভ করবে—তাহলেই তোমার চিরদিনের অভীষ্ট সম্পূর্ণ হবে।

ভীম এবং কর্ণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। এক সময়ে ভীমের পদাঘাতে রথের মধ্যে কর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়লে সারথি রথ সহ তাকে অপসারণ করল। যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ভীম হৃষ্ট মনে কৌরবসৈন্য নিধনে প্রবৃত্ত হল।

দুর্যোধন কর্ণকে রক্ষা করার জন্যে ভীমের উদ্দেশ্যে ভ্রাতাদের প্রেরণ করল।

বিবিৎসু, বিকট, সহ, ক্রাথ, নন্দ, উপনন্দকে ভীম যমালয়ে প্রেরণ করলে অবশিষ্টেরা ভীত হয়ে পলায়ন করল।

অন্যদিকে গাণ্ডীবধারী অর্জুন অকাতরে সংশপ্তক ও কোশল-সৈন্যক্ষয় করে চলেছিল।

কুরুক্ষেত্রে শুধু মৃত্যু—মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রতিধ্বনি।

এক সময় অর্জুন কর্ণের হস্তে নিপীড়িত পাঞ্চালসৈন্যদের দুর্দশা দর্শন করে কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! কর্ণকে প্রতিরোধ করার জন্যে আমার গমন করা উচিত। তোমার কী অভিমত?

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি কৌরবসৈন্য ক্ষয় কর।

অতঃপর ক্রুদ্ধ, রক্তনয়ন ও মহাতেজা কৃষ্ণ ও অর্জুন কৌরব-ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে কৌরবসেনা ধ্বংস করতে থাকলেন। কাম্বোজ, যবন ও শকসৈন্যেরা রক্তাক্ত হয়ে পতিত হতে থাকল। দুর্যোধন প্রেরিত সংশপ্তকগণ আগমন করলে অর্জুন তাদেরও বধ করতে থাকল।

অর্জুনকে প্রতিহত করার জন্য অশ্বত্থামা পুনরায় অর্জুনের সম্মুখীন হল এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হল।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! গুরুপুত্র বলে অশ্বত্থামাকে উপেক্ষা কোরো না। এখন উপেক্ষা করার সময় নয়।

উদ্দীপ্ত অর্জুন প্রবল বেগে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করে আহত করল। অচৈতন্য অবস্থায় অশ্বত্থামা রণক্ষেত্র থেকে অপসৃত হল!

অশ্বত্থামাকে জয় করার পর অর্জুন কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! দেখ, পাণ্ডবসৈন্যগণ পলায়ন করছে। কর্ণ মহারথদের মথিত করছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির তো দৃষ্টই হচ্ছেন না। তাঁর কুশল সংবাদ লাভ করার পরেই আবার আমি শত্রু নিধন করব।

যুধিষ্ঠির কর্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দূরে অবস্থান করছিলেন।

কৃষ্ণ সেদিকেই রথ চালনা করলেন।

এদিকে অশ্বত্থামা এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিশোধস্পৃহ অশ্বত্থামার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে অশ্বত্থামা রথহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হল।

এই সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন! ধৃষ্টদ্যুম্ন সঙ্কটে পতিত হয়েছে। অশ্বত্থামা তাকে বধ করার উদ্যোগী হয়েছে। তুমি শীঘ্র অশ্বত্থামাকে নিবারণ কর।

অর্জুন তখনই অসংখ্য বাণে অশ্বত্থামাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করে অর্জুনকে গ্রহণ করল। সেই অবসরে সহদেব ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে অপসৃত হল।

অর্জুন-বাণে অশ্বত্থামা পুনরায় বিহ্বল হলে তার সারথি তাকে অপসারণ করল।

এক সময় কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! কর্ণ তোমার কপিধ্বজ দর্শন করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় ওই প্রত্যাবর্তন করছে।

কর্ণ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অপমান করে অপরাধী হয়েছিল। সুতরাং ওর কাল উপস্থিত হয়েছে। অতএব তুমি এখন কর্ণকে গ্রহণ কর। কৌরবসৈন্য পরস্পর রক্ষিত হয়ে তোমার অভিমুখবর্তী হয়েছে। তুমি যত্ন সহকারে মহাধনুর্ধর কর্ণকে আত্মদর্শন করাও। (শ্লোক ৫১-৫৪। ষঠচত্বারিং অধ্যায়।)

এরপর কৃষ্ণ আরও বললেন যে, যুধিষ্ঠির জীবিত রয়েছেন।

অতঃপর অর্জুন পুনরায় কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল!

[এবার কিছু পুনরুক্তি ও আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা দেখা যায়।

কর্ণ ভার্গব অস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে থাকলে ভীত

অর্জুন বলে, এ অস্ত্র কোনও প্রকারেই আমি প্রতিহত করতে সমর্থ নই। (ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়। শ্লোক ৬১।)

অর্জুনের কথা শ্রবণ করে বুদ্ধিমান কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠির গুরুতর ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন! সুতরাং তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—আশ্বাস দিয়ে এসে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং কর্ণকে বধ কর।

কৃষ্ণ এই কথা বলে যুদ্ধে কর্ণকে পরিশ্রান্ত করবেন বলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ছলে প্রস্থান করলেন। (শ্লোক—৬৭।)

অথচ কিছু আগেই কৃষ্ণ কালপীড়িত কর্ণকে গ্রহণ করার জন্যে উদ্দীপ্ত করছিলেন অর্জুনকে!

এরপরের কাহিনীও আষাঢ়ে! যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে আহত যুধিষ্ঠির মনে করেন যে, অর্জুন কর্ণকে বধ করে এসেছে। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন যে, কর্ণ তখনও জীবিত, তিনি অর্জুনের গাণ্ডীবকে অপমান করলেন। ফলে উত্তেজিত অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। অবশেষে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় দুজনের ক্রোধের উপশম ঘটে এবং অর্জুন কর্ণ-বধের প্রতিজ্ঞা করে রণক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত হয়।

এই প্রক্ষিপ্ত অংশ দ্বারা কৃষ্ণের মহিমা উজ্জ্বল হয় নি। প্রকারান্তরে কৃষ্ণকে ধূর্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অর্জুনচরিত্রও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরম সংযমী অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ওরকম ব্যবহার করতে পারে—তা অকল্পনীয়। দ্যূতসভায় আমরা অর্জুনের আচরণ লক্ষ্য করেছি। উত্তেজিত ভীমকে সে শান্ত করেছে। ভীষ্মবধের অংশেও আমরা অর্জুনকে লক্ষ্য করেছি। এ অর্জুন সে অর্জুন নয়।]

অর্জুন পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলে কৌরবপক্ষীয় বীরেরা

অর্জুনের দিকে ধাবিত হল। অর্জুন তাদের নিধন করে কর্ণের সৈন্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হল। অর্জুনকে দর্শন করে নব বলে বলিয়ান হয়ে ভীম কৌরবসেনা মন্থন করা শুরু করল। শত শত কৌরববীরকে নিহত করে শকুনিকে পরাজিত করে ভীম কৌরবসেনা ভগ্ন করে ফেলল।

অন্যদিকে কর্ণ পাঞ্চাল নিধনে ব্যস্ত রইল।

অর্জুন কর্ণের দিকে অগ্রসর হতে হতে কৃষ্ণকে বলল, হে কৃষ্ণ! কর্ণের রথ-ধ্বজা দৃশ্যমান হয়েছে! ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। পাঞ্চালেরা কর্ণের ভয়ে পলায়ন করছে। আমরা কর্ণকে আক্রমণ না করলে পাঞ্চালগণের রক্ষা নেই। তুমি কর্ণের দিকে রথ চালনা কর। আজ আমি কর্ণকে বধ না করে প্রত্যাবর্তন করব না।

শল্য দূরে থেকে কপিধ্বজকে লক্ষ্য করে কর্ণকে বলল, হে কর্ণ! তুমি যার কথা জিজ্ঞেস করছিলে—সেই কৃষ্ণসারথিযুক্ত রথ শত্রু সংহার করতে আসছে। কর্ণ! তুমি যদি আজ অর্জুনকে বধ করতে পারো তো আমাদের মঙ্গলই হবে। দেখ কর্ণ! অর্জুন শত্রু সংহার করতে করতে বেগে তোমার দিকেই আগমন করছেন। অর্জুনের পার্শ্বরক্ষক এবং পৃষ্ঠরক্ষকদেরও দেখছি না। অর্জুন একাকীই তোমার দিকে আসছেন। ফলে সফলতার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তুমি অর্জুন-বধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি ভিন্ন অর্জুনের সম্মুখবর্তী হওয়ার সাহস কারও নেই। তুমি প্রস্তুত হও।

কর্ণ বলল, হে মদ্ররাজ শল্য! আজ আপনি আমার বাহুবল দর্শন করবেন। আমি একাকীই পাণ্ডবসহ পাণ্ডবসৈন্য নিধন করব। আপনি আমার পুরুষকার দেখুন।

দুর্যোধন কর্ণের নিকট এসে উপস্থিত হলে কর্ণ বলল, হে রাজা! কৃপ, কৃতবর্মা, শকুনি, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ ও অশ্বারোহী অর্জুনের দিকে ধাবিত হোক। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে

পরিশ্রান্ত করুক। ওরা ক্ষতবিক্ষত হলে আমি অনায়াসে ওদের বধ করতে সক্ষম হব।

কর্ণের আদেশে মহারথেরা অর্জুনকে বেষ্টন করে অস্ত্রাঘাত করা শুরু করল। অর্জুন যুদ্ধে তাদের গ্রহণ করল। অর্জুন-বাণে আকাশ আচ্ছন্ন হল। অর্জুনের রক্ষার্থে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও অগ্রসর হলেন।

সূর্যরশ্মি যেমন মেঘ ছিন্ন করে গমন করে—অর্জুনের রথও মদজলবর্ষী মেঘতুল্য হস্তিগণকে ভেদ করে সকল দিকে গমন করতে থাকল। গাণ্ডীব থেকে বজ্রপাতের মতো শব্দ উত্থিত হতে থাকল।

অর্জুন ভীমের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে যুধিষ্ঠিরের কুশল বার্তা প্রদান করে তার অনুমতিক্রমে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করল!

ভীম আর অর্জুনের বাণে বেষ্টিত হয়ে কৌরবসৈন্য নিরুৎসাহ, হতোদ্যম হয়ে পড়ল। 'রক্ষা কর—রক্ষা কর' বলে কর্ণকে আহ্বান করতে থাকল এবং ক্রমে কর্ণের কাছে গমন করে আশ্রয় প্রার্থনা করল।

কর্ণ তখন পাঞ্চালদের পুনরায় আক্রমণ করে নিধন করা শুরু করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকির সঙ্গে কর্ণের মহারণ চলতে থাকল। অর্জুন পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করার জন্যে দ্রুত কর্ণের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পৃষ্ঠরক্ষক হিসাবে তাকে অনুসরণ করল ভীম।

এই সময়ে দুঃশাসন ভীমকে প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হল। ভয়ংকর সংগ্রাম শুরু হল। দুঃশাসনের বাণে ভীম আহত হল। ক্রুদ্ধ ভীম গদা ধারণ করে বলল, তুই আমাকে আহত করেছিস। এবার আমার গদাঘাত সহ্য কর। আজই এই যুদ্ধমধ্যে আমি তোর রক্ত পান করব। ভীম-নিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের মস্তকে

আঘাত করল। দুঃশাসন রথ থেকে পতিত হল। ভীম দুঃশাসনকে লক্ষ্য করে তার পূর্বকৃত সব অপরাধ স্মরণ করে অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল। তখন সে চিৎকার করে কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে বলল, হে সমস্ত যোদ্ধাগণ! আজ আমি পাপী দুঃশাসনকে বধ করছি। আপনারা যদি পারেন তো ওকে রক্ষা করুন। অতঃপর ভীম অসি হস্তে রথ থেকে লম্ফ প্রদান করে দুঃশাসনের দিকে বেগে ধাবিত হল। অসি দ্বারা তার কণ্ঠ ছিন্ন করে রক্ত পান করল। বলল, পাপাত্মা—মৃত্যু তোকে রক্ষা করুক। তারপর ভীম দুঃশাসনের মস্তক ছেদন করল।

ভীমের এই ভয়ঙ্কর কার্যকে দর্শন করে কৌরবসৈন্যরা বেগে পলায়ন করতে থাকল।

কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটে আগমন করলে ভীম বলল, হে অর্জুন! আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছি। এখন দুর্যোধনকে উরুভঙ্গ করে তার মস্তকে পদাঘাত করতে সক্ষম হলেই আমার শান্তি—আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়।

ভ্রাতা দুঃশাসনের মৃত্যুদর্শনে ক্রুদ্ধ নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, আলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ, সুবর্মা ভীমকে আক্রমণ করল। ভীম অনায়াসে সেই দশজন ধার্তরাষ্ট্রকে যমালয়ে প্রেরণ করল।

শল্য কর্ণকে বললেন, রাজগণ ভীমের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করছে। ওদিকে অর্জুন তোমার নিকটবর্তী হচ্ছে। তুমি অর্জুনকে বধ করতে পারলে বিপুল কীর্তির অধিকারী হবে। পরাজয় হলেও নিশ্চিত স্বর্গ।

ওদিকে কর্ণপুত্র বৃষসেন এবং নকুলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধে নকুলকে সঙ্কটজনক অবস্থায় দর্শন করে ভীম অর্জুনকে বলল, নকুল সঙ্কটে। ওকে উদ্ধার কর।

অবিলম্বে কপিধ্বজ বৃষসেনের সম্মুখে উপস্থিত হল। বৃষসেন

মহাবেগে অর্জুনকে আক্রমণ করল।

ক্রুদ্ধ অর্জুন মৃদু হাস্য করে কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরদের উদ্দেশ্য করে বলল, আজ আমি বৃষসেনকে আপনাদের সম্মুখেই বধ করব। সাধ্য থাকে তো রক্ষা করুন। মুহূর্তকাল পরেই গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হয়ে বাহুযুগল ও মস্তকশূন্য হয়ে বৃষসেন রথ থেকে পতিত হল।

কর্ণ পুত্রবধ দর্শন করে ক্রোধান্বিত হয়ে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে পার্থ! স্থির হও। শল্যসারথি কর্ণ তোমার দিকেই আগমন করছে।

অর্জুন বলল, হে কৃষ্ণ! তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট—তখন জয় আমার অবশ্যম্ভাবী। অর্জুন আজ কর্ণকে বধ না করে প্রত্যাগত হবে না। তুমি কর্ণের দিকে রথ চালনা কর।

কিছুকালের মধ্যেই দুই মহারথ পরস্পরের সম্মুখীন হল। কৌরবপক্ষীয়রা কর্ণকে বেষ্টন করল—পাণ্ডবপক্ষীয়রা অর্জুনকে। শুরু হয়ে গেল মহারণ। অর্জুন ও কর্ণ একে অন্যের পক্ষের যোদ্ধাদের নিহত করতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যকেও আঘাত করতে থাকল। সমস্ত রণাঙ্গনে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা! এক সময়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের হস্ত ধারণ করে মিনতি পূর্ণ স্বরে বলল, হে সখা, দুর্যোধন! এখনও প্রসন্ন হও। শান্ত হও। পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধকে ধিক্কার! তুমি পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিলিত হয়েই রাজ্যশাসন কর। আমি নিষেধ করলে অর্জুন যুদ্ধ স্থগিত করবে। কৃষ্ণ তো বিরোধই ইচ্ছা করেন না। আর যুধিষ্ঠির সর্বদাই প্রাণিগণের হিত সাধনে নিরত। ভীম, নকুল, সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবর্তী। তুমি সন্ধি কর। হতাবশিষ্ট রাজ্য এবং যোদ্ধারা আপন আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করুক। শত্রুতার অন্ত হোক। পাণ্ডবেরা সর্বদাই তোমার আনুগত্য স্বীকার

করবে! তাই তুমি জগতে মঙ্গলের জন্যে প্রসন্ন হও। পাণ্ডবেরা তোমার স্বাভাবিক মিত্র। তুমি সেই মিত্রতা লাভ কর। (পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়। শ্লোক ২০-২৮।)

অশ্বত্থামার বিনীত আবেদনে দুর্যোধন বলল, হে সখা! তুমি যা বললে তা সত্য। কিন্তু দুঃশাসনের ভয়ঙ্কর মৃত্যু আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে আছে। তাছাড়া অর্জুনও কর্ণকে বধ করতে সমর্থ হবে না। অর্জুন আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। সুতরাং কর্ণ তাকে বলপূর্বক বধ করবে। (শ্লোক ৩১।)

ক্রমে কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ শুরু হল। দুই মহারথের রণহুংকারে রণক্ষেত্র কম্পিত হতে থাকল। কর্ণ-নিক্ষিপ্ত মহাবাণসমূহ যেমন অর্জুনকে বিদ্ধ করতে থাকল - তেমন অর্জুনের বাণও বিদ্ধ করতে থাকল কর্ণকে। জয় পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে উঠল। দুই পরম শত্রু আজ চরম ফলাফলের জন্যে পরস্পরের মুখোমুখি।

অর্জুন আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলে কর্ণ বারুণাস্ত্র দ্বারা তা প্রতিহত করল।

অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করলে কর্ণের দেহ বাণে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। কর্ণ ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রতিহত করল। অবসর মতো কর্ণ পাঞ্চালসৈন্যও বধ করল!

ভীম ক্রোধে আরক্ত নয়ন হয়ে অর্জুনকে বলল, হে অর্জুন! তোমার সম্মুখে অবস্থান করে এই পাপাত্মা—ধর্মহীন সূতপুত্র কেমন করে পাঞ্চালদের বধ করছে? তুমি কেন উপেক্ষা করছ? এখন কি উপেক্ষা করার সময়? আনন্দিত কৌরবদের কোলাহল শ্রবণ করছ না? তোমার কি স্মরণ হচ্ছে না দ্রৌপদীর সেই অপমান? সেই অপমানের হোতা হচ্ছে সূতপুত্র কর্ণ। হে ধনঞ্জয়! তুমি যদি সমর্থ না হও। তবে বল। গদাঘাতেই আমি নিহত করব পাপাত্মা কর্ণকে।

কৃষ্ণও বললেন, হে পার্থ ! কৌরবেরা চিন্তা করছে যে কর্ণ অস্ত্র দ্বারাই তোমার অস্ত্র প্রতিহত করবে। তুমি ধৈর্য অবলম্বন করে কর্ণকে বধ কর।

ভীম আর কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে অর্জুন বলল, হে কৃষ্ণ! অনুমতি কর। আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করছি।

কর্ণ কিন্তু অর্জুনের সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করল!

তখন উত্তেজিত ভীম বলল, হে অর্জুন! তুমি আরও একটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর।

অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রে শত শত কৌরবসেনা নিহত হতে থাকল। ব্রহ্মাস্ত্র থেকে অসংখ্য শর আত্মপ্রকাশ করে কর্ণের রথকে আবরিত করল।

ক্রমে কর্ণ তিনটি বাণে ভীম, কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আহত করে সিংহনাদ করে উঠল।

অর্জুনও বাণ দ্বারা কর্ণ-পুত্র সুষেণ, শল্য ও কর্ণকে বিদ্ধ করে এক রাজপুত্রকে নিহত করল। পুনরায় সে বাণক্ষেপ করে কর্ণকে বিদ্ধ এবং শত শত কৌরবসেনাকে যমালয়ে প্রেরণ করল।

পরিবর্তে কর্ণও পাণ্ডবসৈন্য নিহত করতে থাকল। জয় পরাজয় অনিশ্চিত রেখে দুই মহাবীর যুদ্ধ করে চলল।

ক্রমে অর্জুন মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে কর্ণকে আহত করল। কর্ণের চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী ও পৃষ্ঠরক্ষকদের রথ এবং সারথি সহ নিহত করল। ধার্তরাষ্ট্রেরা এবং হতাবশিষ্ট কৌরবেরা কর্ণকে ত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকল। তা দর্শন করে দুর্যোধন কৌরববীরদের কর্ণের রথের অনুগমন করার আদেশ দিল। তবু কর্ণ পরিত্যক্ত হল। গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বাণের সম্মুখে কেউ অবস্থান করতে পারল না।

কৌরবসৈন্যেরা অর্জুনের বাণ পতনের সীমারেখার বাইরে অবস্থান করে দুই মহারথের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করতে থাকল।

যেন অনন্তকাল ধরে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলতেই থাকল। কখনও কর্ণ পরাক্রমশীল, কখনও বা অর্জুন। সহসা কর্ণের রথচক্র ভূমি গ্রাস করল।

ক্রমে কর্ণ ও অর্জুন উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে উঠল।

এক সময়ে কর্ণ এক ভীষণ নাগবাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনের সুপ্রসিদ্ধ কিরীটটিকে তার মস্তক থেকে পাতিত করল।

তখন ক্রুদ্ধ অর্জুন এক ভীষণ অস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে গাণ্ডীবে স্থাপন করল। সেই অবসরে ভূমি কর্ণের রথচক্রকে আরও অধিক গ্রাস করেছে।

কর্ণ বলল, হে অর্জুন! একটু অপেক্ষা কর। দৈববশত আমার রথচক্রকে ভূমি গ্রাস করেছে। বৃদ্ধ, অনিচ্ছুক, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, যুদ্ধ-বিরামপ্রার্থী, অস্ত্রত্যাগী, বাণশূন্য, ভ্রষ্ট কবচ, ভগ্নাস্ত্র যোদ্ধার প্রতি কোনও সৎ যোদ্ধা অস্ত্রক্ষেপ করে না। তুমি জগতে মহাবীর, সৎচরিত্র, এবং যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। অতএব কিছুকাল অপেক্ষা কর। আমি যতক্ষণ না রথচক্র উদ্ধার করি ততক্ষণ তুমি আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পার না।

কৃষ্ণ বললেন, হে রাধানন্দন! তুমি এখন ধর্মকে স্মরণ করছ। নিচ লোকেরা বিপদে পতিত হলে ভাগ্যকে দোষারোপ করে—নিজের দুষ্কর্মের নিন্দা করে না। দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় অপমানিত—লাঞ্ছিত করার সময় তোমার ধর্মবোধ কোথায় ছিল? দ্যূত ক্রীড়ার সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বৎসর পরেও যে তোমরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রত্যর্পণ কর নি—তখন তোমার ধর্মবোধ কোথায় গিয়েছিল? বারণাবতে পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করার সময় তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল? যখন তোমরা ছয় মহারথ এক সঙ্গে নিরস্ত্র কবচহীন বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্মকে স্মরণ করে কী লাভ? আজ ধর্মাচরণ করেও তুমি জীবিতাবস্থায় মুক্তি

লাভ করবে না।

কর্ণ কোনো প্রতি উত্তর করতে সক্ষম না হয়ে যুদ্ধের জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হল।

কৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! তুমি দৈবাস্ত্র দ্বারাই কর্ণকে রথ থেকে নিপাতিত কর।

কর্ণ অর্জুনের ওপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে রথচক্র উদ্ধার করার চেষ্টা করল। অর্জুনও সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করে অন্য অস্ত্র দ্বারাই কর্ণকে প্রহার করতে থাকল। কর্ণও দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করে অর্জুনের অস্ত্র প্রতিহত করল। এরপর কর্ণ অর্জুনকে নিহত করার জন্যে একটি ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করল। অর্জুন বিদ্ধ হল। গাণ্ডীব-ধৃত হস্ত শিথিল হল। দেহ কম্পিত হতে থাকল।

সেই অবসরে কর্ণ রথ থেকে অবতরণ করে চক্র উদ্ধারের জন্যে পুনরায় চেষ্টা করল।

চৈতন্যলাভ করে যমদণ্ড তুল্য একটি অঞ্জলিক বাণ গ্রহণ করল অর্জুন। সেই বাণ ধনুতে স্থাপন করে অভিমন্ত্রিত করল। তারপর গাণ্ডীব আকর্ষণ করে অর্জুন বলল, আমার এই বাণ শত্রুর শরীর ও প্রাণনাশকারী হোক।

গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত সেই মহাবাণ কর্ণের মস্তক হরণ করল। প্রথমে র্ণের ছিন্ন মস্তক ভূমিতে পতিত হল, তারপর দেহ!

মহাবীর কর্ণ নিহত হলে পাণ্ডবেরা আনন্দে কোলাহল করে ল।

মহারথ কর্ণ বাণব্যাপ্ত দেহে এবং রক্তলিপ্ত অঙ্গে ভূতলে পতিত ায়িত রয়েছে দর্শন করে মদ্ররাজ শল্য ছিন্নধ্বজ রথ নিয়ে প্রস্থান লন। (শ্লোক ১৭৬। ষটষষ্টিতম অধ্যায়।)

ভয়ার্ত কৌরবেরা পলায়ন করতে থাকল।

কর্ণের মৃত্যুকে বড় বেশি মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা

হয়েছে। তাতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের চরিত্রের হানি ঘটেছে। কর্ণ বীর নিঃসন্দেহে—কিন্তু সে কত বড় বীর? অর্জুনের থেকেও বড়? মহাভারতে কর্ণ আর অর্জুনের বিভিন্ন যুদ্ধ কিন্তু সে কথা বলে না—সে কথা প্রমাণ করে না।

কর্ণ যদি অর্জুনের থেকেও বড় বীর হত, তবে কর্ণ কি দ্রোণের ষড়যন্ত্রে সহমত হয়ে অর্জুনকে মূল রণক্ষেত্র থেকে দূর করার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করত? তার অহংবোধ কি আহত হত না?

জয়দ্রথ বধের দিন কর্ণ অর্জুনকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় নি কেন? জয়দ্রথকে রক্ষার দায়িত্ব তো তারও ওপরে ন্যস্ত ছিল? কেন সে ব্যর্থ হল?

কর্ণের মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার জন্যে দু'টি আষাঢ়ে কাহিনীও উপস্থিত করা হয়েছে। এক, গুরু পরশুরাম নাকি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুকালে কর্ণ কোনও অস্ত্রকে স্মরণ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা কী দেখি? মূলত দৈবাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। কর্ণ কোনও প্রতিষেধক অস্ত্রের কথাই বিস্মৃত হয় নি। সে অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রও প্রতিহত করেছে।

দ্বিতীয় কাহিনী, কোনও এক ব্রাহ্মণ নাকি অভিশাপ দিয়েছিল যে, তার রথচক্র ভূমি গ্রাস করবে। কর্ণের অপরাধ—সে অজ্ঞাতে এই ব্রাহ্মণের গোহত্যা করেছিল।

কর্ণের রথচক্র ভূমি গ্রাস করেছিল হয়তো সত্য। তবে তা নিশ্চ ব্রাহ্মণের অভিশাপের জন্যে নয়। যাহোক, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ক কেন রথচক্র উদ্ধারে প্রবৃত্ত হল? সে দায়িত্ব তো সারথি শল্যের জয়দ্রথ বধের দিনে আমরা দেখেছি—অর্জুন গাণ্ডীব হস্তে শত্রুকে প্রতিহত করছে—কৃষ্ণ অশ্ব এবং রথের পরিচর্যা করছেন। যুদ্ধ স্থগিত করে কর্ণ রথচক্র উদ্ধারে প্রবৃত্ত হল, সারথি শল্য নির্বিবর রইলেন। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য—যুক্তিসম্মত?

কর্ণের অনুগামী আরও রথ ছিল। অন্য রথে আরোহণ করা কর্ণের পক্ষে নতুন কিছু ছিল না। সে অন্য রথে আশ্রয় গ্রহণ করে নি কেন? এই অংশটি যে প্রক্ষিপ্ত তার প্রমাণ ছেষট্টিতম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা-১৭৬! সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কর্ণের পতনের পর মদ্ররাজ শল্য ছিন্নধ্বজ রথ নিয়ে প্রস্থান করলেন। তিনি রথচক্র উদ্ধার করেছিলেন এমন কোনও কথা বলা হয় নি। এছাড়াও —মদ্ররাজ দ্রুত পলায়ন করে যখন দুর্যোধনের কাছে উপস্থিত হয়ে কর্ণের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—তখন তিনি একবারও রথচক্র গ্রাস হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। (সাতষট্টিতম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৯-১৪।) সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে কৃষ্ণ কোনো কূটকৌশল অবলম্বন করেন নি এবং অর্জুনও কোনও অধর্মের আশ্রয় নেয় নি। কর্ণ অর্জুনের অস্ত্র প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং অর্জুন আত্মশ্লাঘী কর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা! কর্ণের মৃত্যু বেদনাদায়ক সত্য। কিন্তু যে কর্ণ অযুত মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী—তার মৃত্যু কতটা দুঃখজনক হতে পারে? ক্ষুদ্রতা ছাড়া কর্ণচরিত্রে মহানতা কোথায়—কতটুকু?]

কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্যদলে হাহাকার এবং ভয়ার্ততা বিরাজ করতে থাকল। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ হতে থাকল! কৌরবসেনারা পলায়নে বদ্ধপরিকর হল। অবশেষে সূর্য অস্তাচলগামী হলে শল্যের পরামর্শে দুর্যোধন সেইদিনের যুদ্ধের বিরতি ঘটিয়ে কর্ণ-বিয়োগে দুঃখিত হৃদয়ে শিবিরে প্রস্থান করল।

আচার্য কৃপ কৌরবসৈন্যদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কর্ণশোকাতুর দুর্যোধনকে সন্ধির পরামর্শ দিলেন। বললেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর কৃষ্ণের আবেদন যুধিষ্ঠির কোনও প্রকারেই প্রত্যাখ্যান করবেন না। ধৃতরাষ্ট্র আদেশ করলে যুধিষ্ঠির তোমাকেই

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এখনও সময় রয়েছে পুত্র।

দুর্যোধন বলল, হে আচার্য! আপনি যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই কথা বলেছেন, সত্য। কিন্তু সন্ধি আর সম্ভব নয়। তারা কেন স্বীকার করবে আমাদের সব দুর্ব্যবহার? যুদ্ধ করাই আমি সুনীতি বলে বিবেচনা করি! বয়স্য, ভ্রাতা ও পিতামহকে নিপাত করে এখন আমি যদি আত্মরক্ষা করি, তবে লোকনিন্দা ঘটবে। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করাই আমার কাছে বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর অশ্বত্থামার নির্দেশে দুর্যোধন শল্যকে সৈনাপত্যে বরণ করল। আনন্দিত মদ্ররাজ শল্যও আত্মশ্লাঘায় কম নন। তিনি বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন কোনও রকমেই আমার তুল্য নয়। তোমার সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

পাণ্ডবশিবিরে মদ্ররাজ শল্যের সৈনাপত্যের সংবাদ পৌঁছোলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ! মহাবীর শল্যকে নিধন করার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন আপনি। আপনিই শল্যকে বধ করবেন।

পরদিন প্রভাতে শুরু হল যুদ্ধ। পাণ্ডবদের প্রচণ্ড আক্রমণে কৌরবব্যূহ ভগ্ন হল। তখন শল্য সারথিকে যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে রথ চালনা করতে বললেন।

অপরদিকে নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেন এবং সত্যসেনকে নিহত করল।

মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবসৈন্য পীড়ন শুরু করলে যুধিষ্ঠির প্রমুখ বীরেরা তাঁকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মদ্ররাজ অপ্রতিহত শক্তিতে পাণ্ডবদের পর্যুদস্ত করতে থাকলেন।

অন্যদিকে অর্জুনও কৌরববীর ও সৈন্যদের মথিত করছিল।

এক সময় যুধিষ্ঠির আর শল্যের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হল।

ঘোর যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মহাবীর শল্যকে বধ করলেন। পরে তাঁর ভ্রাতাকেও নিহত করলেন।

তবু বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলছিল। ভীম দুর্যোধন ব্যতীত অবশিষ্ট ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করল। অর্জুন বধ করল সুশর্মাকে।

ভীষণ যুদ্ধের পর সহদেব বধ করল শকুনি এবং তার পুত্র উলূককে। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের উপহাসকারী সকলেই নিহত হল।

শকুনির মৃত্যুতে দুর্যোধন যেন চূর্ণ হয়ে গেল। চতুর্দিকে পাণ্ডবদের জয়ধ্বনি শ্রবণ করে সে নিজেকে সহায় শূন্য বলে বোধ করল। অতঃপর গদা ধারণ করে একাকী রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পাদচারে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে যাত্রা করল।

ক্রমে যুদ্ধ ভঙ্গ হল। অবশিষ্ট সেনারাও পলায়ন করল। কৌরবপক্ষের জীবিত তিন মহারথ কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাও দুর্যোধনের সংবাদ লাভ করে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে গমন করলেন।

তাঁরা দুর্যোধনকে আহ্বান করে বললেন, রাজা আপনি জল থেকে উঠুন। আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। তারপর হয় জয়লাভ করে রাজ্যভোগ করুন—আর নয়তো নিহত হয়ে স্বর্গে গমন করুন। পাণ্ডবদেরও এখন অল্প সৈন্য অবশিষ্ট রয়েছে। তারাও পরিশ্রান্ত এবং ক্ষতবিক্ষত। আমরা নিশ্চয়ই তাদের পরাজিত করতে পারব।

দুর্যোধন তাঁদের সদিচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, বর্তমানে তিনি স্বয়ং পরিশ্রান্ত! আহত। আগামীকাল নিশ্চয়ই যুদ্ধ করবেন।

পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের সংবাদ লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কয়েকটি ব্যাধ সেই সময় হ্রদের নিকটে আগমন করে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মাকে আবিষ্কার করে বুঝতে সক্ষম হল যে দুর্যোধন হ্রদের গভীরে আত্মগোপন করে রয়েছেন।

অতঃপর তারা দ্রুত ভীম এবং যুধিষ্ঠিরের সকাশে উপস্থিত

হয়ে দুর্যোধনের সমাচার ব্যক্ত করল।

দুর্যোধনকে বধের ইচ্ছায় পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণের সঙ্গে সত্বর দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হলেন।

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা দূর থেকে আগত পাণ্ডবদের দর্শন করে দুর্যোধনের অনুমতি ক্রমে অন্তর্হিত হলেন।

যুধিষ্ঠির হ্রদের জলে আত্মগোপনকারী দুর্যোধনকে তীব্র ভৎর্সনা করে বললেন, তুমি নিজের বংশ এবং ক্ষত্রিয়কুলকে বিনাশ করে এখন নিজের জীবন রক্ষায় হ্রদের জলে আত্মগোপন করেছ। ধিক্ তোমায়! এস, যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু বরণ কর। যদি না আস, তাহলে নিজেকে বীর বলে আর কখনও দাবী কোরো না। হয় তুমি আমাদের পরাজিত করে পৃথিবী শাসন কর আর না হয় বাঞ্ছিতলোকে গমন কর।

উত্তেজিত দুর্যোধন হ্রদের ভেতর থেকেই বলল, হে রাজা! রাজ্যে আর আমার প্রয়োজন নেই। ভ্রাতা—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবহীন জীবনে রাজ্য আর কোন প্রয়োজনে লাগবে? আপনিই রাজ্য ভোগ করুন। আমি মৃগচর্ম ধারণ করে বনগমন করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি রাজ্য দান করায় সমর্থ নও। আমরাই বা তোমার দান কেন গ্রহণ করব? ক্ষত্রিয়েরা অধিকার করে, জয় করে। যখন ধর্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করেছিলাম তখন প্রদান কর নি কেন? কেন কৃষ্ণের পঞ্চগ্রামের প্রস্তাব উপেক্ষা করে বলেছিলে,—সূচ্যগ্রমেদিনীও তুমি প্রত্যর্পণ করবে না? আজ পরাজিত হয়ে সেই রাজ্য আমায় দান করতে চাইছ! হে দুর্যোধন! আজ তোমার জীবন আমার হস্তে। কিন্তু তুমি জীবিত থাকার যোগ্য নও। মৃত্যুই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

অভিমানী দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ভৎর্সনায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, হে রাজা! আপনারা সবাই সহায়সম্পন্ন। আমার রথ নেই। বাহন নেই। অস্ত্র নেই। বহু বীরের সঙ্গে একাকী আমি কেমন

করে যুদ্ধ করব ? নচেৎ আমি ভীত নই। আপনাদের সকলকেই আমি প্রতিহত করতে পারি।

যুধিষ্ঠির বললেন, ইচ্ছামতো অস্ত্র গ্রহণ করে তুমি একক একজনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর। আমরা সবাই দর্শক থাকব। হয় তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করে রাজা হও—নয় তুমি নিহত হয়ে স্বর্গ লাভ কর।

দুর্যোধন বলল, উত্তম, আমি গদাযুদ্ধ করব। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ আসুক আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে দুর্যোধন! তুমি হ্রদের বাইরে আগমন কর। আমার সঙ্গেই গদাযুদ্ধ কর। তবে সাবধান, আজ ইন্দ্র তোমার সহায় হলেও তুমি জীবিত থাকবে না।

যুধিষ্ঠিরের তীব্র ভৎসনায় ক্রুদ্ধ দুর্যোধন জল ভেদ করে হ্রদের ওপরে উত্থিত হল। গদা ধারণ করে দুর্যোধন বলল, রাজা! তোমরা এক একজন করে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর। কারণ রণস্থলে একক বীরের সঙ্গে বহুজনের যুদ্ধ করা উচিত নয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, তোমরা বহুজন যখন মিলিত হয়ে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন এই যুদ্ধনীতি তোমার স্মরণ হয় নি? তবু আমি তোমাকে কবচ, কেশবন্ধনী দান করছি। যুদ্ধের অন্যান্য যে যে উপকরণ প্রয়োজন তাও দান করছি। তুমি প্রস্তুত হও। তারপর পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা—তাকেও লাভ কর। হয় তুমি তাকে বধ করে রাজা হও—নয় স্বর্গ লাভ কর।

দুর্যোধন কবচ কিরীট ধারণ করে বলল, আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোনও একজন আসুক আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে। আমি আমার এই গদা দ্বারা শত্রুতার অবসান করব। আপনারা কেউই আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে সফল হবেন না।

[এর পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে যুধিষ্ঠিরের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। কৃষ্ণ গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের নিপুণতার কথা স্মরণ করে আতঙ্কিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে মহারাজ! দুর্যোধন যদি আপনাকে, অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে আহ্বান করে? কেন আপনি বললেন, আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই তুমি কুরুরাজ্যের রাজা হও? যুধিষ্ঠিরের উক্তি কত দূর নির্বুদ্ধিতা এবং কৃষ্ণের ভর্ৎসনাই বা কত দূর সত্য?

পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেই সর্বাস্ত্র শিক্ষিত এবং পরম বীর। যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের এবং ভ্রাতাদের শক্তি ও নৈপুণ্যের কথা উত্তম রূপেই জানতেন। তাছাড়া তিনি দেখেছিলেন যে দুর্যোধন আহত, পরিশ্রান্ত এবং মানসিকভাবে চূর্ণ। সে যতই শক্তিশালী এবং নিপুণ হোক না কেন—নিশ্চিতভাবে কোনও পাণ্ডবকেই পরাজিত করতে পারবে না। কারণ পাণ্ডবেরা কেউই দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। তাদের বীরত্ব সুবিদিত।

মহাভারতে আমরা বলরামশিষ্য দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের নৈপুণ্যের কথা শুনেছি মাত্র—কোথাও তার যথাযথ প্রয়োগ দেখি নি, কোনো প্রমাণও দেখি নি যে তিনি গদাযুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী। বরং ভীমকেই দেখি গদা হস্তে কৌরববাহিনী, তাদের হস্তিবাহিনীকে বারংবার চূর্ণ করতে। ভীম দুর্যোধনের সম্মুখেই তার অজস্র ভ্রাতাকে বধ করেছে। কিন্তু গদাযুদ্ধে নিপুণ দুর্যোধন কোথাও ভীমের প্রতিকার করতে পারে নি বা কোনও পাণ্ডব ভ্রাতাকেও বধ করতে পারে নি। বরং নিজের ভ্রাতাদের ভীমহস্তে মৃত্যুর সে অসহায় দর্শক মাত্র। সুতরাং এই গদাযুদ্ধ অতিরঞ্জিত এবং বুদ্ধিমান কৃষ্ণও নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির নির্বোধ ছিলেন না। তাই কৃষ্ণের কটূক্তিকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলেই গ্রহণ করতে পারি।]

ভীম দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ এমনই একটি ক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করছিল। গদা হস্তে সে অগ্রসর হয়ে বলল, আমিই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। ঊরু ভঙ্গ করে দুর্যোধনকে যমালয়ে প্রেরণ করব। তার মস্তকে পদাঘাত করব। প্রতিশোধ নেব সব অপমানের।

ভীমের আহ্বান শ্রবণ করে মত্ত হস্তীর মতো দুর্যোধন গদা হস্তে ভীমের দিকে অগ্রসর হল।

হঠাৎ বলরাম তীর্থ পরিভ্রমণ শেষ করে অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধের কথা শ্রবণ করেই তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির বলরামকে দর্শন করে গাত্রোত্থান করলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে উপবেশন করার জন্যে আসন প্রদান করলেন। অতঃপর তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয় প্রশ্ন করলেন।

আলাপচারিতা শেষ হলে বলরাম বললেন, যে সব মানুষ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করে নিহত হন, তাঁরা স্বর্গলোকে বাস করেন। অতএব যুধিষ্ঠির! চল আমরা এ স্থান থেকে সমন্তপঞ্চকে যাই। কারণ স্থানটি প্রজাপতির উত্তরবেদী বলে দেবলোকে প্রসিদ্ধ। সমন্তপঞ্চকে যিনি নিহত হন তিনি স্বর্গলাভ করেন।

দুর্যোধন পাণ্ডব কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাত্রা করল। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ দিকে একটি উত্তম তীর্থ আছে। সেই অনাবৃত স্থান যুদ্ধের জন্যে নির্দিষ্ট হল।

ভীম এবং দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি গরল উদ্গিরণ করতে থাকল। ক্রমে শুরু হয়ে গেল গদাঘাত। একে অন্যকে গদাঘাত করে রক্তাক্ত করে তুলল। একে অন্যকে বধ করার জন্যে ছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকল! এক সময় ভীম দুর্যোধনের ঊরুযুগলে আঘাত করে তা ভগ্ন করল। রণভূমি নিনাদিত করে দুর্যোধন পতিত হল। ভীম দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে বলল, তুই দ্যূতসভায় একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমান, লাঞ্ছনা, উপহাস করেছিলিস, উপহাস করেছিলিস

আমাদের। সেই উপহাসের ফল ভোগ কর। কথা শেষ করে ভীম দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করল। তারপর ভীম যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে বলল, যারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করেছিল—সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পাণ্ডবদের হস্তে নিহত হয়েছে, দর্শন করুন। ভীম তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে।

ভীম পুনরায় পদাঘাত করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির বললেন, প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। এখন অত্যাচার থেকে বিরত হও। ইনি রাজা, জ্ঞাতি, প্রায় নিহত। তোমার ভ্রাতা। তাই এঁকে পদাঘাত করা সঙ্গত হয় নি। নিরস্ত হও।

দুর্যোধনের পতনে গভীরভাবে দুঃখিত যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে থাকলেন।

গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভীম দুর্যোধনকে নিপাতিত করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা ভীমকে বধ করবার জন্যে গাত্রোত্থান করলেন ; বললেন, ধিক্! ভীম! ধিক্! নাভির নিচে গদাঘাত করলে!

কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ বলরামকে ধারণ করে শান্ত করার জন্যে বললেন, হে অগ্রজ! আপনি ভীমসেনের ওপর অযথা ক্রুদ্ধ হবেন না। ক্ষত্রিয় হিসাবে ভীম পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবে। ক্ষত্রিয় হিসাবে সেই প্রতিজ্ঞা সে পূরণ না করতে পারলে ধর্মচ্যুত হত। এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ ভীমের প্রতিজ্ঞা পূরণের যুদ্ধ। অপমানিতা, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রতিশোধের যুদ্ধ।

বলরাম শান্ত হলেন। কিন্তু প্রিয় শিষ্যের এ হেন মৃত্যুতে তিনি সুখী হতে পারলেন না।—'দুর্যোধন স্বর্গলাভ করুক' বলে তিনি রথারোহণ করে দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলল, হে রাজা! আজ আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হল। হে ধর্মরাজ! আপনি তা শাসন

করুন। স্বধর্ম রক্ষা করুন। শঠতাপ্রিয় দুর্যোধন শঠতার দ্বারা এই শত্রুতার সৃষ্টি করেছিল। আজ সে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করেছে। নিঃষ্ঠুরভাষী দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি আপনার শত্রুগণ নিহত হয়েছে। আপনি এখন শত্রুহীন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ভীম! তুমি শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছ। রাজা দুর্যোধন নিহত হয়েছে। কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা পৃথিবী জয় করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা ধর্ম বিজয় করেছি। কৃষ্ণই ধর্ম। কৃষ্ণই বিজয়।

সমবেত রাজন্যগণ, পাঞ্চালগণ আনন্দে সিংহনাদ করতে থাকল।

[এই অধ্যায়ে বহু অসঙ্গত কথা সংযোজিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। হঠাৎ দুর্যোধনের বীরত্ব, অস্ত্র-নিপুণতা, মহত্ব সম্পর্কে যেন বড় বেশি কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্রকেও কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে।]

সমবেত রাজন্যগণ এবং পাঞ্চালেরা দুর্যোধনের মৃত্যুতে ভীমকে প্রশংসা এবং দুর্যোধনকে নিন্দা করতে থাকায় কৃষ্ণ যথার্থভাবেই বললেন, এই মূঢ়বুদ্ধি নিহত হয়েছে। সুতরাং ভীষণ বাক্য দ্বারা মৃত শত্রুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নয়। যখনই এই নির্লজ্জ, রাজ্যলোলুপ, পাপসহচর দুর্যোধন সুহৃৎগণের উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল—তখনই এই পাপাত্মা নিহত হয়েছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, বহুবার প্রার্থনা করলেও এই দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পৈতৃক অংশ দান করে নি। এই নরাধম শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, এখন আর কোনও প্রতিবিধানে সমর্থ নয়। সুতরাং বাক্য দ্বারা একে বিদ্ধ করে লাভ কী? চলুন আমরা প্রস্থান করি।

[এর পরেই শুরু হল অসঙ্গত অংশ। দুর্যোধন বেদনা বিস্মৃত

হয়ে অর্ধ উত্থিত হল। অতঃপর কৃষ্ণকে ভৎসনা করে বলল, রে কংস-দাসের পুত্র! ভীম অন্যায় ভাবে আমার উরু ভঙ্গ করেছে। তুই-ই অর্জুনকে বাম জানুতে চপেটাঘাত করে ভীমকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলিস! যুদ্ধে কূটনীতি প্রয়োগ করে সরল ভাবে যুদ্ধরত সহস্র সহস্র বীরকে তুই বধ করিয়েছিস। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রক্ষা করে তুই-ই অর্জুন দ্বারা পিতামহকে বধ করিয়েছিস। তুই যুধিষ্ঠির আর ভীমকে মিথ্যা কথা বলার জন্যে প্ররোচিত করে আচার্য দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়েছিলিস। কর্ণের অর্জুন-বধের অস্ত্র তুই ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করিয়েছিলিস। তুই ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়েছিলিস। চক্র উদ্ধারকালে তুই কর্ণকে নিহত করিয়েছিলিস! (এসব সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি।) আমরা জানি ভীম তার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নি। দুঃশাসনের কণ্ঠ-রক্ত পান করার কথা রণাঙ্গনে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় নি। দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধের প্রাক্কালে সে বারংবার দ্যূতসভার অপমান, লাঞ্ছনার কথা বলে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছে। দুর্যোধন মহাযুদ্ধে ভীমের বিরুদ্ধে কখনও এমন কোনও নৈপুণ্য দেখায় নি যে তাকে ভীম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা বলে মনে করতে হবে। অথচ এখানেও দেখা গেছে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, ন্যায়-যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে নিহত করতে পারবে না। সুতরাং, সেই অধর্ম যুদ্ধ! অথচ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম তথা জয়! ধর্মের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ! দুর্যোধনের মুখে কৃষ্ণনিন্দা —কৃষ্ণদ্বেষীদেরই ষড়যন্ত্র মাত্র।]

অতঃপর কৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের শিবিরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে সান্ত্বনা দানের জন্যে কৃষ্ণকে হস্তিনাপুর যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

কৃষ্ণ সম্মত হলেন। যাত্রা করার পূর্বে তিনি বললেন, আজ রাত্রে এই শিবিরে বাইরে অবস্থান করাটাই মঙ্গলজনক হবে। কথাটি তাঁর স্বাভাবিক অনুভব শক্তির দ্বারাই বলেছিলেন। কৃষ্ণের প্রস্থানের পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের পরামর্শ মতো ওঘবতী নদীর তীরে পটমণ্ডপে রাত্রিবাসের আয়োজন করলেন।

[ঊনষাটতম অধ্যায়ে অনেক প্রলাপ সংযোজিত হয়েছে। সে সব বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি উপস্থাপন করছি।]

কৃষ্ণ রথের শব্দে সমস্ত দিক নিনাদিত করে হস্তিনানগরে প্রবেশ করে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নও উপস্থিত ছিলেন। বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করে কৃষ্ণ প্রণাম করার পর ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করতে থাকলেন। এক সময় শোকাবেগ সংযত করে বললেন, হে মহারাজ! যা সংঘটিত হয়ে গেছে তা তো আপনি সবই জ্ঞাত আছেন! বংশক্ষয় এবং ক্ষত্রিয়ক্ষয় রোধ করার জন্যে পাণ্ডবেরা বিশেষ যত্ন করেছিলেন। আমি স্বয়ং শান্তিপ্রস্তাবে পঞ্চ ভ্রাতার জন্যে পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি কালপ্রেরিত এবং লোভাকৃষ্ট হয়ে তখন তা প্রদান করেন নি। ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লিক সকলেই শান্তিপ্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আপনি তা স্বীকার করেন নি। সুতরাং কাল ব্যতীত এই ক্ষয়ের অন্য কী কারণ হতে পারে? আপনি মহাপ্রাজ্ঞ। আপনি পাণ্ডবদের ওপর দোষারোপ করবেন না। আপনার ও গান্ধারীদেবীর বংশগৌরব, পিণ্ড-প্রত্যাশা এবং পুত্রের যে সকল প্রয়োজন তা পাণ্ডবদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত রইল। হে মহারাজ্ঞী গান্ধারী! আপনিও পাণ্ডবদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনাদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অচলা ভক্তিশ্রদ্ধার কথা আপনারা জ্ঞাত আছেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর তিনিও অশান্ত। শান্তিহীন।

হে মহারাজ্ঞী, সেদিন সভায় আপনিও আপনার পুত্রকে অনেক হিতকর বাক্য বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, যেখানে ধর্ম—সেইখানেই বিজয় অবস্থান করে। কিন্তু আপনার পুত্র আপনার উপদেশে কর্ণপাত করে নি।

গান্ধারী বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি বিচলিত হয়েছিলাম সত্য। কিন্তু এখন উপলব্ধি করছি যে সম্মিলিত পাণ্ডবগণের সঙ্গে তুমিই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

অতঃপর গান্ধারী রোদন করতে থাকলেন।

কৃষ্ণ গান্ধারীকে বহুভাবে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বেদ-ব্যাসের সঙ্গে কথোপকথনে অশ্বত্থামার পাপ-অভিপ্রায় বুঝতে পেরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বললেন, আমি বিদায় নিচ্ছি। অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণকে হত্যা করার জন্যে গুপ্ত সংকল্প করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তুমি অবিলম্বে গমন করে তাদের রক্ষা কর।

কৃষ্ণ বিদায় গ্রহণ করে দ্রুত ওঘবতী নদীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

সৌপ্তিক পর্ব

সমন্তপঞ্চকে মৃতপ্রায় দুর্যোধন বেদনায় আর্তনাদ করতে করতে বিলাপ করছিল। নিজের দুর্ব্যবহারের কথা—ভীমের ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হয়ে—ভীমের নিন্দা করছিল। পাণ্ডবদের নিন্দা করছিল। সহস্র সহস্র লোক দুর্যোধনের সেই বিলাপ শুনে নয়ন অশ্রুসিক্ত করে দশদিকে চলে যাচ্ছিল। সেই সব লোকেরাই ভীমের তথাকথিত অন্যায় যুদ্ধের কথা—দুর্যোধনের দুর্দশার কথা অশ্বত্থামার কাছে নিবেদন করল। তাই শ্রবণ করে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা রথারোহণ করে সত্বর সমন্ত-পঞ্চকে মৃত্যুমুখী দুর্যোধনের কাছে উপস্থিত হলেন।

মাংসভোজী প্রাণীরা দুর্যোধনকে বেষ্টন করে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। অশ্বত্থামা প্রমুখেরা ভূলুণ্ঠিত মহামান্য দুর্যোধনের করুণ অবস্থা দর্শন করে বিগলিত হলেন। তাঁরা দুর্যোধনের একদা বৈভব স্মরণ করে বিলাপ করতে থাকলেন। শেষপর্যন্ত অশ্বত্থামা প্রিয় দুর্যোধনের ওই হীনতম অবস্থা দর্শনে প্রলয় কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল। অশ্বত্থামা বলল, হে রাজা! ক্ষুদ্রমনা পাঞ্চালেরা অতি নৃশংস ভাবে আমার পিতাকে নিহত করেছে। কিন্তু তাতে আমি যত না দুঃখিত হয়েছি—তার চেয়ে অনেক দুঃখিত হয়েছি আপনার এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। আজ আমি কৃষ্ণের সম্মুখেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করব। আপনি আমায় অনুমতি দান করুন।

আনন্দিত দুর্যোধন কৃপাচার্যকে একটি জলপূর্ণ কলস আনয়ন করার আদেশ করল। কৃপাচার্য একটি জলপূর্ণ কলস আনয়ন করলে সে কৃপাচার্যকে পুনরায় আদেশ করল, শ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন।

এরপর সেনাপতি অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ও সিংহনাদ করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করল।

রাত্রি অতিবাহিত করার জন্যে তিন কৌরবযোদ্ধা এক বনমধ্যে প্রবেশ করে এক বটবৃক্ষের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সূর্য অস্তাচলে গমন করলে রাত্রির অন্ধকার ঘনায়মান হল।

কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা নিদ্রা গেলেও অশ্বত্থামা নিদ্রিত হতে পারল না। প্রতিশোধের আগুনে সে জর্জরিত হতে থাকল। চিন্তা করতে থাকল, কেমন করে পাণ্ডবদের বধ করা সম্ভব? পাঞ্চালদের নিহত করা সম্ভব?

ঘটনাক্রমে সেই বটবৃক্ষে বহু কাক বাস করত। হঠাৎ একটি ভীষণদর্শন পেচক উপস্থিত হয়ে সেই কাকদের নিহত করতে থাকল।

অশ্বত্থামা পেচকের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করে স্থির করল যে, সে-ও পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে নিদ্রিত পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের বধ করবে। অতঃপর সে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে জাগরিত করে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল।

কৃপাচার্য প্রথমে সম্মত হলেন না। তিনি রাত্রিতে বিশ্রাম নিয়ে প্রভাতে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উপদেশ দিলেন।

অনড় অশ্বত্থামা বলল, তা সম্ভব নয়। সম্মুখযুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব। প্রতিশোধ গ্রহণের এই প্রকৃষ্ট উপায়।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অশ্বত্থামা একাকীই যাত্রা করলে কৃতবর্মা আর কৃপাচার্য সেনাপতিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন।

যুদ্ধশেষে অসাবধান হয়ে পাণ্ডবশিবিরের সবাই গভীর ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। কৃপাচার্য আর কৃতবর্মাকে শিবিরদ্বারে রক্ষা করে প্রতিশোধস্পৃহ ক্রূরমনা অশ্বত্থামা শিবিরমধ্যে প্রবেশ করে নির্বিকারে হত্যা করতে শুরু করল। নিদ্রালুচোখে শত্রুকে উপলব্ধি করার পূর্বেই নিহত হল ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য পাঞ্চালবীরগণ।

অবীরসুলভ নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে তিন মহারথ দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের বিবরণ নিবেদন করলেন।

দুর্যোধন প্রীত হয়ে বলল, হে আচার্যপুত্র! আজ আপনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দুষ্কর কার্য করলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণও তা করতে পারেন নি। আপনাদের মঙ্গল হোক। স্বর্গলোকে পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

দুর্যোধনের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করল।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি বহু কষ্টে প্রাণ রক্ষা করেছিল। সে প্রাতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামার হত্যাকাণ্ডের কথা নিবেদন করল।

যুধিষ্ঠির পুত্রশোকে, আত্মীয় স্বজনের শোকে কাতর হয়ে

ভূলুণ্ঠিত হলেন। সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বললেন, আমরা বিজয়ী হয়ে পরাজিত হলাম! মৃতেরা স্বর্গে গমন করেছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু পুত্রহীনা দ্রৌপদীকে কেমন করে সান্ত্বনা দেব? সে কি করে এই নিদারুণ ঘটনা সহ্য করবে? অতঃপর তিনি নকুলকে দ্রৌপদীকে আনয়ন করার জন্যে উপপলব্য নগরে প্রেরণ করে কৃষ্ণ সহ সকলে অকুস্থলের দিকে গমন করলেন।

যথাসময়ে দ্রৌপদী আগমন করলে শূন্য শিবিরে কান্নার হাহাকার উঠল।

বিলাপরতা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলল, হে ধর্মরাজ! পাপী অশ্বত্থামা নিদ্রিত ব্যক্তিদের বধ করেছে। প্রতিশোধ-স্পৃহায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। আপনি যদি আজ বিক্রম প্রকাশ করে অশ্বত্থামাকে নিধন না করেন তবে আমি দেহত্যাগ করব। তারপর দ্রৌপদী ভীমকে সম্বোধন করে বলল, হে মধ্যম পাণ্ডব! আপনি পাপকর্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন। এই নিদারুণ শোক আমি সহ্য করতে অক্ষম।

প্রতিশোধ-স্পৃহায় প্রজ্বলিত অগ্নির মতো ভীম নকুলকে সারথি করে তখনই অশ্বত্থামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছিল যে অশ্বত্থামা বেদব্যাসের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে।

কৃষ্ণ এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, কিন্তু ভীমকে নির্গত হতে দেখে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভীমসেনকে একাকী প্রেরণ করা উচিত নয়। অশ্বত্থামা এখন প্রাণভয়ে উন্মত্ত। পিতা দ্রোণ কর্তৃক প্রদত্ত নানান ভয়ংকর সব দৈবাস্ত্রের অধিকারী সে। ভীমের সে-সকল অস্ত্রের প্রতিকার অজ্ঞাত। আত্মরক্ষার্থে ক্রূরমনা অশ্বত্থামা ভীম এবং নকুলের ওপর সে অস্ত্র প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। সেই-সব অস্ত্রে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাও প্রচুর।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতগামী

রথে অগ্রসর হলেন। সহদেব শিবিরে অবস্থান করতে থাকল দ্রৌপদীর পরিচর্যায়।

কৃষ্ণের আশঙ্কাই সত্য হল। ভীত অশ্বত্থামা হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র প্রয়োগ করলে অর্জুন তার প্রতিকার করল।

ভীম হত্যাই করত অশ্বত্থামাকে। কিন্তু বেদব্যাস ও দেবর্ষি নারদের মধ্যস্থতায় গুরুপুত্র জ্ঞানে তাকে বধ করল না। শেষপর্যন্ত পরাজয়ের প্রতীক হিসাবে অশ্বত্থামা তার উষ্ণীষ সংলগ্ন মহামূল্যবান মণিটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং বনমধ্যে প্রবেশ করল—তার পাপ-মুখ লোকচক্ষুর অন্তরাল করার জন্যে।

[এখানে ব্রহ্মশির অস্ত্র সম্পর্কে এবং কৃষ্ণ ও অশ্বত্থামাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি আষাঢ়ে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, অশ্বত্থামা কর্তৃক কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র প্রার্থনা, ব্রহ্মশিরের প্রভাবে উত্তরার গর্ভনষ্ট, গর্ভস্থ সন্তানকে কৃষ্ণের নতুন করে জীবন দান ইত্যাদি। এসব কথা আলোচনার যোগ্য নয় বলে পরিত্যাগ করলাম। সত্য হচ্ছে—লাঞ্ছিত অপমানিত বিবেকদংশনে পীড়িত অশ্বত্থামা লোকালয় ত্যাগ করে বনমধ্যে প্রবেশ করে—যাতে তার কলঙ্কিত মুখ কেউ না দর্শন করে।]

স্ত্রী পর্ব

দুর্যোধনের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর এবং কুরুকুলনারীরা হাহাকার করতে করতে রণক্ষেত্রের দিকে ছুটে চললেন। তাঁদের অনুগামী হল সমগ্র হস্তিনাপুর।

পথিমধ্যে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সাক্ষাৎ হলে তারা পাণ্ডবশিবিরের হত্যাকাণ্ড বর্ণনা এবং

দুর্যোধনের প্রশংসা করে একে একে বিদায় নিয়েছিল। পূর্বেই কথিত হয়েছিল যে অশ্বত্থামা বেদব্যাসের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। কৃপাচার্য হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং কৃতবর্মা স্বদেশে যাত্রা করেছিল।

ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখদের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র ভীমের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দান করে শান্ত করলেন। বললেন, এ সমস্ত তাঁরই অদূরদর্শিতার ফল। অন্ধ পুত্রস্নেহের ফল। ভীম শুধুমাত্র তার ক্ষাত্রিয় ধর্ম রক্ষা করেছে। আপনি ভীমকে ক্ষমা করুন। কৃষ্ণের স্পষ্ট ভাষণে ধৃতরাষ্ট্র শান্ত হয়ে শোক সংবরণ করে পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

অন্যদিকে বেদব্যাসও গান্ধারীকে শান্ত করলেন। বললেন, তুমি সর্বদা কামনা করেছিলে, যে পক্ষে ধর্ম অবস্থান করছে, সে পক্ষেরই জয় হোক। তাই-ই ঘটেছে। তবে পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ কেন? তারা তো কোনও অপরাধ করে নি। শেষপর্যন্ত গান্ধারীও ক্রোধ সম্বরণ করতে বাধ্য হলেন এবং পাণ্ডবদের আশ্বস্ত করলেন। এরপর পাণ্ডবেরা সম্মিলিতভাবে কুন্তীকে দর্শন করলেন। কিছু পরে কুন্তী সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গান্ধারীর কাছে উপস্থিত হলেন।

গান্ধারী, অশ্রুভারা ক্লান্তা দ্রৌপদী আর কুন্তীকে দর্শন দান করে বললেন, শোক কোরো না। আমাকে দেখ, আমারশোক কি তোমাদের অপেক্ষা কিছু কম? কৃষ্ণ সন্ধি সংস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে হস্তিনা ত্যাগ করলে বিদুর যা বলেছিলেন, তাই-ই সংঘটিত হয়েছে। এই লোকক্ষয় হয়ত অপরিহার্যই ছিল? তুমি যেমন

শোকার্তা—আমিও। কে আমাদের সান্ত্বনা দান করবে?

অপরদিকে রণক্ষেত্রে এক মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। নিহত রাজন্য, বীর ক্ষত্রিয়দের বিধবা স্ত্রীগণ—মাতাগণ তাদের স্বামী-পুত্রের মৃতদেহ বেষ্টন করে করুণ বিলাপে কুরুক্ষেত্রের আকাশ আচ্ছন্ন করল। বৈভবশালী বীর ক্ষত্রিয়েরা এখন ভূলুণ্ঠিত —মাংসাহারী জীব কর্তৃক দংশিত! এক মহাকরুণ—বীভৎস দৃশ্য! তারই মধ্যে একান্তে শরশয্যায় শায়িত যোগমগ্ন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করছিলেন।

একসময় গান্ধারী কৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যখন পরস্পর বিনাশে উদ্যত পাণ্ডব এবং কৌরবদের উপেক্ষা করেছ, তখন তুমিও তোমার জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করবে।

কৃষ্ণ মৃদু হাস্য করে বললেন, হে মহারাজ্ঞী! যাদবকুলের ভবিতব্য আমার অজ্ঞাত নয়। আপনি যা বললেন, তাই-ই ঘটবে। এর জন্যে অভিশাপের প্রয়োজন নেই। যাদবেরা আত্মকলহেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অন্যভাবে তাদের মৃত্যু সম্ভব নয়। কারণ যাদবদের সংহার করার মতো শক্তি ভারতভূমিতে নেই।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, হে পৃথানন্দন! অভিভাবকহীন মৃতদেহগুলিকেও যথাযথভাবে দগ্ধ করা হবে তো?

যুধিষ্ঠির বললেন, হে মহারাজ! যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্যে কোনও অধিকারী নেই—আমরাই তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধৈর্যের সঙ্গে সুধর্মা, বিদুর, সূত সঞ্জয়, ইন্দ্রসেন প্রভৃতিরা মৃতদেহ সৎকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চিতাগ্নিতে আকাশ আচ্ছন্ন হল।

এরপর যুধিষ্ঠির গঙ্গার তীরে গমন করে প্রেতকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সেই সময় রোরুদ্যমানা কুন্তী বললেন, হে যুধিষ্ঠির! কর্ণ

সূতপুত্র নয়। তোমারই অগ্রজ!

মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের কাছে সমস্ত জগৎ, যুদ্ধ, বিজয় সব অর্থ-হীন হয়ে গেল। এক নিদারুণ আত্ম-যন্ত্রণায় যুধিষ্ঠির চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেন।

পরে শোকাবেগ শান্ত হলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে গঙ্গাবক্ষ থেকে তীরে পদার্পণ করলেন শূন্য চিত্তে। কর্ণের জন্মসত্য তাঁর সমস্ত আনন্দকে ম্লান করে দিল।

শান্তি পর্ব

পাণ্ডবেরা অশৌচ উপলক্ষ্যে রাজধানীর বাইরে গঙ্গাতীরে একমাস কাল ব্যতিত করলেন। সেই সময় মহর্ষি বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবল, দেবস্থান, কণ্ব প্রভৃতি ঋষিরা আগমন করে শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

দেবর্ষি নারদ—বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গে আলোচনা করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে ধর্মরাজ! তুমি বাহুবলে এবং কৃষ্ণের অনুগ্রহে ধর্ম অনুসারেই এই সমগ্র পৃথিবী জয় করেছ। তোমার আত্মগ্লানির কোনও কারণ নেই।

যুধিষ্ঠির বললেন, দেবর্ষি, আমি কৃষ্ণের অনুগ্রহ এবং ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে পৃথিবী জয় করেছি সত্য—কিন্তু এই বিশাল জ্ঞাতিক্ষয়, সন্তানক্ষয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের ক্ষয় আমাকে পীড়িত করেছে। আমি ভ্রাতৃঘাতী, পিতামহঘাতী, আচার্যঘাতী। আমরা যদি ভিক্ষা করতাম, তাহলেও আমাদের এই দুরবস্থা হত না। আমি সমস্ত পরিজন, রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করে, বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে তপোবনে যাব। অর্জুন, তুমি এই রাজ্য শাসন কর।

অর্জুন, ভীম এবং বেদব্যাসের উপদেশ কার্যকরী না হওয়াতে

কৃষ্ণ বললেন, হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি আর শোক করবেন না। এই রণাঙ্গনে যাঁরা নিহত হয়েছেন—তাঁদের আর পুনর্জীবিত করা সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়গণ মহাযুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গে গমন করেছেন। সুতরাং তাদের জন্যে শোক করতে পারেন না। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি এখন শোকবশত বনগমন করতে পারেন না। মানুষ যেমন গ্রীষ্মকাল অতীত হলে মেঘের জন্যে উপাসনা করে—সেইরূপ আপনার মহাতেজা ভ্রাতারা সুখ কামনা করে আপনার উপাসনা করছেন। হতাবশিষ্ট রাজারা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুবর্ণ এবং কুরুজাঙ্গালবাসী সমস্ত প্রজাগণ আগমন করেছেন। তাদের এবং দ্রৌপদীর প্রীতির জন্যে আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন।

ভ্রাতাগণ, বেদব্যাস এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠির শেষপর্যন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করলেন বাধ্য হয়ে।

অবশেষে শুভলগ্নে পাণ্ডবেরা হস্তিনায় প্রবেশ করলেন।

অনন্তর যথাবিধি যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পন্ন হলে তিনি ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তারপর পুরবাসীগণকে বললেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত। সুতরাং পরম দেবতা স্বরূপ। অতএব আমার প্রিয়কামী লোকেরা এঁর অধীনে থেকে প্রিয়কার্যে প্রবৃত্ত থাকবেন। আমি যদি আপনাদের অনুগ্রহের পাত্র হই তবে আপনারা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্বের মতোই ব্যবহার করবেন। ইনি আমার সঙ্গে সকলেরই অধিপতি। আর সমস্ত পাণ্ডব এবং পৃথিবীও এঁর অধীনে।

এরপর যুধিষ্ঠির বিদুরকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন।

কর্তব্যকার্যগুলির মধ্যে কোনটি সম্পাদিত হয়েছে এবং কোনটি হয় নি—এসব জ্ঞাত হওয়া এবং আয়ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব পেলেন সঞ্জয়। সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হল নকুল। অর্জুন নিযুক্ত হল বিপক্ষ রাজ্যের অবরোধ ও দুষ্ট দমন—এই দুটি কার্যে।

দেবকার্য, ব্রাহ্মণকার্য, পিতৃকার্য ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্যে অধ্যক্ষ হিসাবে ধৌম্য নির্বাচিত হলেন।

সহদেব রইল যুধিষ্ঠিরের সর্বসময়ের পার্শ্বচর হিসাবে।

যুধিষ্ঠির বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে বললেন, জ্যেষ্ঠতাতের যে যে কার্যের প্রয়োজন ঘটবে—প্রতিদিন সেইসব কার্য আপনারা সম্পাদন করবেন। আর পুরবাসীগণের যে যে কার্যের আবশ্যক হবে সেই সেই কার্য আমিই সম্পাদন করব।

যুধিষ্ঠির দেশের সর্বত্র শান্তি স্থাপন করে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরকে সেই রাজ্য উৎসর্গ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসুকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

সেদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সকাশে গমন করে দেখলেন যে কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, হে বিক্রমশালী কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহেই আমরা এই রাজ্য লাভ করেছি। সমস্ত পৃথিবীই আমাদের বশে এসেছে। কিন্তু তুমি হঠাৎ ধ্যানমগ্ন! এতে আমি আশ্চর্য বোধ করছি। কারণটি শ্রবণের যদি যোগ্য হই, তবে প্রকাশ কর। আমার সংশয় দূর কর।

ধ্যানভঙ্গ হলে কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম আমাকে স্মরণ করছিলেন। তাই ধ্যানযোগে আমি তাঁর নিকটে গমন করেছিলাম। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করলে সমগ্র পৃথিবী চন্দ্রবিহীন রাত্রির ন্যায় হয়ে পড়বে। ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে প্রশ্ন করে—যা যা জিজ্ঞাস্য আছে তা জিজ্ঞাসা করুন। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের জ্ঞান তাঁর মধ্যে অবস্হান করছে। তর্ক, বেদ, বার্তা, দণ্ডনীতি এই চারটি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের সম্পর্কে যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে তা তাঁর কাছে জ্ঞাত হন। তিনি স্বর্গারোহণ করলে এই বিপুল জ্ঞানরাশি লুপ্ত হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছাই আদেশ।

তোমাকে অগ্রবর্তী করে আমি পিতামহের কাছে যাবার ইচ্ছা করি।

অতঃপর কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে যুধিষ্ঠির প্রমুখেরা কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে নানান মহর্ষি, ঋষিগণ বেষ্টন করে ছিলেন।

কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির প্রমুখেরা উপস্থিত হয়ে ভীষ্মকে অভিবাদন করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ, তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর বললেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমস্ত বিষয়ই আপনার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি সেই জ্ঞানের গুণে যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ দূর করুন। তাঁকে শান্তি প্রদান করুন।

বিনীত ভীষ্ম বললেন, হে পুরুষোত্তম! আপনিই তো সমস্ত জ্ঞানের আকর। আপনি বর্তমানে আমি কেমন করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞান প্রদান করব?

কৃষ্ণ বললেন, হে গঙ্গানন্দন! আমি কামনা করি আপনার যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হোক। তাই আপনাকেই এই জ্ঞান দান করার জন্যে অনুরোধ করছি।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের চরণযুগল ধারণ করলেন। ভীষ্ম তাঁকে আশীর্বাদ করে অভিনন্দিত করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে পিতামহ! ধর্ম, অর্থ ও কাম রাজধর্মে সংযুক্ত রয়েছে। মোক্ষ এবং ধর্মও এই রাজধর্মে নিহিত রয়েছে। তাই আপনি রাজধর্ম ব্যক্ত করুন।

অতঃপর ভীষ্ম জ্ঞানতাপস যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, ধর্ম, মোক্ষ কাম সম্পর্কে দীর্ঘ জ্ঞানরাশি বিতরণ করলেন।

উপস্থিত মুনি-ঋষিরা তা নিঃশব্দে শ্রবণ করলেন। আশ্চর্য হলেন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মধ্যে এই বিপুল জ্ঞানরাশি সমাহিত দেখে। বশিষ্ঠ-ভার্গব শিষ্য দেবব্রত ভীষ্ম সকলের

সম্মুখে যেন এক নতুন দৃষ্টিতে ধরা দিলেন। একই মানুষের মধ্যে শস্ত্র এবং শাস্ত্রের এই অপূর্ব সমন্বয় মুগ্ধ করল সকলকে।

একসময় নীরব হলেন ভীষ্ম। তাঁর মুখে বেদনার ছায়া ঘনাল। তিনি আহ্বান করলেন, হে অর্জুন! হে বৃকোদর! হে নকুল—সহদেব! তোমরা এস আমার কাছে। বিশাল কুরু-বংশের মধ্যে তোমরাই জীবিত রইলে। তোমাদের মধ্যেই অব্যাহত থাকবে কুরুবংশের ধারা।

পঞ্চপাণ্ডব ভীষ্মের চরণ প্রান্তে পতিত হয়ে অশ্রুজলে তাঁর চরণ সিক্ত করলেন।

সেই অশ্রু ভীষ্মকে আর স্পর্শ করল না। পৃথিবী ত্যাগ করার মাহেন্দ্রক্ষণ নিকটবর্তী হচ্ছিল। মায়ার বন্ধন মুক্ত হয়ে তিনি ইষ্টনাম ধ্যান করা শুরু করলেন। দেবর্ষি নারদ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রমুখ মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ করা শুরু করলেন। সুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে রিক্ত কুরুক্ষেত্র যেন প্লাবিত হয়ে উঠল। আকাশপথে দেখা দিলেন দেবতাগণ—ঋষিগণ। পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল। গম্ভীর মন্দ্রে রণদুন্দুভি বেজে উঠল দ্রিম-দ্রিম শব্দে। করুণ সুরে তূর্যনাদ হতে থাকল। এক করুণ ভাবাবেগ মথিত করল সকলকে। পৃথিবী ত্যাগ করে যাওয়া, প্রিয়জনদের ত্যাগ করে যাওয়ার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠল ভীষ্মের মুখমণ্ডলে।

একসময় ভীষ্মের দেহ, চক্ষু স্থির হল। মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে কুরুকুলপতি শান্তনুনন্দন ভীষ্মের প্রাণবায়ু সকলকে কম্পিত করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। মহাপ্রয়াণ করলেন অন্যতম অষ্টবসু—দ্যু। পার্থিব জীবনের অবসানে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বর্গধামে।

কৃষ্ণের চক্ষু অশ্রুসজল। অশ্রুধারা পঞ্চপাণ্ডবের চোখে। হাহাকার করে উঠলেন যুধিষ্ঠির। কপালে করাঘাত করতে করতে চেতনা হারালেন তিনি। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম তাঁকে

ধারণ করল।

একদা রণোন্মত্ত কুরুক্ষেত্র বিষাদের সমুদ্রে পরিণত হল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের তর্পণ করলেন। শোকাকুল যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাতে গঙ্গাজল থেকে তীরে উঠলেন। কিন্তু শোকের আবেগে যুধিষ্ঠির প্রায় মূর্ছিত হয়ে পতিত হওয়ার উপক্রম করলে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম যুধিষ্ঠিরকে আপন বাহুর মধ্যে আশ্রয় দিলেন।

কৃষ্ণ শোকবিহ্বল যুধিষ্ঠিরকে সমবেদনার স্বরে বললেন, হে পরম প্রাজ্ঞ! আপনি শোক সংযত করুন।

ধৃতরাষ্ট্রও বললেন, হে যুধিষ্ঠির! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে পৃথিবী জয় করেছ। তোমার শোকের কোনও কারণ দেখি না। শোক করা উচিত গান্ধারীর—যার শত পুত্র নিহত হয়েছে। শোক করা উচিত আমার – যার নিবুদ্ধিতার জন্যে এই মহাক্ষয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির নীরব রইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ বললেন, হে রাজা! মনে মনে অত্যধিক শোক করলে সেই শোক শোককর্তার পূর্বমৃত পিতৃ-পিতামহগণকেও সন্তপ্ত করে। আপনি যথাবিধানে প্রচুর দক্ষিণা দান করে নানান যজ্ঞ করুন। সোমরস দ্বারা দেবগণের এবং পিণ্ড দ্বারা পিতৃগণের সন্তুষ্টিবিধান করুন। অন্যান্য অভীষ্ট বস্তু দ্বারা দরিদ্রগণকে তৃপ্ত করুন। আপনি সর্বকর্তব্য জ্ঞাতা। আপনার কর্তব্য পরিহার করে শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। আপনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, বেদব্যাস, নারদ ও বিদুরের কাছে থেকে রাজধর্মের কথা শ্রবণ করেছেন। তাই দৃঢ় চিত্তে রাজ্য শাসনই আপনার এখন একমাত্র কর্তব্য। এই ধ্বংসপ্রায় ভারতভূমিতে আপনার মতোই একজন নায়কের প্রয়োজন—পুনর্গঠন কার্যের জন্যে।

এই যুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়ই বীরশয্যা লাভ করে স্বর্গে গমন করেছেন। তাঁরা কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শনকালে নিহত হন নি। সুতরাং কিসের শোক? কার জন্যে শোক? যাঁরা নিহত হয়েছেন—তাঁরা কোনও প্রকারেই পুনরায় আবির্ভূত হতে পারবেন না। অতএব মহারাজ শান্ত হোন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বদাই আমার প্রতি প্রীতিপূর্ণ—তা আমি জ্ঞাত আছি। তোমার পরামর্শ ব্যতীত আমি কোনও কর্মই সম্পাদন করি না। হে কেশব! এবার যদি তুমি আমাকে তপোবনে গমন করার অনুমতি দান কর—তবে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, অগ্রজ কর্ণকে বধ করে আমি কেমন করে শান্তি লাভ করব?

বেদব্যাস বললেন, হে পুত্র! মানুষ ঈশ্বর-উদ্বুদ্ধ হয়েই সৎ বা অসৎ কার্য করে। সুতরাং তাতে বিলাপের কী আছে? তুমি কেন নিজেকে পাপকারী বলে বোধ করছ? তাই-ই যদি হয় তবে মানুষ তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা পাপমুক্ত হয়। তুমি তাই-ই কর। হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি পাপ স্খলনের জন্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ কর।

বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির বললেন, হে মহর্ষি! অশ্বমেধ নিশ্চয়ই পাপ দূর করে—পবিত্র করে তোলে মানুষকে। তবে যজ্ঞে দান করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সামান্য দানের সঙ্গতিও আমার এখন নেই। তাছাড়া রাজপুত্রেরা অনেকেই বালক। যুদ্ধে ধনক্ষয় হওয়ার জন্যে অনেকেই দরিদ্র হয়ে গিয়েছেন। তাদের সকলের যুদ্ধক্ষত-গুলিও এখনও পর্যন্ত নিরাময় হয় নি। সুতরাং তাঁরা কষ্টে আছেন। তাঁদের কাছে আমি কেমন করে ধন প্রার্থনা করব? দুর্যোধন রাজকোষ শূন্য করে গেছে। বলুন, আমি কী করব?

বেদব্যাস বললেন, মরুত্ত রাজার যজ্ঞে প্রাপ্ত ধন ব্রাহ্মণেরা

হিমালয়ে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তার অঙ্ক বিপুল। সেই ধন আনয়ন করতে পারলে সহজেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। অতঃপর বেদব্যাস মরুত্ত রাজার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করলেন।

আত্মগ্লানিতে অবসন্ন যুধিষ্ঠিরের মনকে সতেজ করার জন্যে কৃষ্ণ পুনরায় বললেন, কুটিল কার্য মৃত্যুর কারণ এবং সরলতা মুক্তি প্রাপ্তির হেতু। হে মহারাজ! আপনি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন নি, শত্রুগণকেও জয় করেন নি। নিজের শরীরের মধ্যস্থ শত্রুকেও আপনি চিহ্নিত করতে পারছেন না। এরপর কৃষ্ণ বৃত্রা-সুরের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বললেন, রোগ দুই প্রকারের—শারীরিক ও মানসিক। শরীরে যে রোগের জন্ম হয় তা শারীরিক—মনের রোগের নাম মানসিক। হে রাজা! শীত, উষ্ণ ও বায়ু—শরীরের এই তিনটি ধর্ম। সেই তিনটির যদি সমতা থাকে—তবে তা সুস্থ শরীরের লক্ষণ। উষ্ণ শীতকে নিবারণ করে, আবার শীত উষ্ণকে নিবারণ করে। সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি আত্মার গুণ। সেই তিনটি গুণের সাম্য যদি থাকে, তবে তাকে সুস্থতার লক্ষণ বলা হয়। সেগুলির মধ্যে একটির প্রকোপ বেশি হলে তার প্রতিকার করা উচিত। শোক হর্ষকে বিনষ্ট করে—হর্ষ শোককে। কোনও কোনও লোক দুঃখে পতিত হয়ে সুখকে স্মরণ করে। কেউ আবার হর্ষের সময় দুঃখকে স্মরণ করে।

আপনি দুঃখে থেকে দুঃখাবসানের কথা এবং সুখে থেকে বিশেষ সুখের কথা স্মরণ করতে ইচ্ছা করেন না।

একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর নিগ্রহের কথা আপনি স্মরণ করতে ইচ্ছুক নন। রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে রণযাত্রার কথা স্মরণ করতে ইচ্ছুক নন। কীচক যে দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেছিল সে কথাও আপনি স্মরণ করতে ইচ্ছুক নন। দ্রোণ ও ভীষ্মের সঙ্গে আপনাকে প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এখন মনের সঙ্গে আপনার সেরকম ভীষণ সংগ্রাম আরও কর্তব্য। যুক্তি ও নিজের

কর্মের সাহায্যে এই যুদ্ধের পরপারে যাবার জন্যে অর্থাৎ জয় করবার জন্য নিরাকার মনের সঙ্গে আপনাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেই হবে। সে যুদ্ধ কেবল মন দ্বারাই করতে হয়। সেই করণীয় সময় আপনার উপস্থিত হয়েছে। সেই যুদ্ধও আপনাকে জয় করতেই হবে। সুতরাং, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়ের স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে যথোচিতভাবে রাজ্যশাসন করুন। হে পাণ্ডুনন্দন! বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করে মুক্তিলাভ হতে পারে না। আর শরীরের ভেতরের বস্তু পরিত্যাগ করে মুক্তিলাভ হতেও পারে—নাও পারে।

বাহ্যদ্রব্যবিহীন হয়ে আন্তর দ্রব্য কর্তৃক আকৃষ্ট হতে থেকে মানুষের যে ধর্ম ও সুখ হয়—তা আপনার শত্রুদের হোক।

দ্ব্যক্ষর পদার্থ মৃত্যুজনক হয়, আর ত্র্যক্ষর পদার্থ শাশ্বত ব্রহ্ম হয়ে থাকে। 'মম' ইত্যাদির জ্ঞান মৃত্যুর কারণ হয়, আর 'ন মম' ইত্যাদির জ্ঞান মুক্তিজনক হয়ে থাকে। অতএব রাজা! মুক্তি ও মৃত্যু আত্মাতেই রয়েছে। তারা অদৃশ্য থেকে প্রাণিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই জগতের অবিনাশই যদি নিশ্চিত হয়—তাহলে মানুষ কারও দেহ বিদারণ করেও অহিংসা ধর্মই লাভ করতে পারে। স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও তাতে যার মমতা না থাকে, সে পৃথিবী নিয়ে কী করবে? অন্যদিকে, যে লোক বনে বাস করছে এবং বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করছে, তার যদি ধনে মমতা থাকে, তবে সে মৃত্যুর মুখেই অবস্থান করে। হে মহারাজ! বাহ্যশত্রু ও আন্তর শত্রুর স্বভাব দেখুন—ব্রহ্মনিষ্ঠ লোক যেহেতু সেই স্বভাব দেখেন না, সেই হেতু তিনি মহাভয় মৃত্যু থেকে মুক্ত হন।

জগতে জ্ঞানীরা কামনাযুক্ত লোকের প্রশংসা করেন না। অথচ কামনা ভিন্ন কোনও প্রবৃত্তিও হয় না। সমস্ত কামনাই মনের পরিচালক। পণ্ডিত লোক চিন্তা করে সেই কামনার উপসংহার করেন।

বারংবার জন্ম হয়, তা চিন্তা করে যে যোগী শ্রেষ্ঠ পথ যোগ, ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, বেদোক্ত কামনা কর্ম, ব্রত, যজ্ঞ, উপবাসাদি নিয়ম—এইগুলি কামনাপূর্বক করেন না এবং যে যোগী যা যা কামনা করেন, তাই তাঁর ধর্ম। কিন্তু যে ধর্ম নিয়মবিধি বহির্ভূত হয়—তা মুক্তির কারণ হয় না।

কাম বলেছিল, কোনও প্রাণীই অনুপযুক্ত উপায়ে আমাকে সংহার করতে পারে না। যে লোক নিজের শক্তি জেনে আমাকে সংহার করার চেষ্টা করে—আমি তার সেই প্রহারে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হই। যে লোক বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে ধর্মাত্মার ন্যায় আমি আবার প্রাদুর্ভূত হই।

যে লোক সর্বদা বেদ ও বেদাঙ্গ অনুশীলন দ্বারা আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, স্থাবরের মধ্যে বৃক্ষাদির মতো আমি তার চিত্তে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হই।

যথার্থ পরাক্রমশালী যে লোক ধৈর্যের গুণে আমাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে করে, আমি তার অভিপ্রায় বা প্রচেষ্টা হই। সুতরাং সে তখন আমাকে বুঝতে পারে না।

দৃঢ় নিয়মশালী যে লোক তপস্যা দ্বারা আমাকে বধ করার ইচ্ছে করে—আমি তার তপস্যাতেই পুনরায় প্রাদুর্ভূত হই।

যে জ্ঞানবান লোক মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে আমাকে সংহার করার চেষ্টা করে, মোক্ষানুরক্ত সেই লোকের চিত্তে আমি অবস্থান করে নৃত্য ও হাস্য করি। অতএব, আমিই সর্বভূতের অবধ্য ও সনাতন।

অতএব, হে পাণ্ডুনন্দন! আপনিও নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা সেই কামকে ধর্মের প্রতি নিযুক্ত করুন। তাতে আপনার সেই কার্য সফল হবে।

আপনি দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য সমৃদ্ধ ও প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যথা বিধানে দেবগণের পূজা করুন।

নিহত বন্ধুগণকে দর্শন করে বারংবার আপনার যেন বেদনা না হয়। কারণ, যারা এই রণাঙ্গনে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আপনি কখনই পুনরায় দর্শন করতে পারবেন না।

আপনি সমৃদ্ধি ও প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুতর যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের পুজা করে জগতে উত্তম কীর্তি প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কৃষ্ণের উপদেশ ও আগ্রহে যুধিষ্ঠির তাঁর শোক বিস্মৃত হয়ে একদিন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করে খুশি হলেন। তাঁর ধর্ম রাজ্যের স্বপ্ন যুধিষ্ঠিরের নিপুণ হস্তে ক্রমেই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে থাকল। তবু তিনি দ্বারকার কথা বিস্মৃত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করতে থাকলেন। যুধিষ্ঠিরকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন বলে বোধ করছিলেন না। তবে কৃষ্ণ এখন অনেক ভারশূন্য। অর্জুনের সঙ্গে তিনি আনন্দে বিচরণ করছিলেন—কালক্ষেপ করছিলেন। একদিন তিনি অর্জুনকে বললেন, হে পৃথানন্দন! রাজা যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলে রক্ষিত হয়ে শান্তিসম্পন্ন সমগ্র পৃথিবী ভোগ করছেন। পাপী, লুব্ধস্বভাব, অপ্রিয়বাদী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অনুচরবর্গের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। হে ধনঞ্জয়! যে দেশের রাজা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যে দেশে মহাবলী ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব রয়েছেন সেই দেশ আমার পরম প্রিয়। তবু হে সখা! বসুদেব, বলরাম এবং অন্যান্য যাদবশ্রেষ্ঠগণকে আমি বহুকাল দর্শন না করে মানসিক পীড়া অনুভব করছি। আমি এখন দ্বারকায় প্রস্থান করার ইচ্ছা করি। তুমি অনুমতি দাও।

আমি আমার কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পাদন করেছি। মহাত্মা ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্মরাজ বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যের সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী। সত্য, ধর্ম,

শুভবুদ্ধি ও মর্যাদাজ্ঞান সব সময়েই যুধিষ্ঠিরের মধ্যে স্থির ভাবে অবস্থান করছে। শত্রুরাও পদদলিত বা নিশ্চিহ্ন। সুতরাং, মাভৈঃ! হে ফাল্গুনী! তুমি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে আমার দ্বারকা গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি কখনই তা আমাকে দান করবেন না। অথচ দ্বারকার প্রতিও তো আমার কর্তব্য রয়েছে। তাঁকে বোলো আমার এই শরীর এবং আমার গৃহে যে ধন রয়েছে তা সর্বদাই যুধিষ্ঠিরে নিবেদিত। তিনি সর্বদাই আমার প্রিয়, প্রণম্য এবং পূজনীয়। হে সখা! একমাত্র তোমার সঙ্গে কালক্ষেপ করা ছাড়া আমার জন্যে বর্তমানে হস্তিনাপুরে আর কোনও কর্তব্য অপেক্ষা করে নেই। আমাকে প্রস্থানের অনুমতি লাভ করার জন্য সহায়তা কর।

বিষন্ন অর্জুন বলল, তবে তাই হোক, কেশব! চল, আমরা ধর্মরাজকে দর্শন করি। তোমার গমনের বিষয়টি আমিই উত্থাপন করব।

অতঃপর কৃষ্ণ ও অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গমন করে ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করলেন। নিজেদের নাম ব্যক্ত করে কৃষ্ণ আর অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্পর্শ করলেন। এরপর তাঁরা একে একে গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণ যুগল ধারণ করলেন। বিদুরের কুশল প্রশ্ন করলেন এবং যুযুৎসুকে আলিঙ্গন করে ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপবেশন করলেন।

পরবর্তী একসময় কৃষ্ণ আর অর্জুন মিলিতভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন।

যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উভয়কে আসন গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির অতঃপর বললেন, হে কৃষ্ণ ও অর্জুন! তোমরা নিশ্চয়ই কিছু ব্যক্ত করার ইচ্ছায় এখানে আগমন করেছ।

অতএব তা ব্যক্ত কর। আমি নিশ্চয় তা শ্রবণ করব।

বিনয়ী অর্জুন বলল, হে মহারাজ! কৃষ্ণ দীর্ঘকাল যাবৎ হস্তিনাপুরে অবস্থান করছে। এখন আপনার অনুমতিক্রমে দ্বারকায় পিতৃ সন্দর্শনে গমন করতে ইচ্ছুক। আপনি অনুমতি করুন।

যুধিষ্ঠির একটু চিন্তা করে বললেন, হে যদুশ্রেষ্ঠ! সত্যই তোমার দ্বারকা গমন করা উচিত। তুমি আজই যাত্রা করতে পারো। তোমার মঙ্গল হোক। বহুকাল তুমি মাতুল বসুদেব এবং মাতুলানী দেবকীকে দর্শন কর নি। তাঁরাও নিশ্চয়ই তোমার অদর্শনে ব্যাকুল। তবে দ্বারকা নগরীতে অবস্থান করলেও তুমি যেন সর্বদাই আমাকে —ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীকে স্মরণ কোরো, আমর্তদেশবাসী, পিতা-মাতা ও বৃষ্ণিবংশীয়গণকে দর্শন করে অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনরায় হস্তিনায় আগমন কোরো।

অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ উঠতেই কৃষ্ণ বললেন, হে রাজা! আপনি ভীমসেনকে যুবনাশ্বপুরে প্রেরণ করুন। যজ্ঞের উপযুক্ত অশ্ব সেখানেই পাওয়া সম্ভব।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কেশব! রাজা যুবনাশ্ব মহাশক্তিমান। এদিকে মহাযুদ্ধে ভীম ক্লান্ত। তার দেহক্ষত সব এখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নি। ভীম কি সক্ষম হবে সেই অশ্ব আনয়ন করতে?

কৃষ্ণ মৃদু হাস্য করে বললেন, হে ধর্মরাজ! মহাবীর ভীমসেন ক্লান্তিবিহীন, অপরিমেয় শক্তিধর। ভীমসেনের অনুগামী হোক কর্ণপুত্র বৃষকেতু এবং ঘটোৎকচ পুত্র মেঘবাহন। এরা দু'জনেই মহাবীর পিতার মহাবীর পুত্র। নবীন! আপনি চিন্তা মুক্ত হোন। অর্জুনকে প্রেরণ করুন মরুত্ত রাজার ধন সংগ্রহে।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ! তোমার উপদেশ আমি অবশ্যই পালন করব। তোমার দ্বারকা যাত্রা সফল হোক। তবু স্বার্থপরের মতোই বলছি, দ্বারকায় অযথা কালহরণ কোরো না। তুমি শুধু

দ্বারকারই নও—হস্তিনাপুরেরও। তুমি শুধু আমার মাতুল বসুদেবের পুত্র নও—আমার ভ্রাতাও বটে। তোমার বিহনে হস্তিনাপুর অন্ধকার—নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। তুমিই মহা যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞের দায়িত্ব তাই তোমাকেই পালন করতে হবে। রাজসূয়ের মতো রক্ষা করতে হবে অশ্বমেধ যজ্ঞ। তবেই আমি নিশ্চিন্ত হব, কেশব।

কৃষ্ণ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হোন মহারাজ। আমি যথাসম্ভব শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করব। যজ্ঞ সম্পাদনে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। হলেও যজ্ঞ রক্ষাকারী হিসাবে আমি অবস্থান করব।

যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমিই পাণ্ডবদের অবলম্বন। তুমিই পাণ্ডবদের আশ্রয়স্থল। তোমার প্রতীক্ষায় আমি প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করব। তোমার দ্বারকাযাত্রা সুগম হোক। কল্যাণ হোক তোমার।

যুধিষ্ঠির আরও বললেন, হে বাসুদেব! তুমি তোমার মনোমত রত্নরাজি, ধনসকল গ্রহণ কর। তোমার মনোমত অন্য সকল দ্রব্যই তুমি গ্রহণ করতে পারো। তোমার অনুগ্রহেই এই পৃথিবী আজ আমার হস্তগত। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

কৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ! ধন, রত্ন ও সমগ্র পৃথিবী—এই সমস্ত আজ একমাত্র আপনারই। আমার গৃহে যত ধন আছে—তা-ও আপনারই।

যুধিষ্ঠির স্মিত হাস্য করে বললেন, তুমি প্রিয়ংবদ, কৃষ্ণ!

অনন্তর কৃষ্ণ তাঁর প্রস্থানের আয়োজন করলেন। দারুক তাঁর কাম্বেরুডধ্বজ রথ প্রস্তুত করল। কুন্তী, বিদুর প্রমুখ সকলের সঙ্গে যুধিষ্ঠিক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে গমনের অনুমতি লাভ অনুরোধ জা সুভদ্রাকে তিনি সঙ্গে নিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত বুদ্ধিমান্ন এবং কৌরবপ্রধান বিদুর কৃষ্ণের রথের অনুসরণ করলেন। তোমরা নিঃশ্ব সজল নয়নে সবাই প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কৃষ্ণের অবর্তমানে হস্তিনাপুরে যে শূন্যতাবোধের সৃষ্টি হল তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত ধার্তরাষ্ট্রদের অনুপস্থিতির জন্যেও হয় নি। সারা হস্তিনাপুর বিষণ্ণ—বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন

দূর থেকে দ্বারকা দৃষ্ট হচ্ছিল। সমুদ্রগর্জন কর্ণে প্রবেশ করছিল। তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত নগরের সুউচ্চ প্রাকার সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছিল নগরকে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ পথে বিশাল তোরণ দ্বার। নিকটেই রৈবতক পর্বত। পর্বতশীর্ষে দুর্ভেদ্য যাদব দুর্গমালা। নিশ্ছিদ্র প্রতিরোধ।

সুউচ্চ প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবালয়ে, উদ্যানে সুশোভিত নগর ভারতভূমির ঈর্ষার বস্তু। সেদিনের মথুরার দুর্বল যাদবগোষ্ঠী কৃষ্ণ আর বলরামের নেতৃত্বে আজ শক্তির শীর্ষে। অপ্রতিরোধ্য।

কৃষ্ণের স্বপ্ন আজ সার্থক। অধর্মশক্তি আজ ধর্মের কাছে পরাজিত। আসমুদ্র হিমাচল আজ ধর্মের শাসনের অধীন। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বিরাজ করছেন ভারতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। তাঁর অনুগামী মহাবলী ভীমসেন, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব। সকলের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদী —অসামান্যা নারী।

দূর থেকে পাঞ্চজন্যের ধ্বনি করলেন কৃষ্ণ। সেই সুতীব্র বজ্র-গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। তোরণদ্বারে—নগরে সাড়া পড়ে গেল—কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করেছেন। ছুটে এলেন সবাই। তোরণদ্বারে দেখা দিলেন মহারাজ উগ্রসেন, বসুদেব, অক্রূর প্রভৃতি যাদব নেতাগণ। তাঁদের সঙ্গে পুরজনেরা পুষ্পমাল্য হস্তে অপেক্ষা করতে থাকল কৃষ্ণকে বরণ করার জন্যে।

দ্বারকার আনন্দ কৃষ্ণ। কৃষ্ণের আগমনের সংবাদে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল সারা দ্বারকায়।

রথ থেকে অবতরণ করলেন কৃষ্ণ। প্রণাম করলেন পিতা বসুদেবকে। অভিবাদন জানালেন মহারাজ উগ্রসেন প্রভৃতি নায়কদের। বয়স্যদের আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে মিলে পদব্রজে সঙ্ঘসভাগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। কৃতবর্মা এবং বলরাম পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। একসময়ে পথিমধ্যে তাঁরাও মিলিত হলেন।

উৎকণ্ঠিত বসুদেব একসময়ে প্রশ্ন করলেন, হে কৃষ্ণ! সকলের কুশল তো?

রহস্যময় ভাবে কৃষ্ণ বললেন, যাদের কুশলে থাকা উচিত তাঁরা সকলেই কুশলে রয়েছেন।

বসুদেব বললেন, অভিমন্যুর কী সংবাদ, পুত্র? সে কেন দ্বারকায় আগমন করল না? যুদ্ধ তো সমাপ্ত হয়ে গেছে। বধূ উত্তরার সঙ্গে সহজেই তো সে পদার্পণ করতে পারত দ্বারকায়। আমরা তাকে দর্শন করে প্রীত হতাম। দ্বারকার প্রাণ অভিমন্যু।

কৃষ্ণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, অগ্রজ বলরাম বা কৃতবর্মা কি কোনও সংবাদ দান করেন নি, পিতা?

বসুদেব বললেন, না পুত্র! সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছে। একটু থেমে বসুদেব সহসা বললেন, সত্য বল, পুত্র। কোনও কি অশুভ সংবাদ—যা তোমরা সকলেই গোপন করার চেষ্টা করছ?

কৃষ্ণ নীরব থেকে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। সকলে আসন গ্রহণ করার পর তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

উৎকণ্ঠিত বসুদেব, মহারাজ উগ্রসেন, অক্রূর সকলে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, বল কৃষ্ণ! আমাদের প্রিয় অভিমন্যুর সংবাদ বল। যুদ্ধদুর্মদ অভিমন্যু দ্বারকার নয়নের মণি।

কৃষ্ণ অবনত মস্তকে বসে থাকা অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্মার

দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে যাদবকুলপতিগণ, অবহিত হন যে, রণক্ষেত্রে মহারণকীর্তি স্থাপন করে যাদবপ্রিয় বালক অভিমন্যু ক্ষত্রিয়জনিত স্বর্গ লাভ করেছে। তার জন্যে শোক করবেন না।

সভাস্থলে এক পরম নিঃশব্দতা নেমে এল। তারপর একসময় বসুদেব উত্তেজিত অথচ শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে, অর্জুন উপস্থিত থাকতে অভিমন্যু কেমন করে নিহত হয়? এ যে অবিশ্বাস্য!

শোকার্ত কণ্ঠে কৃষ্ণ কললেন, হে পিতা সবই দৈব। সেদিন কুরুসেনাপতি ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের কূটকৌশলে অর্জুন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার নেতৃত্বে সংশপ্তকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে মূল রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেই অবসরে দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবসৈন্য নিধন করতে থাকেন। চক্রব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করার কৌশল এক অভিমন্যু ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের সকলেরই অজানা ছিল। অভিমন্যু মৃত্যুভয় ত্যাগ করে চক্রব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু সেদিন ব্যূহের দ্বাররক্ষাকারী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অতিক্রম করে আর কোনও পাণ্ডবই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি। ছয় মহারথ নৃশংসভাবে বধ করে অভিমন্যুকে। মৃত্যুর পূর্বে অভিমন্যু যে রণ করেছিল তা সর্বকালের স্মরণীয় রণ।

পুনরায় নীরবতা ঘনাল। পরে শোক কিছুটা শান্ত হলে কৃষ্ণ যুদ্ধের আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলেন। হস্তিনাপুরে তাঁর দৌত্যের অসফলতা, ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিধাগ্রস্ততা, ভীষ্মের শরশয্যা—মৃত্যু, দুর্যোধনের মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক—সকল কথাই তিনি প্রকাশ করলেন। পরিশেষে কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য কর্তৃক নৈশ হত্যাকাণ্ডের কথাও ব্যক্ত করলেন।

লজ্জিত কৃতবর্মা বলল, সেনাপতি অশ্বত্থামার আদেশ মান্য করতে আমরা বাধ্য ছিলাম। আমরা শিবিরদ্বারে ছিলাম। নিদ্রিত

মানুষকে আমরা হত্যা করি নি।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের আর কী অপরাধ? তবে সত্য হচ্ছে, হীনভাবে নিহত হল পাঞ্চাল আর মৎস্যের বীরেরা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও। পাপী অশ্বত্থামা আজ জনসমাজে মুখ প্রদর্শন করতে অপারগ হয়ে বনবাসী। তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, কিছু ধার্মিকের মৃত্যু ঘটলেও—অধার্মিকেরা নিশ্চিহ্ন। ভারতভূমি এখন শান্তির রাজ্য। পাণ্ডব-অধিকারের বাইরে যারা এখনও অবস্থান করছে—আসন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের কল্যাণে তারাও পাণ্ডবশক্তির অধীনে আসবে। ভারতভূমি হয়ে উঠবে সুখী—সমৃদ্ধ। এক ধর্মসূত্রে গাঁথা হয়ে যাবে সারা দেশ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবর্ণনা সকলকে ম্রিয়মান করে দিয়েছিল। অগত্যা কৃষ্ণ সকলের অনুমতি নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করে প্রাসাদ অভিমুখে চললেন।

অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ প্রাসাদে এসে পৌঁছেছিল। কৃষ্ণ যখন প্রবেশ করলেন তখন কান্নার কলরোল আছন্ন করে রেখেছিল প্রাসাদ। কৃষ্ণকে দর্শনে শোকবিহ্বলতা সংযত করে কৃষ্ণপত্নীরা অশ্রুসজল মুখে এগিয়ে এসে কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়াল। এই প্রাসাদেই দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে বর্ধিত হয়েছিল সুভদ্রানন্দন—প্রাসাদের নয়নমণি অভিমন্যু। হঠাৎই কৃষ্ণের মনে হল, হায়! তিনি কেন অভিমন্যুকে সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে চক্রব্যূহে প্রবেশ ও নির্গমনের উপায়ও শিক্ষা দেননি! কী ভীষণ কঠোর এই ক্ষত্রিয়বৃত্তি। সামান্য বালককেও ক্ষমা করে না।

কৃষ্ণকে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুক্মিণী বলল, হে নাথ! কক্ষে চলুন। বিশ্রাম করবেন।

যন্ত্রচালিতের মতো কৃষ্ণ রুক্মিণীকে অনুসরণ করলেন। পশ্চাতে অনুগামী হল তাঁর অন্যান্য পত্নীরা।

কৃষ্ণ অভিমন্যু-বৃত্তান্ত ত্যাগ করে অন্যদিকে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, অভিমন্যু-বিহনে একা উত্তরা বৈধব্য-যাতনা ভোগ করছে। আর তাঁর বিহনে বৈধব্যযাতনা ভোগ করবে আটটি নারী। রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, মাদ্রী, জলহাসিনী লক্ষণা।

সুদূর কোন অতীতে তিনি এদের গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর যৌবন। কিন্তু প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা কি জড়িত ছিল কোনও বিবাহের সঙ্গে? বেশিরভাগ বিবাহই ছিল রাজনৈতিক। ক্ষত্রিয় জীবনে যা অহরহ ঘটে থাকে। তাঁর এক এক করে স্মরণ হতে থাকল এক একটি ঘটনা!

কৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীর দিকে। এই নারীই ছিল তাঁর প্রতি সমর্পিত প্রাণ।

কৃষ্ণের স্মৃতিপটে উদিত হল সেই সব দিনের ঘটনা। কুণ্ডিনা-পুরীতে আয়োজিত হয়েছে রুক্মিণীর স্মরণসভা। আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতভূমির নানান রাজন্যেরা। এসেছেন মগধাধিপতি জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল, বিদূরথ, শাল্ব প্রমুখ মহাশক্তিধরেরা। ভীষ্মক-পুত্র মহাবীর রুক্মি স্বয়ং নির্বাচন করেছে শিশুপালকে তার ভগ্নিপতি হিসাবে। রাজা ভীষ্মকও পুত্র-ভয়ে অস্থির। তাঁর মতামতের কোনও মূল্য নেই।

কৃষ্ণদ্বেষীদের সমাবেশে স্বভাবতই যাদবদের নিমন্ত্রণ হয় নি। যাদবেরা এ বিষয় নিয়ে চিন্তিতও হয় নি কিছু। শত্রু তাদের নিমন্ত্রণ করবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। রাজা ভীষ্মকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখানে অর্থহীন। পুত্রের ইচ্ছাই—ইচ্ছা। এমন কি রুক্মিণীর বক্তব্যও কেউ গ্রাহ্য করে নি।

কিন্তু দ্বারকায় হঠাৎ গোলযোগ বাধল ভীষ্মক-পুরোহিত শতানন্দের আবির্ভাবে। শতানন্দ গোপনে একটি নিবেদন পত্র নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণের কাছে। পত্রটি লিখেছে ভীষ্মক-কন্যা

রুক্মিণী।

অতি সাধারণ নিবেদন পত্র।

হে আর্য,

আমি দীর্ঘকাল স্বামী হিসাবে আপনাকেই মনে মনে নির্বাচন করে এসেছি। আজ আমাকে দ্বিচারিণী হতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি শিশুপালের কণ্ঠে মাল্যদান করব না। আপনি যদি আমার ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা না করেন তবে আমি আত্মঘাতী হব।

প্রণতা,

আপনারই রুক্মিণী।

পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ রোমাঞ্চিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও বটে। কেমন করে তিনি রক্ষা করবেন রুক্মিণীকে—রুক্মিণীর ধর্মকে? তিনি যে নিমন্ত্রিতই নন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকার পর তিনি পত্র হাতে রাজসভাগৃহের দিকে ধাবিত হলেন।

কৃষ্ণকে হঠাৎ বিহ্বল ভাবে সভায় প্রবেশ করতে দেখে মহারাজ উগ্রসেন থেকে শুরু করে সকলে বিস্মিত হলেন।

—কী সংবাদ কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ নিঃশব্দে রুক্মিণীর পত্রখানি অগ্রজ বলরামের হাতে দিয়ে দিলেন, তখন সংকোচের কোনও সময় নেই।

বলরাম পত্র পাঠ করে গর্জন করে উঠলেন—মহারাজ ভীষ্মক অপমান করেছেন যাদবদের। কৃষ্ণ-পত্নীকে বলপূর্বক শিশুপালের হস্তে দান করার জন্যে মহারাজ ভীষ্মক বদ্ধপরিকর। কৃষ্ণ হরণ করুক রুক্মিণীকে। অসুরবিবাহ ধর্মসম্মত। কৃষ্ণ উজ্জ্বল করুক যাদব-মুখ। প্রতিশোধ নিক দ্বারকার অপমানের।

সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হওয়ার পর এক বাক্যে বলরামকে সমর্থন জানালেন মহারাজ উগ্রসেন, বসুদেব, অক্রূর প্রভৃতি যাদব নায়কেরা। তাঁদের উৎসাহিত করল সাত্যকি, কৃতবর্মা, গদ, সারণ প্রভৃতি

বীরেরা। পরিকল্পনা প্রস্তুত হল। আনন্দিত শতানন্দ গোপন বার্তা বহন করে প্রত্যাবর্তন করলেন কুণ্ডীনাপুরীতে।

বিবাহের দিনে রুক্মিণী কম্পিত হৃদয়ে এসেছে দেবীমন্দিরে প্রথামত পূজা দিতে। পথের উভয় পার্শ্বে বিদেশাগত রাজন্যের দল, সৈন্যবাহিনী। হঠাৎ উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম পৃথক রথে। অদূরে অপেক্ষমান যাদবসেনা।

মহারাজ ভীষ্মক লজ্জিত হয়ে বলরামকে তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানালেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও যাদবদের উপস্থিতিতে রাজন্যদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কৃষ্ণের চক্ষু দৃঢ়নিবদ্ধ দেবীমন্দিরের দ্বারে।

দেবীকে প্রার্থনা জানাতে জানাতে রুক্মিণী মন্দিরের বাইরে পদক্ষেপ করল। কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর চার চক্ষুর মিলন ঘটল। সকলের অসাবধানতার সুযোগে কৃষ্ণের রথ এগিয়ে গেল। তারপর শ্যেন-পক্ষীর মতো কৃষ্ণ তাঁর দৃঢ় বাহুর সাহায্যে রুক্মিণীকে রথে তুলে নিলেন। ক্ষণিকের বিমূঢ়তা। তা অপসৃত হওয়ার আগেই চতুরাশ্ববাহিত গরুড়ধ্বজ রথ দারুকের নিপুণতায় বহু দূরে অগ্রসর হয়ে গেছে। তাকে অনুসরণ করেছে বলরাম এবং যাদব-সেনারা।

জরাসন্ধ প্রমুখদের আগমন লক্ষ্য করে যাদববাহিনী বলরামের নেতৃত্বে যুদ্ধার্থে পশ্চাদমুখী। শরজালে আচ্ছন্ন হল আকাশ। একসময় শত্রুরা সকলে পলায়ন করতে বাধ্য হল—যাদব-দুর্ধর্ষতার জন্যে।

কৃষ্ণ পুনরায় যাত্রা শুরু করেছিলেন। হঠাৎ রুক্মিণী বলল, নাথ। আমার ভ্রাতা রুক্মির আগমনের পূর্বেই আমাদের পলায়ন করা উচিত হবে।

কৃষ্ণের অহংবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হল। তিনি বললেন, পলায়ন? শৃগালের ভয়ে ভীত হয়ে সিংহ পলায়ন করবে? না প্রিয়ে, তোমার প্রিয়তমের বাহুবল দর্শন করা উচিত। কৃষ্ণ পলায়ন করে

না। কৃষ্ণ যাদবসিংহ।

অচিরেই বিশাল বাহিনী নিয়ে রুক্মি এসে উপস্থিত হল এবং কৃষ্ণকে অকথ্য ভৎর্সনা করে বলল, আমার ভগ্নীকে প্রত্যর্পণ কর। নচেৎ মৃত্যু বরণ কর, যাদবকুল-কলঙ্ক।

বলরাম প্রমুখেরা অগ্রসর হচ্ছিলেন। কৃষ্ণ তাদের বাধা দিয়ে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং অচিরেই রুক্মিকে রথহীন, অস্ত্রহীন, পর্যুদস্ত করে সংহারে উদ্যত হলেন।

রুক্মিণী বাধা দিয়েছিল কৃষ্ণকে। বলেছিল, ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্কে আমি কলঙ্কিত হতে চাই না। ক্ষমা কর রুক্মিকে।

কৃষ্ণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু আপন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে রুক্মি আর কুণ্ডীনাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে নি। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, রুক্মিণীকে উদ্ধার করে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম না হলে—জীবনে কুণ্ডীনাপুরীতে আর প্রবেশ করবে না। অগত্যা রুক্মি সেই রণক্ষেত্রেই নগর নির্মাণ করিয়ে বসবাস করা শুরু করেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস! কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সমেত রুক্মি এসেছিল যোগদান করতে। কিন্তু কোনও পক্ষই তাকে গ্রহণ করে নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল রুক্মি।

কৃষ্ণকে নীরব—চিন্তাকুল লক্ষ্য করে সত্যভামা এবং জাম্ববতী পদসেবা করতে করতে প্রশ্ন করল, কী চিন্তা করছেন নাথ?

কৃষ্ণ হাসলেন, না—এমনি। তাঁর স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামন্তক মণির ঘটনা।

দুর্ভাগা সত্রাজিত! তিনি কৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল এবং মহামূল্যবান মণি সামন্তক প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণ স্বভাবতই স্থির করেছিলেন যে ওই মণি মহারাজ উগ্রসেনের ধারণের যোগ্য। সামান্য সত্রাজিতের কাছে থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণের মন্তব্য সত্রাজিত জ্ঞাত হওয়ায় তিনি মণি হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে

উঠলেন। মণির নিরাপত্তার জন্যে তিনি তা ভ্রাতা প্রসেনকে দিলেন। হতভাগ্য প্রসেন একদিন ওই মণি ধারণ করে মৃগয়ায় গমন করল এবং এক সিংহ কর্তৃক নিহত হল।

সত্রাজিত ঘোষণা করল, কৃষ্ণ প্রসেনকে নিহত করে ওই মণি অপহরণ করেছে। ক্ষুব্ধ কলঙ্কিত কৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে, প্রসেন হত্যারহস্য এবং মণিটি উদ্ধার না করলে তাঁর কলঙ্কের অপনোদন হবে না। অগত্যা তিনি সন্ধান করে প্রসেনের মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। দেখলেন যে একটি সিংহের পদচিহ্ন রয়েছে সেখানে। অনুমান করতে তাঁর দেরী হল না যে সিংহটিই বধ করেছে প্রসেনকে। অতঃপর তিনি সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হলে এক স্থানে মৃত সিংহটিকে আবিষ্কার করলেন এবং মৃত সিংহের আশেপাশে একটি মানুষের পদচিহ্নও লক্ষ্য করলেন। সহজেই তিনি অনুমান করলেন যে মানুষটি ওই সিংহটিকে হত্যা করেছে— নিশ্চয়ই মণিটির জন্যে। এরপর তিনি সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে জাম্ববানের গুহার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং জাম্ববানের সন্তানদের ধাত্রীর হস্তে সেই মণিটি আবিষ্কার করলেন।

অতঃপর জাম্ববানের সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হল। পরাজিত জাম্ববান মণিসমেত তার সুন্দরী কন্যা জাম্ববতীকে দান করলেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করলেন দ্বারকায়। সত্রাজিতকে মণিটি প্রত্যর্পণ করে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। তখন লজ্জিত সত্রাজিত মণিটি কৃষ্ণকে উপহার দিলেন এবং সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানালেন! কৃষ্ণ সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন।

আজ কৃষ্ণ ভাবলেন কোন সব সুদূর অতীতের কথা এ-সব। পরগৃহবাসী এইসব নারীরা তাঁরই জীবনের অঙ্গীভূত।

প্রিয়তম নারীদের সেবায় ক্রমে কৃষ্ণের চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল সুখাবেশে। তিনি একসময় নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্যতীত করলেন দ্বারকায়। দ্বারকা এখন বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত। সারা ভারত-ভূমিতে বিরাজমান শান্তি। অশ্বমেধ যজ্ঞের ধন আহরণে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে অর্জুন। অশ্ব আহরণে—ভীম।

দ্বারকার জীবনেও এক শূন্যতা। এক অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হয়েছে। তাদের পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে যাদবসঙ্ঘকে।

ইত্যবসরে সংবাদ এল অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে হস্তিনা প্রস্তুত। মরুত্ত রাজার ধন সংগৃহীত হয়েছে। যুবনাশ্বপুর থেকে ভীম সংগ্রহ করে এনেছে অশ্ব। হস্তিনাপুরে আবার কর্মচাঞ্চল্য, উৎসব-চাঞ্চল্য।

মহাবলী ভীমসেনই আগমন করেছে দ্বারকায়। যুধিষ্ঠির ভীমকেই আদেশ করেছেন যাদবদের নিমন্ত্রণ করে কৃষ্ণকে নিয়ে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করতে।

আনন্দিত কৃষ্ণ প্রভাতে রাজসভায় গমন করে ভীমের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব, অক্রূর, এবং বলরামের সম্মুখে উপস্থিত হল গদ, শাল্ব, সারণ প্রভৃতি বীরেরা। কৃষ্ণ অনুমতি প্রার্থনা করলেন যজ্ঞ দর্শন করার জন্যে এবং অনুমতি লাভ করলেন।

এবার কৃষ্ণ গমন করলেন সস্ত্রীক। তাঁর অনুগামী হল যাদবেরা। পুত্র প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরেরা।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন হস্তিনার দ্বার-প্রান্তে। কৃষ্ণের আগমনবার্তা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর এবং যুবনাশ্ব অগ্রসর হলেন কৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্যে।

পদব্রজে যুধিষ্ঠিরকে আগমন করতে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির আলিঙ্গন

করলেন কৃষ্ণকে। অতঃপর যথাবিহিত সকলকে নমস্কার এবং আলিঙ্গন করে সদলবলে অগ্রসর হলেন রাজসভাগৃহের উদ্দেশ্যে।

ব্যাসদেব অপেক্ষা করছিলেন সভাগৃহে। কৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে মহারাজ! কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ কর। শুভ কার্যে অনেক বাধা। কৃষ্ণের প্রভাবে তুমি সব সংকট থেকে মুক্তি পাবে—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ করার আজ্ঞা দিলেন। অর্জুন কৃষ্ণের সম্মতিতে আগত যদুগণের হস্তে যজ্ঞ রচনার ভার সমর্পণ করলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

শুভ কার্যে সত্যই বাধা আসে সতত। দৈত্যরাজ শাল্বের ভ্রাতা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সসৈন্যে দ্বারকায় গমন করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ অনুপস্থিত থাকায় সে কৃষ্ণের সন্ধানে হস্তিনায় এসে উপস্থিত হয়ে হস্তিনা বেষ্টন করল এবং কৃষ্ণকে সংগ্রামে আহ্বান করল।

কৃষ্ণের অপমান—পাণ্ডবদের অপমান। তাই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে অনুশাল্বকে দণ্ড দেবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করল।

কিন্তু প্রবল যুদ্ধের পরও তারা কেউ অনুশাল্বকে পরাজিত করতে পারল না। শেষপর্যন্ত সাত্যকি, কৃতবর্মা, গদ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাবীরেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। কিন্তু পরাজিত হল অনুশাল্বের হস্তে। অবশেষে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর হস্তে অনুশাল্বের পরাজয় ঘটল। বন্দী অনুশাল্বকে যুধিষ্ঠির এবং

কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করা হল।

অনুশাল্বের কৃষ্ণদ্বেষ কৃষ্ণভক্তিরই আর একটি রূপ ছিল। কৃষ্ণকে সে প্রণাম করে শরণ ভিক্ষা করল।

যুধিষ্ঠির তাকে ক্ষমা করলেন এবং কৃষ্ণের উপদেশে যজ্ঞাশ্বের রক্ষার্থে অর্জুনের সহযোগী হিসাবে যুবনাশ্ব এবং অনুশাল্বকেও প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু যেহেতু যজ্ঞাশ্ব একটি মূল্যবান সম্পদ, অশ্বের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ওপর নির্ভর করছে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজার মান-মর্যাদা—তাই শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের পরামর্শে প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব, সারণ, কর্ণপুত্র বৃষকেতু, ঘটোৎকচপুত্র মেঘবাহনও অর্জুনের অনুগামী হল।

অজস্র যুদ্ধবিগ্রহের পর অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করল। সঙ্গে এলেন পরাজিত মণিপুররাজ বভ্রুবাহ, নীলধ্বজ, চন্দ্রহংস, শিখিধ্বজ, মণিভদ্র। সকলের উদ্দেশ্য এক—কৃষ্ণদর্শন।

মুনি-ঋষি এবং ভীষ্মের প্রচারে কৃষ্ণ এখন দেবত্বে উন্নীত হয়ে গেছেন। দেবসুলভ সমস্ত গুণই কৃষ্ণে বর্তমান।

মহা উৎসবের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হল। আহূত অতিথিগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করলেন। শূন্য হয়ে গেল হস্তিনাপুর।

সকলে প্রত্যাবর্তন করলেও কৃষ্ণ ধর্মরাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করতে পারছিলেন না। শেষপর্যন্ত ভীমের মাধ্যমে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটি যুধিষ্ঠির সযত্নে এড়িয়ে চলছিলেন। কিন্তু সেদিন আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তবু তিনি বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি বিনা হস্তিনাপুর নিরানন্দময়। এই বিষাদময় দেশে তোমায় ছাড়া কেমন করে জীবন ধারণ করব?

অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়তো যুধিষ্ঠিরের সর্বপাপ স্খলন করেছিল। কিন্তু তাঁর সেই মানসিক বিষণ্ণতা দূর করতে পারে নি।

কৃষ্ণ উপলব্ধি করতে পারছিলেন যুধিষ্ঠিরের মর্মযাতনা। তবু তিনি নিরুপায়। অতি বিনীত স্বরে বললেন, হে ধর্মরাজ! আমি আপনার মানসিক অবসাদ সম্পর্কে সচেতন। হস্তিনাপুর আমার দ্বিতীয় বাসভূমি এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বারকার অধিবাসীদের প্রতিও তো আমার কিছু কর্তব্য রয়েছে। তা আমায় পালন করতে দিন। আমি তো পাণ্ডবদেরই অংশ। যখনই স্মরণ করবেন, তখনই উপস্থিত হব।

ভীম বলল, হে ধর্মরাজ! অনুমতি দান করুন।

অগত্যা অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে দ্বারকা ত্যাগের অনুমতি দান করলেন।

আবার সেই একই বিষণ্ণতাময় বিদায় দৃশ্য! যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবেরা এবার কিন্তু স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন নি যে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের এই শেষ সাক্ষাৎ। এই জীবনে তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের আর দর্শন হবে না। কৃষ্ণও কি জানতেন? তিনিও সম্ভবত এ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করেন নি।

কৃষ্ণের তীর্থযাত্রা

নদীর স্রোতের মতো সময় বাহিত হয়। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ এখন ষষ্ঠদশ বর্ষের অতীত ঘটনা। ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়ী যুদ্ধের স্মৃতি এখন মলিন হয়ে এসেছে। যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ভারতভূমিতে এখন ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি, শান্তি। দ্বারকায়ও তাই। দ্বারকার বাইরে কর্মচাঞ্চল্য থাকলেও দ্বারকায় কোনও কর্মচাঞ্চল্য ছিল না। এখন দ্বারকা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়মুক্ত। দেশে অখণ্ড শান্তি আর সমৃদ্ধি। যুদ্ধবিগ্রহ নেই—শুধু শান্তি। শুধু দিন যাপনের গ্লানি—কষ্টকর।

কৃষ্ণ আর হস্তিনাপুরে গমন করেন নি। হস্তিনাপুরও কৃষ্ণকে আর আহ্বান করে নি। প্রয়োজন নিঃশেষ। শুধু বার্তাবহ এবং দূতমুখে সম্বন্ধ-সম্পর্ক-সখ্যতা বজায় রয়েছে। রয়েছে কুশলাদির বিনিময়।

এরই মধ্যে হস্তিনাপুরের দূত এসে উপস্থিত হল দুঃসংবাদ বহন করে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে বনগমন করেছেন। অনুগামী হয়েছেন সাধ্বী স্ত্রী গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের বনগমনে যত না আশ্চর্যবোধ করলেন কৃষ্ণ—তার চেয়ে অধিক আশ্চর্য বোধ করলেন পিতৃস্বসা কুন্তীর বনগমনে। তিনি সারা জীবনই প্রায় পরান্নে প্রতিপালিত। আজ যখন তাঁর কৃতী পুত্রেরা ভারতভূমির অসংবাদিত নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত—সেই সুখভোগের দিনে কেন তাঁর অরণ্যগমন। অনুভবী কৃষ্ণ শেষপর্যন্ত অনুভব করতে পারলেন পিতৃস্বসা কুন্তীর হৃদয়জ্বালা—পুত্র কর্ণকে হারাবার বেদনা! পরিতাপ।

কৃষ্ণ অসুখী হলেন ধর্মরাজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন না হওয়াতে। তিনি জানেন, ধর্মরাজ মানসিকভাবে ভীষণ নিঃসঙ্গ। তাই কৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত হলে তিনি আনন্দিত হয়ে ওঠেন।

ধর্মরাজ—পাণ্ডব তথা দ্রৌপদীর ভালোবাসা, হস্তিনাপুরবাসীদের প্রীতি মুগ্ধ করে কৃষ্ণকে। ধর্মরাজের জন্যে তিনি ব্যথা অনুভব করেন ঠিক; কিন্তু ব্যথা বা যন্ত্রণা—যে যার নিজস্ব বোধ। এর ভোগ নিজেকেই করতে হয়।

ভারতভূমির ধর্মরাজ্য স্থাপনের ব্যাপারটি নিয়েও কৃষ্ণ মনে মনে আলোচনা করেন। অধার্মিক - অশুভ শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজন ছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাই-ই ঘটেছে। জ্ঞাতিযুদ্ধ না হলেও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হত বা তিনি করাতেন। হয়তো অন্য পথে! দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন কামনা করেছিল এরকম

পরিণতির—তাই ওই পথেই এসেছে শান্তি। শুভবুদ্ধি হলে পাণ্ডব-কৌরবের মিলিত শক্তি প্রতিষ্ঠা করত সেই ধর্মরাজ্য। এ নিয়ে কৃষ্ণ আর অপেক্ষা করতেন না। পরিস্থিতিই ঘটনার নিয়ামক। সবই ঐতিহাসিক সম্বন্ধযুক্ত। যাদবশক্তির অবক্ষয় চলছে সে সম্বন্ধে তিনিও চিন্তিত। তবু যতদূর সম্ভব সেই অবক্ষয় রোধের প্রচেষ্টাও করে যাচ্ছেন।

তিনি জানেন যাদবসঙ্ঘের অন্যান্য কুলের অনেকেই তাঁর এবং অগ্রজ বলরামের ক্ষমতা সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ। যাদবকুলের নৈতিকতাও রাহুগ্রস্ত। কিছুদিন পূর্বেই ভোজ এবং কুরুবংশীয় কিছু যুবক বৃষ্ণিকুলের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। দমিত হয়েছিল সে বিদ্রোহ। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন যে, ঈর্ষার আগুন সহজে নির্বাপিত হয় না। ধূমায়িত অগ্নির মতোই তা অবস্থান করে সুযোগের অপেক্ষায়। তবু তিনি বা বলরাম যতদিন জীবিত আছেন—সেরকম কোনো অমঙ্গল তিনি আশা করেন না। জাতির উত্থান ঘটে, পতনও ঘটে। যাদবকুলের উত্থান ঘটেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তার ঐতিহাসিক কর্তব্য শেষে একদিন সেই কুলের পতনও ঘটবে। সংসারচক্রের এই নিয়ম। এর জন্যে কৃষ্ণ বিশেষ চিন্তিত নন।

যে জীবন চিরকাল কর্মব্যস্ত, চঞ্চল—এখন সেই জীবনের অচঞ্চলতা কৃষ্ণকে নিত্যপীড়া দেয়। স্থবিরত্ব তাঁকে যন্ত্রণা দেয়। কৃষ্ণ স্থির করেছিলেন যে, এবার দীর্ঘদিনের জন্যে তীর্থভ্রমণে বার হবেন। আয়োজনও করছিলেন। কিন্তু আবার হস্তিনার ভগ্নদূত এসে উপস্থিত হল—দুঃসংবাদ।

স্বর্গলাভ করেছেন মহাত্মা বিদুর।

বিদুরের মৃত্যুসংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। তীর্থযাত্রার উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হল। সাময়িকভাবে তিনি তীর্থযাত্রা স্থগিত রাখলেন।

এরও কিছুদিন পরে হস্তিনাপুরের বার্তাবহ আরও মর্মান্তিক সংবাদ বহন করে আনল।

মহাত্মা বিদুরের মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী রাজর্ষি শতযূপের আশ্রম পরিত্যাগ করে গঙ্গাদ্বারে গমন করেন এবং সেখানে ভীষণ তপস্যায় নিরত হন। তারপর একদিন ভয়ঙ্কর দাবানলে ইচ্ছাকৃতভাবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী দেহত্যাগ করেন। সঞ্জয় তাঁদের আদেশে জীবন রক্ষা করে হিমালয় অভিমুখে নিরুদ্দিষ্টের পথে গমন করেছে।

সমগ্র দ্বারকা শোকে আচ্ছন্ন হল। কৃষ্ণ অনুভব করলেন, কৈশোর—যৌবনের বর্ণময় দিনগুলির যেন ক্রমবাসান ঘটছে। পৃথিবী ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে আসছে। যে মহামৃত্যুর সূচনা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে—তা এখন ক্রমপূর্ণ হতে চলেছে। ঐতিহাসিক নায়কগণ কর্মশেষে একে একে বিদায় গ্রহণ করা শুরু করেছেন। কোথায় যেন অস্পষ্ট মৃত্যুর পদধ্বনি।

দ্বারকা যেন ক্লান্তিময়। রৈবতক যেন আকর্ষণবিহীন। কৃষ্ণ দীর্ঘ দিনের জন্যে তীর্থযাত্রায় গমন করা স্থির করলেন।

দ্বারকায় প্রবল আপত্তি উঠল।

রাজসভাগৃহে দণ্ডায়মান হয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভীষণ ক্লান্ত। আমায় অনুমতি দান করুন। যদি সম্ভব হয় তবে যাত্রাশেষে আমি হস্তিনাপুরের পথে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব। দীর্ঘকাল হস্তিনাপুর অদর্শনেও আমি ব্যাকুল।

মহারাজ উগ্রসেন অনুমতি দানে বাধ্য হলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন কৃষ্ণের হৃদয়ের যন্ত্রণা—চঞ্চলতা।

দ্বারকাবাসীকে বিষণ্ন করে তিনি সত্যিই একদিন তাঁর গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে, দারুক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে দীর্ঘ পথের আকুলতায় দ্বারকা ত্যাগ করে গেলেন।

যদুবংশ ধ্বংস

কৃষ্ণ-বর্তমানে দ্বারকার যুবজনতা কিছু পরিমাণে সংযত ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ তীর্থযাত্রায় গমন করলে কৃষ্ণভক্ত যাদবকুলপতিগণ কিছুটা বিব্রল হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করল দ্বারকার যুবমানস। তারা সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অসংযমী হয়ে উঠতে থাকল। কৃষ্ণের বর্তমানেই এই অসংযম শুরু হয়েছিল—কিন্তু তা গোপনে। এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনার পরিবারের অনেকেই ভর্তৃহীনা হয়ে ব্যাভিচারী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে যাদব-যুবসমাজের করণীয় কিছু না থাকার জন্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির সুযোগে তারা ক্রমশ এই পথে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। সুরাসক্তি, মাদকাসক্তি, নারী-সংসর্গ, নৈতিকতাহীনতা ক্রমশই গ্রাস করেছিল যাদব সমাজকে। পরিশেষে যাদব সঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিরা যখন সচেতন হলেন—তখন যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে গেছে। পরিস্থিতি যখন যথেষ্টই জটিল হয়ে উঠেছে—এমন অবস্থায় বিশ্বপরিক্রমার পথে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকায়।

প্রবীণেরা নারদের উপদেশ প্রার্থনা করলে নারদ বললেন, দ্বারকায় শুভানুষ্ঠান যজ্ঞ করা আশু কর্তব্য।

মহারাজ উগ্রসেন প্রমুখেরা বললেন, কৃষ্ণের অবর্তমানে দ্বারকায় শুভানুষ্ঠান যজ্ঞ! এ যে শিবহীন যজ্ঞের সমতুল হবে, হে দেবর্ষি!

নারদ বললেন, তোমরা দিন নির্দিষ্ট করে যজ্ঞের আয়োজন কর। আমি সমস্ত তীর্থে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করে তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করছি।

[মহাভারতের মুষল পর্বকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। এই অধ্যায়ে অতিপ্রাকৃতত রয়েছে যথেষ্ট। তবে

যদুবংশ যে আত্মযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল— তথ্যটি মোটামুটি স্বীকৃত! স্বীকৃত যে, দ্বারকা জলমগ্ন হয়েছিল। মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবেরা যখন দ্বারকায় উপস্থিত হল তখন ওই বিশাল নগর তার সমস্ত বৈভব নিয়ে সাগরবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। গোয়ার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ওসানোগ্রাফির তরফ থেকে যে অভিযান চালনা করা হয়েছিল—তাতে দাবী করা হয়েছে যে, সাগরতলে এক লুপ্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সুতরাং আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে দ্বারকা ছিল এবং দ্বারকা মহাভারতের বর্ণনার মতোই সাগরজলে অবলুপ্ত হয়েছিল।

মহাভারতের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করার পর কৃষ্ণকে আর প্রয়োজন ছিল না পাণ্ডবদের। কারণ তাঁর আরাধ্য কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য সমস্ত গুণের মধ্যে অধ্যাত্ম ভাবনাও যা কি না 'গীতা' হিসাবে পরিচিত, তাও স্বীকৃত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে থেকেই তিনি দেবত্ব পর্যায়ে উন্নীত এবং স্বীকৃত হয়ে পড়েছিলেন। দেবতা কী আমরা তা জানি না। তবে নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারি যে কৃষ্ণের মধ্যে এমন সব অসাধারণ শক্তির এবং গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তা দেবোপম। কৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলে তাঁকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে এত মানবীয় পরিশ্রম করতে হত না। আমরা মানুষের মধ্যে অতিমানবীয় গুণের সমাহার প্রত্যক্ষ করলেই তাকে দেবজ্ঞানে স্তুতি করি। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও সেইরকম ঘটে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহাভারতে স্ত্রীপর্বে আমরা দেখি যদুবংশ ধ্বংস সম্পর্কে গান্ধারীর সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথন। যাদবেরা যে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে একথা কৃষ্ণও বিশ্বাস করতেন। কারণ কৃষ্ণ-বলরাম বর্তমানে কোনও বহিঃশত্রু যে যাদববংশ ধ্বংসে সমর্থ হতে পারে—

একথা কৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন না।

একটি জাতি কখন আত্মঘাতী হয়? যখন তাদের নৈতিকতার পতন ঘটে। ফলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, যাদবদের নৈতিকতার পতন ঘটেছিল। এই পতন কৃষ্ণও রক্ষা করতে পারেন নি। কাকতালীয়ভাবে যুক্ত হয়েছিল ওই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিকগত পরিবর্তন—যার ফলে দ্বারকার সলিল সমাধি ঘটে।

আমি চারদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু সম্পর্কে একটি কাহিনী পরিবেশন করছি।]

দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কৃষ্ণের বদরিকা আশ্রমে সাক্ষাৎ হল। কৃষ্ণকে নারদ দ্বারকার বর্তমান পরিস্থিতি ব্যক্ত করে শুভানুষ্ঠান যজ্ঞের কথা জানালেন। দেবর্ষির মুখে দ্বারকার অবস্থার কথা শ্রবণ করে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। দারুককে তিনি বললেন, দারুক, এবার দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করব। পরিস্থিতি গম্ভীর!

নারদ পূর্বেই যাত্রা করেছিলেন। কৃষ্ণ অনেকদিন পর যাত্রা শুরু করলেন।

কৃষ্ণের আগমনের সংবাদ দেবর্ষি নারদের মুখেই শ্রবণ করেছিল দ্বারকাবাসী। তাই পাঞ্চজন্যের ধ্বনি শ্রুত হতেই তারা তোরণ পথে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

সহাস্য অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে দারুক রথ এগিয়ে নিয়ে চলল সঙ্ঘগৃহের দিকে। মহারাজ উগ্রসেন এবং অন্যান্য সভাসদেরা সাগ্রহে কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। আগামীকালই যজ্ঞারম্ভ। আয়োজন প্রস্তুত। নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতেরা এবং মুনি-ঋষিরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই।

সঙ্ঘগৃহের অদূরে নির্মিত হয়েছে যজ্ঞমণ্ডপ। তার কাছাকাছি সব সারে সারে কুটির—মুনি-ঋষিদের আবাসস্থল হিসাবে।

কৃষ্ণ অভিবাদন, প্রীতি সম্ভাষণের পালা সমাপ্ত করে বললেন যে,

তিনি যজ্ঞস্থল এবং মহর্ষি কণ্ব, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, দেবর্ষি নারদ প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবেই প্রাসাদে বিশ্রামের জন্যে গমন করবেন। তাঁদের দর্শন করে না যাওয়াটা হবে অসৌজন্যমূলক।

সকলে কৃষ্ণের কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। অতঃপর এক বিশেষ শোভাযাত্রা রাজসভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যজ্ঞ মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হল।

যজ্ঞাগারে কর্মীরা যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত। সে-সব পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণ মহর্ষিদের কুটিরের দিকে অগ্রসর হলেন।

মহর্ষিরা তাদের বিশাল কুটিরের দাওয়ায় বসে আগামীকালের যজ্ঞের বিষয়েই কথা বলছিলেন। সদলবলে কৃষ্ণকে কুটির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেখে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

মহর্ষিরা সহাস্যে বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমিই দ্বারকার শুভ। তমি উপস্থিত। এখন যজ্ঞ তো কেবলমাত্র নাম রক্ষা করা।

লজ্জিত কৃষ্ণ বললেন, হে মহর্ষিগণ, আমি যেহেতু আপনাদের প্রীতিভাজন—তাই আপনারা আমার প্রশংসা করছেন। আমি আপনাদের অনুগৃহীত এক সাধারণ মানবমাত্র।

মহর্ষিরা বললেন, না কৃষ্ণ! তুমি সাধারণ নও। অসাধারণ। তুমিই আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। তোমার মধ্যেই ব্রহ্মের প্রকাশ। তুমিই সেই সনাতন পুরুষ।

স্তুতিবাদে কৃষ্ণ লজ্জা অনুভব করছিলেন। একসময়ে বললেন, হে মহর্ষিগণ! আমায় গৃহগমনে অনুমতি করুন।

মহর্ষিরা আন্তরিকভাবে বললেন, হ্যাঁ কৃষ্ণ! তুমি প্রাসাদে যাও, বিশ্রাম কর। আগামীকাল প্রভাতে যজ্ঞাগারে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

মহর্ষিদের অনুমতি লাভ করে কৃষ্ণ ফিরে চললেন নিজের প্রাসাদের দিকে। পথিমধ্যে অগ্রজ বলরামকে প্রশ্ন করলেন, হে

অগ্রজ, দ্বারকায় অবস্থার কি এতই অবনতি ঘটেছে যে শুভানুষ্ঠান যজ্ঞের আয়োজন করতে হল ?

বলরাম বললেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি এখন পথক্লান্ত। গৃহে যাও ! বিশ্রাম কর। যথাসময়ে আমি সব ব্যক্ত করব। তবু জেনে রাখ যে দ্বারকার অবস্থা পর্যালোচনা করেই প্রবীণেরা যজ্ঞের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি প্রতিবাদ করি নি ঠিকই। তবে আমি বিশ্বাস করি—কিছু বাস্তবসম্মত পন্থা গ্রহণ করা উচিত। যজ্ঞের দ্বারা দ্বারকায় শুভত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কৃষ্ণ বিষণ্ণতা বোধ করলেন। দীর্ঘকাল দ্বারকা থেকে অনুপস্থিত থাকার জন্যে নিজেকেই অপরাধী বোধ করলেন।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পত্নীদের সঙ্গে কলহাস্যে—আলাপচারিতায় ব্যয় করে কৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন হয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদি সমাধা করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন। কারণ সকলে তাঁরই প্রতীক্ষায় থাকবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রভাতে রুক্মিণী যখন তাঁকে বলল, নাথ, উঠুন। সূর্যোদয় বহুকাল পূর্বেই হয়ে গেছে। আপনার জন্য আপনার মান্যবর অগ্রজ প্রতীক্ষা করছেন।

সচকিত কৃষ্ণ সবেগে গাত্রোত্থান করে লজ্জিত স্বরে বললেন, হে প্রিয়ে. আরও পূর্বে কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ কর নি ? তারপর মুক্ত জানালা পথে বাইরের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, কই ? যজ্ঞধূম কোথায় ? কোথায় সামমন্ত্র গান ? দ্বারকা নীরব-নিশ্চুপ কেন, রুক্মিণী ? যজ্ঞ কি শুরুতেই সমাপ্ত হয়ে গেছে ? নাকি তাঁরা সকলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। কি লজ্জা ! কি লজ্জা !

গম্ভীর স্বরে রুক্মিণী বলল, ব্যস্ত হবেন না নাথ। যজ্ঞ শুরু হয় নি। দ্বারকার আকাশ যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হবে না।

—রুক্মিণী! কঠোর স্বরে কৃষ্ণ বললেন, এ কি অশুভ কথাবার্তা।

—আপনার অগ্রজ বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা আপনার জন্যে প্রাসাদ-সভাগৃহে অপেক্ষা করে রয়েছেন। সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি তাঁদের কাছ থেকেই জ্ঞাত হতে পারবেন। দ্বারকার আজ মহা দুর্দিন! প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে রুক্মিণী দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

কৃষ্ণ রুক্মিণীর বাক্যে ও আচরণে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ থেকে আবার সচল হলেন। এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল।

ঝড়ের বেগে কৃষ্ণ প্রাসাদ-সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে দ্বারপ্রান্তেই গতি ভঙ্গ করলেন। ভেতরে অবনত মস্তকে অগ্রজ বলরাম, সাত্যকি এবং কৃতবর্মাকে উপবেশন করে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে অগ্রজ বলরামকে প্রণাম করলেন। প্রশ্ন করলেন, কী সংবাদ—অগ্রজ? যজ্ঞাগ্নি কেন প্রজ্বলিত হয় নি? সামগান শ্রুত হচ্ছে না কেন? সকলে কি আমার বিলম্বের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন?

বলরাম নীরবে কৃষ্ণকে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

কৃষ্ণ আরও আশঙ্কিত হয়ে উঠে আসন গ্রহণ করে সাত্যকিকে প্রশ্ন করলেন, সাত্যকি, বল, কী ঘটেছে? তোমরা নিশ্চুপ কেন?

সাত্যকি অবনত মস্তকে বলল, কৃষ্ণ! এক নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বারকায় আর যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হবে না। দ্বারকা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। ঋষিরা কাল সায়াহ্নে দ্বারকা ত্যাগ করে চিরকালের জন্যে প্রস্থান করেছেন।

—কেন? প্রায় শূন্য সভাগৃহে কৃষ্ণের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল, কেন সাত্যকি? কেন দ্বারকা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে—কী সেই অভিশাপ? কে অভিশাপ প্রদান করেছেন?

দ্বারকায় উপস্থিত থেকেও আমি সেইসব সংবাদের কিছুই জ্ঞাত হতে পারি নি ? তোমরা কি কৃষ্ণকে ত্যাগ করেছ ?

উত্তেজিত কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্যে বলরাম বললেন, না কৃষ্ণ ! না। তুমিই এখন দ্বারকার একমাত্র আশাভরসা। তাই প্রভাতেই আমরা তোমার কাছে আগমন করেছি।

উত্তেজনা সংযত করে কৃষ্ণ ধীর স্বরে বললেন, তবে বলুন সেই নিদারুণ ঘটনা—যা দ্বারকাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলরাম বললেন, তবে শ্রবণ কর কৃষ্ণ।

বলরাম যা বললেন, সংক্ষেপে তা এরকম।

গতকাল দ্বিপ্রহরে একদল যুবক একটি গর্ভিনী নারীকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি কণ্ব, মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং দেবর্ষি নারদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তারা সকলেই মত্ত অবস্থায় ছিল। মহর্ষিরা তাদের দর্শন করে বিস্মিত ও আশঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেন, কী প্রয়োজন ?

যুবকের দল মদমত্ত অবস্থায় বলে, আপনারা তো ত্রিকালদর্শী, ভবিষ্যৎ-বক্তা। আপনারাই বলুন, এই নারীটি কবে প্রসব করবে ? প্রসবসময় এর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

অসংযত যুবকদের দ্রুত স্থান পরিত্যাগ করানোর মানসে মহর্ষিরা বলেন, অচিরেই এই নারী প্রসব করবে। চিন্তার কিছু নেই।

মহর্ষিদের কথায় যুবকের দল অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, এই আপনাদের জ্ঞান—ত্রিকালদর্শিতা ! ছিঃ ! এ ভাবে আপনারা মানুষকে প্রতারণা করছেন ! তারপরেই তারা নারীটিকে বস্ত্র-উন্মোচন করতে বলে।

সন্ত্রস্ত মহর্ষিরা পরম বিস্ময়ে দেখেন যে নারীটি প্রকৃতপক্ষে নারীই নয়—এক ছদ্মবেশী পুরুষ।

যুবকদের ব্যবহার এবং প্রতারণায় মহর্ষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং অভিশাপ দেন। বলেন, তাদের কথা অভ্রান্ত। এই পুরুষটিই অচিরে একটি লৌহ মুষল প্রসব করবে এবং সেই মুষল যদুবংশ

ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তাঁরা যজ্ঞ পরিত্যাগ করে দ্বারকা ত্যাগ করার প্রস্তুতি নেন।

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ধায়। মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব, মাননীয় অক্রূর এবং আমি মহর্ষিদের কাছে উপস্থিত হয়ে যুবকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারি নি। তাঁরা বলেন, যদুবংশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং তা আত্মকলহেই ঘটবে।

বলরাম নিশ্চুপ হলেন।

উত্তেজিত কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, আমাকে সংবাদ দেন নি কেন? আমি অনুরোধ করতাম!

বলরাম বললেন, দুটি কারণে। এক, যদি তুমিও প্রত্যাখ্যাত হতে—তা হত আমাদের চরম অপমান। দুই, মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব, মাননীয় অক্রূর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যদি তুমি সফলতা অর্জন করতে—তা হত তাঁদের অপমান। তাছাড়া যাঁরা অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত নন—তাঁদের অধিক অনুরোধ করারই বা কী প্রয়োজন? সে হত দ্বারকার অপমান।

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন করলেন, কে সেই নারীবেশী পুরুষ? কার এই প্রগলভতা?

বলরাম নীরব রইলেন।

কৃষ্ণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে অগ্রজ সেই দুর্বিনীত পুরুষটিকে বলুন। তার চরম শাস্তি প্রাপ্য।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলরাম বললেন, আমি দুঃখিত কৃষ্ণ। মহারাজ উগ্রসেন, পিতা বসুদেব, মহামান্য অক্রূর তাকে এবং যুবকদের ক্ষমা করেছেন। তারা অনুশোচনাগ্রস্ত। আমিও তাদের ক্ষমা করেছি। এটি তাদের অধঃপাতের চিহ্ন নয়—দ্বারকার সামগ্রিক অবক্ষয়ের চিহ্ন।

—তবু বলুন সে কে? অনড়ভাবে কৃষ্ণ বললেন।

—তুমি উত্তেজিত হোয়ো না। তুমি তাকে এবং তাদের শাস্তি প্রদান করতে পারবে না। কথা দাও।

—উত্তম। বলুন দ্বারকার সেই কলঙ্ক কে ?

বলরাম বললেন, সে তোমার পুত্র, শাম্ব।

কক্ষে যেন বজ্রপাত ঘটল! আর্তনাদ করে উঠলেন কৃষ্ণ!—আমার পুত্র! কুলকলঙ্ক! মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি।

বলরাম বললেন, শান্ত হও কৃষ্ণ। শাম্বের মৃত্যুতেই কি যদুবংশের ধ্বংস রোধ করা সম্ভব হবে? শাম্ব তো দ্বারকার অবক্ষয়ের প্রতীক মাত্র। তাই তো তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। বর্তমানে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ঋষি-অভিশাপ কেমন করে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করা সম্ভব হবে!

বিষাদময় স্বরে কৃষ্ণ বললেন, মুষল তো ইতিমধ্যেই প্রসবিত হয়ে গেছে। অবক্ষয়ই তো সেই মুষল।

বিষণ্ণ বলরাম বললেন, জানি কৃষ্ণ। সেই অবক্ষয় কেমন করে দূর করা সম্ভব—তাই এখন আমাদের বিচার্য বিষয়।

কৃষ্ণ আবার কিছুক্ষণ মৌন রইলেন। তারপর একসময় ক্লান্ত স্বরে বললেন, হে অগ্রজ! লোকে ঈর্ষা করলেও—সত্য এই যে, দ্বারকাপুরী, নবযাদব আমাদের উভয়ের সৃষ্টি, রচনা। তার ধ্বংস অতি বেদনাময়। দ্বারকা আমার প্রাণ।

বলরাম বললেন, তুমি দ্বারকার প্রাণ।

কৃষ্ণ সখেদে বললেন, তা জানি না, অগ্রজ। তবে, উপলব্ধি করছি যে দ্বারকা ত্যাগ করে দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা উচিত হয় নি। আমার এত আত্মসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয় নি।

কৃতবর্মা এবং সাত্যকি বলল, যা বিগত তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে লাভ নেই। বর্তমানে কিছু করণীয় থাকলে তা নিয়ে চিন্তা কর।

বলরাম বললেন, সত্য কথা। আমাদের এই অবক্ষয় রোধ

করার জন্যে এখনই অবশ্য করণীয় কী কী তা নির্ধারণ করতে হবে।

কৃষ্ণ মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তিনি বললেন, হে অগ্রজ! দ্বারকার এই অবক্ষয়, যুবমানসের এই নৈতিকতাহীনতা কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা আমায় ব্যক্তিগত-ভাবে অনুভব করতে হবে—পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমায় ক'দিন সময় দিন।

বলরাম, সাত্যকি এবং কৃতবর্মা বললেন, উত্তম কথা। কৃষ্ণ তুমি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েছ এটিই পরম আশ্বাসের কথা। আমরা এখন গাত্রোত্থান করছি।

অভ্যাগত তিনজন প্রস্থান করলে কৃষ্ণ শূন্য সভাগৃহে কিছুক্ষণ একাকী উপবেশন করে রইলেন।

কদিন যাবৎ কৃষ্ণ প্রতি রাত্রে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করলেন। দেখলেন—দ্বারকার কুঞ্জবনে, পথে-ঘাটে রতি-উন্মত্ততা। দেখলেন—মাদকাসক্তদের, দেখলেন সুরার দোকানগুলিতে আত্মকলহ, গোষ্ঠী-ঈর্ষা, অনৈতিকতা। বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর, সাত্বত, মধু ···একে অন্যের বিরুদ্ধে গরল উদ্গিরণ করে চলেছে। শুনলেন—শাম্বের কাহিনী নিয়ে রসাল আলোচনা। অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। ভাবলেন, এ কোন দ্বারকা? এই দ্বারকা তার অপরিচিত। তাঁর শুভত্ব দ্বারকার কোনও শুভ সূচনা করতে পারে নি। অধঃপাতের অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে গেছে দ্বারকা।

কৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন এই অধঃপাতের সূচনা দীর্ঘকাল আগে ঘটে যাওয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পূর্বের কাহিনী। এক অক্ষৌহিণী যাদবসেনা নিহত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে। তাদের যৌবনবতী স্ত্রী-কন্যাদের অনেকেই যৌবনজ্বালায় ব্যাভিচারিণী হয়েছিল। পথেও নেমেছিল ক্রমে ক্রমে। প্রশাসন অন্ধ হয়েছিল। আজ ওদের জারজ সন্তানে দ্বারকা

পূর্ণ। অনৈতিকতার মধ্যে যাদের জন্ম—নৈতিকতা তাদের মধ্যে আশা করা বৃথা। এরাই প্রভাবিত করেছে দ্বারকার যুবমানসকে। এই বিষ পরিণত হয়েছে গোষ্ঠী ঈর্ষায়। সৈন্যদের মধ্যে এই ঈর্ষার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। রৈবতকের দুর্গমালার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

কৃষ্ণ যেন অসহায় বোধ করেন। কেমন করে তিনি রোধ করবেন এই সর্বক্ষয়ী অবক্ষয়?

তবু কিছু করা উচিত এবং আশুই করা উচিত। তিনি মিলিত হলেন—অগ্রজ বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রমুখ যাদব নায়কদের সঙ্গে। আলোচনা করলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তারপর সদলে গমন করলেন রাজসভায়।

কৃষ্ণ উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, সবকিছুর ক্ষেত্রেই মৃত্যু এক ধ্রুব নিশ্চিত নিয়ম। জাতির ক্ষেত্রেও তাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যাদবদের উত্থান ঘটেছিল—ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তার অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একটি মৃত্যুপথযাত্রীকে কি আমরা চিকিৎসাহীনতায় মৃত্যুবরণ করতে দেব? তা কি পুরুষকারের কাজ? তা কি মানবিকতার কাজ? দ্বারকার জনমানসে অবক্ষয় শুরু হয়েছে। তা কি আমরা প্রতিরোধ করব না?

সভাসদ্‌দের সকলে বললেন, নিশ্চয়ই করব কৃষ্ণ। অসহায়ভাবে আমরা ঋষি-অভিশাপকে স্বীকার করে নেব না। বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ নয়। উপায় বল কৃষ্ণ! তুমিই দ্বারকা। তুমিই যাদব ঈশ্বর।

কৃষ্ণ বললেন, তবে অতিরিক্ত সুরাসক্তি দূর করতে হবে। সুরার বিপণিগুলিকে বন্ধ করতে হবে। কারণ শৌণ্ডিকালয়গুলিই সব অনর্থের উৎস। রাত্রে কুঞ্জবনপথগুলিতে প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রতিলোলুপ নরনারীরা সেগুলিকে ব্যবহার করতে না পারে।

কৃষ্ণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে সকলে সহমত হলেও প্রথম প্রস্তাবে

আপত্তি দেখা দিল। ব্যবসায়িক ক্ষতি।

কৃষ্ণ বললেন, শৌণ্ডিকালয়গুলি শুধু মদিরাই যোগান দিচ্ছে না, তারা অন্যায়ভাবে সংগৃহীত তীব্র মাদকের যোগানদাতা। এই মাদকের আসক্তির জন্যে প্রতি রাত্রেই প্রতি শৌণ্ডিকালয়তে কলহ—রক্তপাত ঘটছে নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে। এই মদিরা এবং মাদকই দ্বারকাবাসীর মনে হলাহল জাগিয়ে তুলছে।

বহু তর্ক-বিতর্কের পর কৃষ্ণের প্রস্তাব গৃহীত হল। শৌণ্ডিকালয়গুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখা হল।

শৌণ্ডিকালয় বন্ধ করার আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। মদিরা এবং মাদকাসক্তেরা বিক্ষোভ জানানো শুরু করল। কৃষ্ণই প্রধান হোতা—এই হিসাবে বৃষ্ণিবংশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ হতে থাকল। চঞ্চল হয়ে উঠল দ্বারকা। প্রশাসন অনড় হয়ে রইল।

কৃষ্ণ এখন শান্তিহীন। সেদিন তিনি সন্ধ্যাকালে একাকী বন্দরের দিকে ভ্রমণ করছিলেন। লক্ষ্য করছিলেন—সাগর অতিক্রমকারী শত শত পোতগুলিকে। সহসাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল দ্বারকার জ্যোতিষশ্রেষ্ঠ ঋষভের সঙ্গে।

ঋষভ বয়সে বৃদ্ধ হলেও কৃষ্ণের প্রতি—দ্বারকার প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি-বিশ্বাস। অপরিমেয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

কৃষ্ণই সহাস্যে অভিবাদন জানালেন, নমস্কার হে জ্যোতিষশ্রেষ্ঠ ঋষভ। দীর্ঘদিন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল।

ঋষভ বললেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমারই অনুসন্ধান করছিলাম। কিন্তু তুমি ঋষি-অভিশাপ ব্যর্থ করার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নি। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

কেন মান্যবর ঋষভ ?

—আমি চিন্তিত এবং ভীষণ ভাবে আশঙ্কিত। আমার গণনায়

এক অদ্ভুত ফলাফল দর্শন করছি। আমি যদি ভ্রান্ত হই—তবে জানবে যে দ্বারকায় একমাত্র সুখী ব্যক্তি আমিই।

—কী সেই গণনা?

—বড় মারাত্মক! ভীষণ! তুমি কিছু সময়ের জন্যে কি আসবে আমার কার্যালয়ে? এসো কৃষ্ণ!

ঋষভের উদ্বিগ্নতা দর্শনে কৃষ্ণ আশ্চর্য হলেন। বললেন, চলুন। কী এমন গণনা—যা আপনাকে এমন বিপর্যস্ত করে তুলেছে—আপনার মুখে-চোখে তারই অভিব্যক্তি! আমার কৌতূহল হচ্ছে।

বন্দরের অদূরেই জ্যোতিষার্ণব ঋষভের কার্যালয়। কৃষ্ণ কৌতূহলী হয়ে ঋষভকে অনুসরণ করলেন।

কার্যালয়ে কৃষ্ণকে সাদরে আসন গ্রহণ করিয়ে ঋষভ কিছু ভূর্জপত্র এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।—আমার গণনা এই ভূর্জপত্রেই লিখিত রয়েছে। হে কৃষ্ণ! তুমি পরম জ্যোতিষ। দেখ, আমার গণনায় কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে কি না?

কৃষ্ণ অচিরেই সেই গণনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। ঋষভ এক দৃষ্টে কৃষ্ণের মুখমণ্ডলে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত অভিব্যক্তি পাঠ করতে থাকলেন।

এক সময় কৃষ্ণ মুখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মুখ-মণ্ডল রক্তশূন্য। আশঙ্কিত! দু'জনের কেউই দীর্ঘকাল কোনও কথা বললেন না।

অতঃপর একসময়ে কৃষ্ণ বললেন, ঋষিরা সত্যই ভবিষ্যতদ্রষ্টা। তাঁরা দ্বারকাবাসীদের আত্মকলহ এবং দ্বারকার জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আপনার গণনাও বলছে, এই সুন্দর নগরী জলমগ্ন হবে। হারিয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে!

—আমার গণনায় কি কিছু ভ্রান্তি লক্ষ্য করলে কৃষ্ণ?

—না, মহামান্য ঋষভ! আপনার গণনা চিরকালই অভ্রান্ত। যাদবকুলের ধ্বংস আসন্ন।

—কিন্তু কৃষ্ণ! তুমি যাদবেশ্বর! দৈবের কাছে—ভাগ্যের কাছে তুমি কি এত সহজেই পরাজয় স্বীকার করবে? তোমার শুভত্ব, তোমার দেবত্ব দিয়ে রক্ষা কর এই মহান কুলকে, এই মহান দেশকে।

—কেমন করে?

—নতুন ভূমির সন্ধান কর। নতুন স্থানে নবদ্বারকা নির্মাণ কর। নতুন করে শুরু কর সব কিছু।

—কিন্তু, কে বিশ্বাস করবে দ্বারকার এই পরিণতি? সকলেই আমাদের উন্মাদজ্ঞান করবে।

—না, কৃষ্ণ! না। অচিরেই শুরু হবে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তা হবে দ্বারকার আসন্ন প্রলয়ের সূচনামাত্র। এখনও সময় আছে। তুমি সময়ের সদ্ব্যবহার কর। একদিন তোমার আর বলরামের নেতৃত্বে আমরা মথুরা ত্যাগ করে এই সুদূর প্রান্তে ছুটে এসেছিলাম। গড়ে তুলেছিলাম শৌর্যে-বীর্যে-সমৃদ্ধিতে উন্নত দ্বারকাকে। আজও তুমি তাই কর। ত্যাগ কর এই নগরী। সৃষ্টি কর নতুন নগর—নতুন আবাসভূমি।

—হে ঋষভ! এর মধ্যে রয়ে গেছে কালের ব্যবধান। যৌবনের সেই তেজ—সেই শক্তি আজ আর আমার মধ্যে কোথায়?

—হে কৃষ্ণ! তুমি কৃষ্ণ! লোকে তোমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। তুমি অমিতশক্তিধর—এখনও। তুমিই উৎসাহের আকর, কৃষ্ণ। তুমি বিহ্বল হোয়ো না। দৃঢ় মুষ্ঠিতে গ্রহণ কর দায়িত্ব। কৃষ্ণ, যুদ্ধ! এ-ও এক যুদ্ধ! ঋষি-অভিশাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তুমি জীবনে সব যুদ্ধে অপরাজিত। দৈব বারবার তোমায় সহায়তা করেছে। আজও নিশ্চয় করবে। হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার জীবনের শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি হও।

—হে মহামান্য ঋষভ, কেমন করে তা সম্ভব? কোথায় সেই নতুন আবাসভূমি?—কোন কৌশলে আমি যাদবদের নিয়ে যাব

সেই ভূমিতে ?

চিন্তা কর, কেশব। তোমার চিন্তাতে সব সম্ভব। আমি চাই, যাদবেরা নতুন করে বাঁচুক। দ্বারকা লুপ্ত হয়—হোক।

চিন্তাগ্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ! বললেন, হে মহামান্য ঋষভ, অনুমতি করুন। আপনার কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে অভিশাপগ্রস্ত যাদবদের রক্ষা করার। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঋষভের মুখ।—আমি জানি। তুমি পারবে, কৃষ্ণ। তুমি জয়ী হবে এ যুদ্ধে!

শৌণ্ডিকালয় বন্ধে, মদিরা বন্ধে, মাদক বন্ধে, রাত্রিতে দ্বারকার কুঞ্জবনগুলি বন্ধ হওয়ায়, নির্জন পথঘাটে প্রহরার ব্যবস্থা হওয়ায় সংক্ষুব্ধ দ্বারকাবাসী। বিক্ষোভে উত্তাল দ্বারকা। কৃষ্ণ নিরুত্তাপ যদিও সকলে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ অনড়।

কিন্তু কৃষ্ণের মনে নতুন আবাসভূমির চিন্তা ক্রমাগত আবর্তন করে চলেছে। আবর্তন করে চলেছে—কেমন করে দ্বারকাবাসীদের নিয়ে যাবেন সেই নতুন দেশে। কোন যুক্তিতে? দ্বারকা জলমগ্ন হবে—একথা স্বয়ং কৃষ্ণ বললেও হয়তো বিরোধীরা বিশ্বাস করবে না। তবে উপায়?

দৈবই উপায়ের ব্যবস্থা করল। সেদিন প্রদোষকালে কোথা থেকে উড়ে এল বজ্রগর্ভ মেঘ। মরুৎগণ ক্ষিপ্ত হল। বাসুকি পাতাল রাজ্য থেকে মাথা নাড়ল। প্রলয় শুরু হল দ্বারকার বুকে। ক্রুদ্ধ নাগের মতো সমুদ্র মাথা কুটতে থাকল দ্বারকার প্রাচীরে। ঘনঘন বিদ্যুৎ গর্জন। মেঘের গুরু গুরু রব। কৃষ্ণ প্রথমে ভাবলেন, এই বোধহয় দ্বারকার অন্তিম ক্ষণ। পরে চিন্তা করলেন—না, এই-ই সূচনা—গণনা তাই-ই বলছে। ঋষভও তাই বলেছিলেন।

কৃষ্ণ বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন। প্রকৃতির রুদ্ররোষের দিকে

তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে আবর্তিত হল সেই একই চিন্তা। —ঋষি-অভিশাপ। কেমন করে তা থেকে মুক্ত হওয়াসম্ভব? কোথায় সেই নতুন আবাসভূমি? কেমন করে তিনি বাধ্য করবেন যাদবদের দ্বারকাত্যাগে?

প্রবলবেগে বজ্রপাত ঘটল। ক্ষণপ্রভার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। সেই বিদ্যুৎ আলোকে—হঠাৎই কৃষ্ণের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক ভূমিখণ্ড—সপ্তসিন্ধু-বিধৌত অঞ্চলে এক অরণ্যময় ভূমিখণ্ডের দৃশ্য। আনন্দিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। মনে-মনে বললেন, হ্যাঁ, সেই উপযুক্ত ভূমি। সমগ্র যাদবদের পরিচালিত করে নিয়ে যেতে হবে সেই নতুন দেশে। নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে যাদব জীবন। সহসাই কৃষ্ণ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। সেই একই চিন্তা—কেমন করে?

কৃষ্ণ হঠাৎ আশ্চর্য হলেন, ঝড়-জল উপেক্ষা করে শত শত মানুষ তাঁর প্রাসাদ-অঙ্গনে প্রবেশ করছে! তিনি দ্রুত বাতায়ন ত্যাগ করে নিচে নেমে এলেন।

কৃষ্ণকে দর্শন করে আর্তনাদ করে উঠল সেই শত শত মানুষ। —হে কৃষ্ণ? রক্ষা কর। ঋষি অভিশাপ থেকে মুক্ত কর আমাদের।

বিহ্বল কৃষ্ণ বললেন, আসুন। আমার সভাগৃহে উপবেশন করুন। ভয়বিহ্বল মানুষেরা তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে সভাগৃহে প্রবেশ করল।

উজ্জ্বল দীপাধারে আলোকিত ছিল সেই সভাগৃহ। কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, এই দুর্যোগ উপেক্ষা করে কেন আপনারা এলেন আমার কাছে?

—তুমি আমাদের রক্ষা কর্তা। তুমি যাদবেশ্বর। রক্ষা কর। ত্রাণ কর মূঢ় যাদবদের।

দ্বারকার মানুষজনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে অভিভূত হলেন কৃষ্ণ। মনে মনে দ্রুত চিন্তা করে চললেন, এই সুযোগ। প্ররোচিত

করতে হবে দ্বারকাবাসীকে দ্বারকাত্যাগে—নতুন এক জীবনে প্রবেশ করতে পথে।

হে কৃষ্ণ! জ্যোতিষার্ণব ঋষভ আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমার শরণ নেবার জন্যে আবেদন জানালেন। আমাদের ক্ষমা কর, তুমি! ঋষি-অভিশাপ ব্যর্থ কর।

কৃষ্ণ বললেন, আজ অবক্ষয় গ্রাস করেছে যাদবসমাজকে। নৈতিকতাহীনতা, গোষ্ঠী-ঈর্ষা গ্রাস করেছে যাদব-হৃদয়কে। ঋষি-অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে পূতঃ পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। অনুশোচনা ব্যক্ত করে পাপশূন্য হতে হবে। তা কি পারবেন আপনারা?

—পারব কৃষ্ণ! পারব! তোমার কথাই ছিল চিরকালের আদেশ। আমরা পথভ্রান্ত। আমাদের রক্ষা কর।

কৃষ্ণ পর্যবেক্ষণ করলেন বৃষ্টিস্নাত মানুষগুলিকে। তারপর বললেন, উত্তম। তবে কয়েকদিনের মধ্যে প্রভাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। নারী-শিশু আর বৃদ্ধেরা রয়ে যাবে দ্বারকায়। বাকি সমস্ত দ্বারকাবাসী গমন করবে প্রভাসে। অবগাহন করে—অনুশোচনা ব্যক্ত করে পাপমুক্ত হবে। তারপর আমি ঋষি-অভিশাপমুক্ত নতুন জীবনের পথে আপনাদের পরিচালিত করব—আর একবার। প্রস্তুত?

—প্রস্তুত কৃষ্ণ! আমরা চিরকালই তোমার অনুগামী। আমরা প্রস্তুত।

— তবে নির্ভয়ে গমন করুন আপন আপন গৃহে। এই প্রলয় স্তব্ধ হবে অচিরে। আপনারা প্রভাস যাত্রার প্রস্তুতি গড়ে তুলুন!

—জয় কৃষ্ণের জয়! জয় কেশবের জয়! কৃষ্ণের জয়ধ্বনি তুলে দ্বারকাবাসীরা একে একে প্রস্থান করল।

সেদিন অযুত যাদবের দল রথ-অশ্ব-হস্তিতে শোভিত হয়ে

প্রভাস যাত্রা করল! আনন্দিত কৃষ্ণ সকলের পশ্চাতে থেকে তাদের অনুসরণ করলেন। শোভাযাত্রা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল, সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদব বীরগণের হস্তে। বহু যুদ্ধে তারা সৈন্য পরিচালনা করেছে। সুতরাং এ দায়িত্ব তাদের কাছে কিছুমাত্র কঠিন নয়। শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে অবস্থান করছিলেন বলরাম।

সমুদ্র-উপকূলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল সেই শোভাযাত্রা। নৃত্য-গীতে মুখরিত। মুক্তিকামী অযুত যাদব আজ ভয়শূন্য—নির্ভয়। শোভাযাত্রা একসময় রৈবতকের পাদদেশে এসে উপস্থিত হল। দুর্গমালা শূন্য করে সমস্ত সৈনিকের দল নেমে এল নিচে। মিশে গেল মানুষের ভিড়ে।

রৈবতকের দিকে দৃষ্টিপাত করে কৃষ্ণ দুঃখ অনুভব করলেন। এই দুর্গমালা ছিল যাদবশক্তির প্রতীক। কত পরিশ্রমে গড়ে তোলা হয়েছিল এই দুর্গমালা, আজ তা শূন্য। কালের কবলে সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। একদিন বহিঃশত্রুর হাত থেকে দ্বারকাকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন ছিল এই সেনানিবাসের। আজ প্রয়োজনহীন।

কৃষ্ণ বিষণ্ন হয়ে পড়লেন।

শোভাযাত্রা শ্লথগতিতে এগিয়ে চলছিল। কয়েকদিনের উদ্বেগ-অনিদ্রায় কৃষ্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর আচ্ছন্নতা কেটে গেল। তাঁর মনে হল, শোভাযাত্রার চরিত্র যেন পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গীতের ধারা—শোভাযাত্রার গমন ছন্দেরও যেন পরিবর্তন ঘটেছে। কেন? উৎকীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ শোভাযাত্রাকারী-দের সঙ্গীত শোনবার চেষ্টা করলেন। যাত্রার শুরুতে যে মাধুর্য ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছে। এখন সঙ্গীত নিতান্তই সুরহীন। নৃত্য তালহীন—ছন্দহীন।

কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ চক্ষে সহজেই ধরা পড়ল যে শোভাযাত্রাকারীরা

সকলেই মদিরার নেশায় আচ্ছন্ন। মদিরা! তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন বলিবর্দবাহী শকটগুলিকে। শকটের ওপর বস্ত্রাচ্ছাদিত কলসগুলির মধ্যে বেশ কিছু কলস উন্মুক্ত। পানীয় জলের পরিবর্তে তাতে নিশ্চয় মদিরা আনয়ন করা হয়েছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করার পূর্বেই দেখলেন যে. অশ্বারোহণে সাত্যকি এবং কৃতবর্মা তাঁর দিকে আগমন করছে'

কৃষ্ণ তীক্ষ্ন [illegible] সাত্যকি এবং কৃতবর্মাকে বললেন. হে সাত্যকি! হে কৃতবর্মা! পানীয়ের কলসে মদিরা আনয়ন করার অনুমতি কে দান করল? দেখ, মদিরা পান করে শোভাযাত্রাকারীরা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। অনুশোচনাগ্রস্ত মানুষেরা নিশ্চিহ্ন। তার স্থানে দেখ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দ্বারকার সেই অবক্ষয়িত মানুষের দল। এরা বিস্মৃত হয়েছে ঋষি-অভিশাপ।

সাত্যকি বলল, হে কৃষ্ণ! শান্ত হও। মদিরা যাদবজীবনে —যাদববাহিনীতে—শুধু যাদব কেন, কোনও বাহিনীতেই নতুন কিছু নয়। মদিরার ওপর নিষেধাজ্ঞায় এরা দীর্ঘদিন মদিরা পান থেকে বঞ্চিত ছিল। সদয় হও। এদের আনন্দ করতে দাও। এত কঠোর হোয়ো না, কৃষ্ণ! তাছাড়া, এ-তো দ্বারকানগর নয়। পথ। নারীরাও এখানে অনুপস্থিত।

কৃষ্ণ বললেন, না সাত্যকি। এরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

—কৃতবর্মা বলল, নিশ্চিন্ত হও, কৃষ্ণ! আমরা রয়েছি।

সাত্যকি বলল, তুমি বরং কিছু পশ্চাতে আগমন কর।

অগত্যা কৃষ্ণ স্বীকার করে নিলেন সাত্যকি আর কৃতবর্মার আশ্বাসন। ভাবলেন, সত্যই, অহেতুক কঠোরতায় লাভ কী? এ-তো দ্বারকানগর নয়। পথ। আনন্দ করুক। আগামীকাল প্রভাসের পুণ্য সলিলে অবগাহন করে নিজেদের পাপের স্বীকারোক্তি শেষে এরা মুক্ত হবে। হয়ে উঠবে নতুন মানুষ।

তারপর কৃষ্ণ তাদের কাছে প্রকাশ করবেন দ্বারকার আসন্ন জলমগ্নতার কথা। তাদের পরিচালিত করবেন নতুন ভূমির উদ্দেশ্যে। এক সুখস্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে রইলেন কৃষ্ণ।

রাত্রে প্রভাসের অদূরে পথিমধ্যেই রাত্রি যাপনের আয়োজন হল। তৃণশয্যায় শয়ন করলেন কৃষ্ণ। দীর্ঘ সময় চিন্তা করলেন, যাদব-ভবিষ্যৎ। চিন্তা করলেন, তিনি সফল হবেন কি না? যাদবদের আচরণে তিনি সংশয়ান্বিত।

প্রভাতে যাত্রা শুরু হল। অচিরেই সেই মহা শোভাযাত্রা উপস্থিত হল প্রভাসের আদিগন্ত উপকূলে। শোভাযাত্রাকারীরা যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল বালুকাবেলায়। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ পোশাকে বর্ণময় হয়ে উঠল তটভূমি।

বলরামের রথ কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে এল। বলরাম উৎফুল্ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এই মহান প্রভাসের বুকে বিষণ্ণ কেন? তোমার পরিকল্পনা তো সফল হয়েছে। অযুত যাদব উপস্থিত হয়েছে প্রভাসের তীরে। তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত।

কৃষ্ণ একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন প্রভাসের বুকে একটি সরোবরের দিকে। শরবনে আচ্ছন্ন। বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে গাছগুলি। কেমন যেন অপার্থিব—ভয়ঙ্কর বলে তাঁর বোধ হচ্ছিল।

বলরামের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, হে অগ্রজ। শরবনটিকে লক্ষ্য করুন কেমন যেন হিংস্রতার প্রকাশ ঘটেছে গাছগুলির মধ্যে।

বলরাম বললেন, ও তোমার মনের ভ্রম, কৃষ্ণ। বিশ্রাম কর। তারপর আমরা অবগাহনের আয়োজন করব।

কৃষ্ণ নিরুত্তর রইলেন। তারপর একসময়ে কৃষ্ণ আর বলরাম সমুদ্রে স্নান সমাপন করার জন্যে অগ্রসর হলেন।

আবক্ষ জলে কৃষ্ণ-বলরাম সেই অনাদি পুরুষের ধ্যান করে যাদবদের জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন। প্রার্থনা করলেন যেন ঋষি-অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় যাদবেরা। তারা যেন অবক্ষয় থেকে উন্নীত হয়ে নতুন করে এক সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

ধ্যান, পূজাপাঠ, প্রার্থনা সাঙ্গ হলে কৃষ্ণ-বলরাম তটভূমে উঠে এলেন। দেহ তাদের সিক্ত। বসন সিক্ত। কৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, দেখুন অগ্রজ। যাদবেরা মদিরার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

উৎকণ্ঠিত বলরাম বললেন, কৃষ্ণ! চল। আর কিসের বিলম্ব? সাত্যকি, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্নকে বলি—তারা অবগাহন শুরু করুক। প্রভাসের বুকে দাঁড়িয়ে মহাসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে তাদের পাপের স্বীকারোক্তি করুক। যাদবসংহতি মন্ত্রে নতুন করে দীক্ষিত হোক।

কৃষ্ণ চারদিকে দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ বললেন, হে অগ্রজ! কাকে বলবেন? —দেখুন সকলে মদিরা পানে ব্যস্ত। আচ্ছন্ন। লক্ষ্য করুন ওদের অসংযত আচরণ।

বলরাম যেন ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বল হয়ে গেলেন। আদিগন্ত বেলাভূমিতে মদিরা পানরত যাদবদের দর্শন করে তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে বললেন, মদিরা পান নতুন কিছু নয়। চল, আমরা সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রদ্যুম্নদের মহা-জোটের দিকে গমন করি। তাদের অবগাহনে আদেশ দান করি।

মদিরার পাত্র নিয়ে হাস্য পরিহাসে মত্ত ছিল সাত্যকি প্রমুখেরা। কৃষ্ণ-বলরাম উপস্থিত হতেই তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। তবু তাদের জোটের মধ্যে থেকে স্খলিত কণ্ঠে কেউ বলে উঠল, চুপ! যাদবেশ্বর কৃষ্ণ-বলরাম উপস্থিত।

সেই বক্তাকে অনুকরণ করে অন্য আর একজন বলে উঠল, চুপ!

কৃষ্ণ বলরাম সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে বললেন, হে সাত্যকি, হে কৃতবর্মা, মহাস্নানের আয়োজন কর। পাপমুক্ত হও। লগ্ন সমাগত।

কৃতবর্মা বলে উঠল, মহাস্নানের প্রয়োজন কিসের? তোমরা তো স্নান করেছ। তোমাদের পুণ্যেই যাদবদের পুণ্য। আমরা মদিরায় অবগাহন করব—সমুদ্রে নয়।

মহাজোটের সকলে কৃতবর্মাকে সমর্থন জানিয়ে মুক্তকণ্ঠে বলে উঠল, হ্যাঁ। আমরা মদিরায় অবগাহন করব। ফিরে যাও কৃষ্ণ বলরাম।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল মদিরাচ্ছন্ন সাত্যকি।—কৃষ্ণকে অপমান করছ তুমি। কৃষ্ণ যাদবেশ্বর! তোমায় আমি হত্যা করব। নির্লজ্জ—পামর! কুরুক্ষেত্রে নিদ্রিতদের হত্যা করেছিলিস!

গর্জন করে উঠল কৃতবর্মা।—আস্ফালনের প্রয়োজন নেই। তুই বাহুহীন ভূরিশ্রবাকে বধ করেছিলিস। কৃষ্ণ শঠ! কৃষ্ণ প্রতারক!

কৃষ্ণ-বলরাম স্তম্ভিত।

সাত্যকি অসি নিষ্কাষণ করে চিৎকার করে উঠল। —সাবধান কৃতবর্মা! কৃষ্ণের অপমান আমি সহ্য করব না। কুরুক্ষেত্রে তোকে বধ করতে পারি নি। আজ প্রভাসে তোকে বধ করব।

মদিরাসক্ত যাদবেরা কোলাহল করে উঠল। কুরুক্ষেত্র! আজ প্রভাসে যাদব-কুরুক্ষেত্র রচিত হবে। কুরুক্ষেত্র! অস্ত্র ধারণ কর কৃতবর্মা।—সাত্যকিকে হত্যা কর। কৃষ্ণ-বলরামের পদলেহী সাত্যকিকে হত্যা কর।

বিবর্ণ বলরাম বললেন, হে কৃষ্ণ! নিশ্চুপ থেকো না। এদের নিবারণ কর। ঋষি-অভিশাপ।

কৃষ্ণ ভাবলেশহীন। তিনি বললেন, চলুন অগ্রজ! আমরা সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান থেকে যাদবদের অন্তিম লগ্ন প্রত্যক্ষ করি।

—না, কৃষ্ণ। না! বলরাম যুদ্ধমান সাত্যকি আর কৃতবর্মাকে বলে উঠলেন, ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও—সাত্যকি, কৃতবর্মা। তোমরা

দায়িত্বশীল। দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান করতে পারো না।

—উন্মত্ত জনতা বলল, কৃষ্ণ-বলরাম, ফিরে যাও। আমরা যাদব-কুরুক্ষেত্র রচনা করব।

কৃষ্ণ বলরামের বাহু আকর্ষণ করে বললেন, চলুন, অগ্রজ। আমাদের সম্মান বিঘ্নিত হবে এবং তা রক্ষা করতে হলে যাদবরক্তে হস্ত কলুষিত করতে হবে। যাদবেরা আজ মহাকালের কবলগ্রস্ত। বাধাদানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ভারতভূমির কোনো উপকারেই এরা ব্যবহৃত হবে না আর।

সরোবরের অদূরে দণ্ডায়মান থেকে কৃষ্ণ বলরাম প্রত্যক্ষ করছিলেন যাদবকুলের আসন্ন বিনাশ। মদিরাচ্ছন্ন, মাদকাচ্ছন্ন যাদবেরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সাত্যকি আর কৃতবর্মা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানছে।

হঠাৎ সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে এল বজ্রগর্ভ মেঘের দল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ক্ষরণের আলোকে কৃষ্ণ দেখলেন, সাত্যকির অসির আঘাতে কৃতবর্মার শির ভূলুণ্ঠিত হল। মেঘের গুরু গুরু রবের সঙ্গে উন্মত্ত যাদবদের কোলাহল মিশে গেল। হত্যা কর সাত্যকিকে। ভোজ, কুকুর, মধুবংশীয়েরা আক্রমণ করল সাত্যকিকে। সাত্যকিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল প্রদ্যুম্ন। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে সাত্যকি এবং প্রদ্যুম্নের শির লুটিয়ে পড়ল প্রভাসের বালুকাবেলায়।

মরুৎগণ যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ধূলি মেঘে আচ্ছন্ন হল প্রভাস। গুরু গুরু রবে প্রকম্পিত হল চতুর্দিক।—হত্যা কর, হত্যা কর। হত্যার নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল যাদবেরা। কেউ জানে না—কে কাকে হত্যা করছে—কেন?

বলরাম এক সময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, কৃষ্ণ! হস্তক্ষেপ কর। এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ কর। ব্যবহার কর তোমার শায়ক।

নির্লিপ্ত কৃষ্ণ বললেন, কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করব শায়ক?

মদিরা আর মাদক এদের হৃদয় থেকে পুঞ্জীভূত হলাহলকে টেনে বার করে এনেছে। গোষ্ঠী ঈর্ষা, ব্যক্তিগত ঈর্ষা এদের দীর্ঘকাল গ্রাস করেছে। মুক্তি অসম্ভব।

মরুৎগণ তখনও ক্ষিপ্ত। ক্রমাগত বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত প্রভাসের কূল। অঝোর ধারায় ধারাবর্ষণ। তারই মধ্যে জিঘাংসায় মত্ত মৃত্যুপথযাত্রী যাদবকুল। নিশ্চেষ্ট দর্শক কৃষ্ণ ও বলরাম।

হঠাৎ এক দল রক্তস্নাত যাদব ছুটে এল।—অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও। শত্রু এখনও জীবিত।

মৃতপ্রায়—চৈতন্যহীন মানুষগুলিকে দর্শন করে কৃষ্ণ করুণা অনুভব করলেন। কী প্রয়োজন এদের জীবিত থাকার?

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শরবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন কৃষ্ণ। রক্ত-লালসায় তারা যেন ছটফট করছে। নিষ্ঠুরভাবে কৃষ্ণ বললেন, শরগুলিকে ব্যবহার কর। ওই শর থেকেই প্রস্তুত হয় লৌহফলক যুক্ত যাদব-শায়ক—শত্রুঘাতী।

উন্মত্তের মতো কোলাহল করতে করতে মানুষগুলি ঝাঁপ দিল শরবনে। উৎপাটিত করল প্রতিটি শর। ভগ্ন অসির সাহায্যে তাদের তীক্ষ্ণাগ্র করে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করল। ঝঞ্ঝাবাতাসের গর্জন ছাপিয়ে জেগে উঠল তাদের আর্তনাদ। ক্রমে শরমুক্ত সরোবরের জল রক্তিম হয়ে উঠল। স্তূপীকৃত হয়ে উঠল মৃতদেহ।

বলরাম বললেন, এ তুমি কী করলে কৃষ্ণ? যাদবদের মৃত্যুর পথ প্রদর্শন করলে?

—মৃত্যু নয়, অগ্রজ। মুক্তির পথ প্রদর্শন করলাম কিছু হতভাগ্য মানুষকে—যারা পৃথিবীতে ভারবাহী হয়ে বেঁচে থাকত। মৃত্যুই এদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। ওরা কৃষ্ণের করুণা লাভ করেছে।

একসময় মরুৎগণ বিদায় নিল। বিদায় নিল বজ্রগর্ভ মেঘের দল। আকাশ আবার নির্মল হয়ে উঠল। শুধু পড়ে রইল

অযুত যাদবের মৃতদেহ।

কৃষ্ণ ও বলরাম পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মৃত প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, অনিরুদ্ধ, গদ, সারণ, সাত্যকি, কৃতবর্মাকে দর্শন করে আকুল হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। তাঁর সহস্র যুদ্ধের সব নায়ক। এ কি করুণ পরিণতি এদের। কে দায়ী? কে দায়ী যাদবদের এই মৃত্যুযজ্ঞের? তিনি? কিন্তু তিনি তো এদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন নতুন দেশে নিয়ে যেতে। স্বপ্ন অসফল রয়ে গেল। পরাজিত কৃষ্ণ!

হে অগ্রজ! আমাদের জীবনও এখন অর্থহীন।

বিষণ্ণ বলরাম বললেন, হ্যাঁ কৃষ্ণ। আমাদেরও এখন এদের অনুসরণ করা উচিত। আমাদের জীবনও এখন ভারবাহী।

—কিন্তু কিছু কর্তব্য তো রয়ে গেছে। দ্বারকায় এই সংবাদ প্রেরণ করতে হবে। নারী-বৃদ্ধ-শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। চলুন আমরা দ্বারকায় গমন করি।

—অসম্ভব, কৃষ্ণ। তাঁদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যাও।

সহসা দারুককে আগমন করতে দেখে বিস্মিত বলরাম বললেন, তুমি এখনও জীবিত, দারুক? কী জন্যে প্রত্যাবর্তন করলে? মৃতদেহ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করতে?

বিষণ্ণ দারুক বলল, আমি পরিত্যাগ করে গিয়েছিলাম প্রভাস। কোলাহল স্তব্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করছি। হে হলধর! মৃত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র—এরা কি কখনও আনন্দ দান করে? এই নির্মম ভয়াবহতা আমার হৃদয়কে প্লাবিত করছে। কী মর্মান্তিক ভাবে অন্তিমে পরিণত হল মহান যাদবকুল!

কৃষ্ণ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ। আমাকে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করতে হবে। রথ সজ্জিত কর, দারুক।

রথ প্রস্তুত রয়েছে, হে কৃষ্ণ! চল, এই মহাশ্মশান ত্যাগ করে আমরা পলায়ন করি।

কৃষ্ণ বললেন, হে বলরাম! আপনি অপেক্ষা করুন, আমি দ্বারকা থেকে শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করব। তারপর দু'জনে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করে অনুগমন করব এই অযুত যাদবদের। এদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রয়োজনহীন হয়ে গেছি। যাদবহীন কৃষ্ণ ও বলরামের অস্তিত্ব কোথায়? আমরা অস্তিত্বহীন।

সজল নয়নে বলরাম বলল, হে কনিষ্ঠ! তুমি যাও, আমি এই মহাশ্মশানের প্রহরায় থাকব। যাও।

কৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন। পাঞ্চজন্যের শব্দে বিষাদময় হয়ে উঠল প্রভাসের মহাশ্মশান। সারি সারি মৃতদেহ। কিছুকাল আগেও এরা ছিল জীবিত। এখন প্রাণহীন। নিশ্চল।

দারুকের নিপুণ হস্তে গরুড়ধ্বজ রথ গতিপ্রাপ্ত হল।

দ্বারকার বুকে এখন শূন্যতা! বৃদ্ধ, রমণী এবং শিশুরা বেষ্টন করেছিল কৃষ্ণের রথ।

মহারাজ উগ্রসেন প্রশ্ন করলেন, হে কৃষ্ণ! এ কি তোমার রূপ? মলিন—ধূলিলিপ্ত বসন! কোথায় তোমার সেই শিখিধ্বজ?

পিতা বসুদেব বললেন, কোথায় সেই অযুত যাদবের দল? কোথায় রেখে এলে তাদের।

নারীরা আর্তনাদ করে উঠে বলল, আমাদের স্বামী-পুত্র-ভ্রাতারা কোথায়? কোন দেশে তারা রয়ে গেল কৃষ্ণ!

অক্রূর ও উদ্ধব বলল—বল, বল, কৃষ্ণ! সবাই কোথায়? তোমার এই শোচনীয় মূর্তিই বা কেন?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অভিভূত কৃষ্ণ একসময়ে নিজেকে সংযত করে বললেন, ঋষি-অভিশাপ সত্য হয়েছে। প্রভাসবেলায় যাদবেরা আত্মঘাতিকলহে নিহত হয়েছে। যাদবেরা আর নেই।

আকুল হয়ে উঠল দ্বারকা। সূচীভেদ্য নীরবতা।

পিতা বসুদেব বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি তাদের পরিচালিত করে নিয়ে গিয়েছিলে মুক্তিস্নানের জন্যে। তুমি তাদের রক্ষা কর নি।

—না। তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের বাধা দান করি নি। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। কাকে বাধা দেব? সবাই হিংসায় উন্মত্ত। অন্তরের গোপন কোণে সঞ্চিত হলাহলে তারা নীলবর্ণ। আমি পরাজিত।

শোক বিহ্বলতা একটু শান্ত হলে কৃষ্ণ বললেন, আরও একটি দুঃসংবাদ রয়েছে। অচিরে জলমগ্ন হবে দ্বারকা। দারুক অনিরুদ্ধপুত্র—আমার পৌত্র বজ্রকে নিয়ে এখনই গমন করবে মথুরায়। বজ্র রক্ষিত হবে মথুরায়। পশ্চাতে দারুক যাবে হস্তিনায়। পাণ্ডবদের যদুকুল ধ্বংসের সমাচার দান করে বলবে, কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো প্রভাসযুদ্ধেও নিরপেক্ষ ছিল। গলিত, নৈতিকতাহীন যাদবদের রক্ষা করার সে কোনও চেষ্টাই করেনি। কৃষ্ণ ও বলরামের প্রয়োজন শেষ। তারাও মহাপ্রয়াণে গমন করবে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যেন সত্বর আগমন করে দ্বারকায়। উদ্ধার করে নিয়ে যায় বৃদ্ধ-নারী-শিশুদের। অর্জুন ছাড়া এ কর্তব্য অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। যাও, দারুক। তুমি বজ্রকে নিয়ে এখনই যাত্রা কর। সময় বড় সংক্ষিপ্ত। ওদিকে অগ্রজ বলরাম আমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

দারুক শিশু বজ্রকে নিয়ে যাত্রা করলে ক্রন্দনের রোল উঠল দ্বারকায়। আকুল হয়ে উঠল দ্বারাবতী।

নির্লিপ্তভাবে তা দর্শন করে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুনের আগমন পর্যন্ত সময় আপনারা দ্বারকার দ্বার রুদ্ধ রাখুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন যাতে নারীলোভী দস্যুরা দ্বারকা আক্রমণ করতে না সক্ষম হয়। অর্জুন আসবে—ঝড়ের বেগেই সে আগমন করবে। আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তের ওপরে। ম্লান আলোক ছড়িয়ে পড়েছিল অতুল ঐশ্বর্যময়ী দ্বারকার ওপর।

কৃষ্ণ বললেন, আমায় অনুমতি করুন।

পুনরায় ক্রন্দনের রোল ভারী করে তুলল বাতাস।

কৃষ্ণ বললেন, মানুষ পৃথিবীতে আসে। কর্ম করে--আবার বিদায় নেয়। আমিও এসেছিলাম। আমার কর্ম করেছি। আমি অধর্মীদের বিনাশ কামনা করেছিলাম। যতদূর সম্ভব তাদের বিনাশও ঘটিয়েছি। তবে অশুভশক্তি—অধর্মীরা রক্তবীজ। কোন গোপন গুহায়—মাটির কোন গোপনে কন্দরে তারা আবার বলবীর্য লাভ করছে, জানি না। আবার তারা মানব-সংসারে হানা দেবে। তখন নতুন কোনও কৃষ্ণ তাদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে। এই-ই জীবন চক্র। এই-ই সংসার চক্র। এখানে দুঃখের স্থান নেই। কালের নিয়মকেও কেউ অতিক্রম করতে পারে না। আমি আপনাদের স্নেহ লাভে, শ্রদ্ধা লাভে--ভালোবাসায় ধন্য। বিদায়!

মহারাজ উগ্রসেন বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাদবেশ্বর!

ম্লান মুখে কৃষ্ণ বললে, আমি মানুষ। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে অধিকার করার চেষ্টা করেছিলাম সেই দেবত্বকে। জানি আমি কতদূর সার্থক। কতদূর ব্যর্থ! মহাকাল তার বিচার করবেন।

রথশূন্য হয়ে পদব্রজে কৃষ্ণ দ্বারকার তোরণ অতিক্রম করলেন। শেষবারের মতো একবার তাকালেন তার প্রিয়তম নগরীর দিকে। কত উৎসাহ—কত উদ্দীপনায় একদিন তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই নগর। আজ তা মূল্যহীন। কালই সব কিছুর মূল্য জোগায়। কালই সব কিছু মূল্যহীন করে দেয়।

সশব্দে নগর তোরণ বন্ধ হল। কৃষ্ণের হৃদয় হাহাকার করে উঠল। নিজের মনে মনে বললেন, বিদায় দ্বারকা, বিদায় দ্বারাবতী!

প্রভাসের অদূরে বৃক্ষতলে নিদ্রামগ্ন ছিলেন কৃষ্ণ। সঙ্গীহীন তৃষ্ণাহীন, ক্ষুধাহীন, কৃষ্ণ। হঠাৎ ভূমিতে কম্পন জাগল। জলোচ্ছ্বাসের প্রবল শব্দ। নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল কৃষ্ণের।

আকাশে রক্তিমাভা। প্রভাত হচ্ছে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। প্রভাস! অগ্রজ বলরাম অপেক্ষা করে রয়েছেন। অযুত যাদবদের মৃতদেহ তারই প্রতীক্ষায়। সময় অল্প।

ভূকম্পন এক সময় শান্ত হল। কৃষ্ণ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন প্রভাসের দিকে। নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে আশ্চর্য হলেন কৃষ্ণ। কোথায় সেই অযুত মৃতদেহ? কোথায় তাঁর অগ্রজ বলরাম? কিছুক্ষণ ভাল করে চতুর্দিক লক্ষ্য করার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, সাগরজলে ভাসমান মৃতদেহ! বুঝতে পারলেন, সমুদ্র গ্রাস করেছে বালুকাবেলা। ভূকম্প তারই সংকেত ছিল। কিন্তু কোথায় অগ্রজ বলরাম? বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি পার করে তিনি খুঁজে চললেন হলধর বলরামকে। শেষপর্যন্ত এক জায়গায় তিনি আবিষ্কার করলেন নিথর—নিস্পন্দ বলরামকে। ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেছেন।

কিছুক্ষণ বিহ্বল থাকার পর কৃষ্ণ সচল হলেন। তিনি বলরামের মৃতদেহ সাগরজলে ভাসিয়ে দিলেন।

অকুল পারাবার। প্রভাতের সেই জলোচ্ছ্বাস নেই। অসংখ্য মৃতদেহ ভেসে চলেছে সাগরের জলে। কৃষ্ণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। যাদবকুল ভেসে চলেছে অনন্তের দিকে। এক দিন এদের উত্থান ঘটেছিল। ধর্ম সংস্থাপনে এরা তাঁকে সাহায্য করেছিল। কালের বিধানেই এরা আজ অধঃপতিত হয়েছিল! কালই এদের গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তিনি যে রয়ে গেলেন! এরা তাকে তো গ্রহণ করল না। তবে কি তিনি পরিত্যক্ত? তাঁর কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ?

অগ্রজ বলরামহীন জীবন তিনি কেমন করে ধারণ করবেন?

অগ্রজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলে গেছেন। প্রতীক্ষা করেন নি তাঁর প্রত্যাবর্তনের।

অভিমান-ক্ষুব্ধ হন কৃষ্ণ। দুই দেহে ছিলেন তাঁরা একটি প্রাণ। সেই একটি দেহের বিহনে পৃথিবী আজ শূন্য—মহাশূন্য। কৃষ্ণ একাকী। নিঃসঙ্গ। এ জীবন তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। তবে কোথায়? কোথায় সেই স্থান? মৃত্যু তাঁকে গ্রহণ করবে—কিন্তু কোথায় সেই মৃত্যু তাঁর জন্যে আসন পেতে বসে রয়েছে? প্রভাস নয়। নিশ্চয়ই প্রভাস নয়। নচেৎ অগ্রজ তাঁকে ত্যাগ করে যেতে পারতেন না। অযুত যাদব তাঁকে ত্যাগ করে যেতে পারত না। কোথায় সেই মোহন আসন? মোহন মৃত্যু?

সূর্য মাথার ওপরে এল। ক্রমে ঢলে পড়ল পশ্চিম দিগন্তে। পরিশেষে লজ্জাবনত হয়ে সাগরের বক্ষে মুখ লুকোল। সন্ধ্যা নেমে এল নিঃশব্দ পদক্ষেপে। অভুক্ত—তৃষ্ণার্ত কৃষ্ণ এক সময়ে গাত্রোত্থান করলেন। মনে মনে বললেন, বিদায়! বিদায় হে প্রভাস! তোমার এই চারণক্ষেত্র বারবার আমায় দিয়েছিল সান্ত্বনা—শক্তি—উৎসাহ। আজ দিল বিষাদ—বিষণ্ণতা, জীবনের প্রতি নির্মোহতা। বিদায়!

অনির্দিশ্ট ভাবে কৃষ্ণ ফিরে চললেন রৈবতকের দিকে।

কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ

বিশাল এক মহীরুহের নিম্নে শায়িত কৃষ্ণ—শ্রান্ত। ওপরে—অনেক ওপরে উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া—সারসার দুর্গ—দুর্গমালা। আজ জনহীন। শুধু যাদব-পতাকা বাতাসে একা নিঃসঙ্গ ভাবে উড়ছে।

নিমীলিত চক্ষে কৃষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করলেন সেদিকে। একদিন কত মানুষ—কত পরিশ্রম—জরাসন্ধভীতি। আজ সব নিরর্থক। বনজগুল্ম—উদ্ভিদের দল গ্রাস করবে ওই পাষাণ দুর্গ। ফাটল ধরবে তার প্রাচীরে প্রাচীরে—দেওয়ালে দেওয়ালে! চূর্ণ হয়ে

লুটিয়ে পড়বে রৈবতকেরই শিখরে।

কৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন নিম্নের দিকে। প্রশস্ত রাজপথ চলে গেছে দ্বারকার দিকে। ওই পথ বেয়েই আসবে অর্জুনের কপিধ্বজ। দেবদত্তের নিনাদে পূর্ণ হবে আকাশ—বাতাস। কৃষ্ণ মনেমনে অদৃশ্য দ্বারকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আছি। আমি আছি প্রহরায়। অর্জুন এলেই আমার মুক্তি। কিন্তু কবে আসবে অর্জুন? কত দিন? কতকাল পর? কর্তব্য শেষ। শুধু প্রতীক্ষা। কৃষ্ণ ভাবলেন, এই আকাশ, এই পৃথিবী বড় সুন্দর। একে ত্যাগ করে যেতে হবে! বড় মোহময় এ বাতাস!

হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করলেন কৃষ্ণ। তাঁর পদতলে বিদ্ধ হয়েছে এক শায়ক। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তাঁর সারা চোখে। তারপর একসময়ে ধীরে ধীরে চোখ উন্মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। কে এই ঘাতক?

প্রথমে অস্পষ্ট—পরে সুস্পষ্ট ভাবে কৃষ্ণ দেখলেন, সম্মুখে এক ভীতিবিহ্বল ব্যাধ। —হে কৃষ্ণ! আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট তীর তোমায় আঘাত করেছে। আমায় ক্ষমা কর। আমি শায়ক উন্মুক্ত করছি। তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি দ্বারকায়। আমায় ক্ষমা কর।

বরাভয়ের হাসি হাসলেন কৃষ্ণ।—না, হে নিষাদ! কৃষ্ণ তোমায় ক্ষমা করেছে। তুমি কৃষ্ণকে তাঁর পরম মৃত্যু উপহার দিয়েছ। ক্ষাত্রিয়ের মৃত্যু। কী নাম তোমার?

—জরা!

—ফিরে যাও জরা—নির্ভয়ে ফিরে যাও। গোপন রেখো আমার কথা। বাসুদেব কৃষ্ণ তোমায় ক্ষমা করেছে। যাও।

সন্দিগ্ধভাবে ফিরে গেল জরা।

বাতাসে পাতার ঝিরিঝিরি শব্দ। ঘুম নেমে আসছে কৃষ্ণের চক্ষে। ক্রমশ প্রচণ্ড কোলাহল।

—কিসের কোলাহল? চক্ষু বন্ধ রেখেই কান পাতলেন তিনি।

তাঁর মনে হল যেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ।

কৃষ্ণের চক্ষে আঁধার। সেই আঁধারময় চক্ষে তিনি দেখলেন, ক্ষুব্ধ—বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বারকার বুকে।

কৃষ্ণ মনে মনে বললেন, হে দ্বারকা বিদায়! হে যাদবগণ! হে অগ্রজ! আমার জন্যে তোমরা পরপারে অপেক্ষা কর। আমি আসছি। কৃষ্ণ করুণ স্বরে প্রার্থনা জানালেন।—হে মৃত্যু! কৃষ্ণকে দয়া কর।

সন্ধ্যার মতো নিঃশব্দ চরণে মৃত্যু এসে গ্রহণ করল বাসুদেব কৃষ্ণকে।

নির্জন—শূন্য রৈবতকের বুকে তখন বাতাসের হাহাকার।

সহায়ক পুস্তকের তালিকা

১. ঋগ্বেদ সংহিতা
২. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
৩. শ্রীমদ্ভাগবত
৪. মহাভারত
৫. রামায়ণ
৬. হরিবংশ
৭. বিষ্ণু পুরাণ
৮. ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ
৯. জ্যোতির্বিজ্ঞান রহস্য
১০ বিশ্বকোষ
১১. ভারতকোষ
১২. শ্রীনামভাগবতম্ (১ম খণ্ড)—৺পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর
১৩. মহাভারতম্—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৪. যুধিষ্ঠিরের সময় (২য় সংস্করণ)—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৫. শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৬. গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব
১৭. রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন
১৮. শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম—৺জগদীশচন্দ্র ঘোষ
১৯. কৃষ্ণ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
২০. রাজগীর সম্বন্ধে ভূমিকা—জৈনকো প্রকাশন—দিল্লী-৬
২১. Political History of Ancient India—by H. C. Roy Chaudhury, M· A., Ph. D.
২২. The Age of Imperial Unity—by R. C. Mazumdar, A. D. Pusalkar, A. K. Mazumdar.
২৩. An Advanced History of India—by R. C. Mazumdar M. A. Ph. D., H. C. Ray Chaudhury, M. A. Ph. D., Kalikinkar Dutta M. A. Ph. D.
২৪. Inidian History and Culture—by J. Fuste, M. A., L Lttt, Ph. D. and I. R. Metha M. A., B. T.
২৫. Swagat—the inflight magazine of Indian Airlines